ABKAR'S

HAND-BOOK

BY

DIGENDRA NATH PAL

Excise Inspector, 24 Pergunnahs.

আবকারস্ হ্যাণ্ডবুক।

২৪ পরগণার আবকারী ইনস্পেক্টর

শ্রীদিগেন্দ্রনাথ পাল

প্রণীত।

BLISHED BY CHATTERJEE BROTHERS

66 College Street, Calcutta.

THIS LITTLE BOOK

IS DEDICATED

WITH PERMISSION

TO

A. FORBES Esq. B. A.

BENGAL CIVIL SERVICE

MAGISTRATE-COLLECTOR

24 *Purgunnahs.*

WITH THE HIGHEST RESPECTS AND REGARDS

OF

HIS OBEDIENT HUMBLE SERVANT

THE AUTHOR

INTRODUCTION.

The Excise Commission, appointed by the Bengal Government to reform the whole excise system in Bengal, recommended numerous practical changes in the existing system. The Government are now introducing the changes in certain selected districts as experimental measures and it is hoped that these changes will be soon introduced throughout Bengal. The changes thus introduced, especially with regard to outstills, are not only numerous but difficult to carry them out practically unless thoroughly understood by the Abkars. These changes have greatly disturbed the men who carry on trade in excisable articles; as at present they do not thoroughly understand their position, and consequently can not bid for a shop to an amount which is considered fair both to them and to Government. If the venders come to the auction room having thoroughly understood the rules, orders and restrictions which they shall have to carry out, not only the Government will get the fair share of the revenue and the settlement will be easy, but that the Abkars will be able to carry out the changes without any assistance from the officers of the Excise Department who feel it a great difficulty to explain the rules to them, as they often cannot understand them or forget them. A little book which they can always consult and in which there should be all that they should know of the Abkari matters will be a great boon to them. The Boards Excise Manual does not meet the want. It is a bulky volume which contains so many

things that men of the Abkar's intelligence and education can derive no benefit from it. Feeling this, I have explained in this book not only the recent changes regarding the outstills, but the rules framed by the Board which Abkars should know. I have carefully avoided those that are necessary for the excise officers and those that are not necessary for the Abkars. I have translated them in as easy language as possible and I hope they will find no difficulty whatever in understanding them.

I have given in a preface a short summary of the Report of the Excise Commission and the results of the Experiments of Dr. Warden in the manufacture of country spirit. In order to make this Hand Book complete I have also given the Bengali translation of the Excise and Opium laws I have fixed the price of this book as cheap as possible; infact it will barely cover the cost for printing and publication, so that every Abkar may get a copy without feeling any hardship. As far as I know they are ready to spend any sum to get a book which will help them and make clear to them all the Excise Rules; for then they will avoid innumerable difficulties and botheration which they now labour under.

If the book come to any help to the Abkars I shall consider that my time in compiling the book has not been misspent, and my labors have not been in vain. I am indebted in this attempt to my elder brother Babu Ganendra Nath Pal of the Subordinate Executive Service now on special duty in charge of the Excise Works of Hughly and Howrah, and to Babu Gangadhur Ghose,

Excise Deputy Collector, 24 Pergunnahs, to an extent beyond acknowledgment. I owe most to them for their valuable suggestions; their aid has been very meterial

Alipur
22nd June 87

D. N. P.

ভূমিকা।

সকল প্রকার মাদক দ্রব্যের প্রস্তুত ও বিক্রয়ের তত্ত্বাবধারণ জন্য গবর্ণমেণ্টের স্বতন্ত্র আবকারী বিভাগ বর্ত্তমান আছে। কলেক্টর সাহেবের অধীনে আবকারী কার্য্যের ভার প্রতি জেলায় এক এক জন ডেপুটী কলেক্টরের হস্তে ন্যস্ত আছে। ইহা ব্যতীত ইনেস্পেক্টর, দারোগা, জমাদার ও পিয়ন ইত্যাদি আছে। তদ্দ্বারা আবকারী সম্বন্ধীয় সমস্ত তত্ত্বাবধারণ কার্য্য নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। আফিম, মদ হইতে তাড়ী, সিদ্ধি ইত্যাদি সমস্ত মাদক দ্রব্য আবকারী আইনানুসারে প্রস্তুত ও বিক্রয় হইয়া থাকে। যাঁহারা এই সকল দ্রব্য প্রস্তুত বা বিক্রয় করিতে নিযুক্ত আছেন, তাঁহাদের আবকারী আইন ও আবকারী সম্বন্ধে বোর্ড ও গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ধার্য্য নিয়ম সকল জ্ঞাত থাকা নিতান্ত আবশ্যক। নিয়ম জ্ঞাত না থাকিলে প্রথমতঃ কার্য্যের ব্যাঘাত. দ্বিতীয়তঃ অনেক সময়ই আইন লঙ্ঘণ বশতঃ দণ্ডিত হইবার সম্ভাবনা। আবকারী আইন ও নিয়ম সকল বোর্ড কর্ত্তৃক পুস্তকাকারে মুদ্রিত আছে। কিন্তু ইহা ইংরাজী ভাষায় লিখিত হওয়ায় অনেকের পক্ষে না থাকার মধ্যেই দাঁড়াইয়াছে। ঐ পুস্তকের যে বাঙ্গলা অনুবাদ আছে তাহা এত বৃহৎ ও নানা বিষয়ে পরিপূরিত, এবং ভাষাও এত কঠিন যে আবকারী ভেণ্ডারের ন্যায় অল্প শিক্ষিত লোকের পক্ষে ঐ পুস্তক হইতে তাঁহাদের দরকারী অংশ বাচিয়া লওয়া ও ভাব সংগ্রহ করা দুরূহ। এই জন্য আবকাবদিগের এই গুরুতর অভাব দূর

করিবার বাসনায় আমি এই ক্ষুদ্র পুস্তক সংকলনে নিযুক্ত হইয়াছি। ইহাতে আবকারদিগের জ্ঞাতব্য সমস্ত বিষয় অতি সহজ ভাষায় সন্নিবেশিত হইয়াছে। যাহা আবকার দিগের পক্ষে প্রয়োজনীয় নহে তাহা ন্যস্ত করি নাই। কলিকাতাস্থ ভেণ্ডারদিগের জ্ঞাতব্য বিশেষ বিধি গুলিও সংক্ষেপে লিখিত হইয়াছে।

দেশী মদ সম্বন্ধে নানা পরিবর্ত্তন ও নানা নতন নিয়ম ধার্য্য হইয়াছে। দেশী মদ সস্তা হওয়ায় ও সর্ব্বত্র দেশী মদ চুলাই জন্য ভাঁটী খুলিতে দেওয়ায় এ প্রদেশে মদ খাওয়া অতিশয় বৃদ্ধি হইতেছিল। ইহার বিশেষ কারণ নির্দ্দেশ জন্য ও সবিশেষ অনুসন্ধানার্থ ভূতপূর্ব্ব ছোটলাট টমসন সাহেব বাহাদুর এক কমিসন নিযুক্ত করেন। এই কমিসনের সভাপতি শ্রীযুক্ত এডগার সাহেব এবং সভ্য ক্লাইলি সাহেব, বাবু কৃষ্ণবিহারি সেন ও বাবু অভয়চন্দ্র দাস হইয়াছিলেন। ইহাঁরা বহু স্থান ভ্রমন ও বহু অনুসন্ধানের পর এক রিপোর্ট গবর্ণমেণ্টে দেন। এই রিপোর্ট প্রাপ্তির পর গবর্ণমেণ্ট দেশী মদ সম্বন্ধে নানা নূতন নিয়ম ধার্য্য করিয়াছেন; আমারা এই পুস্তকের যথা স্থানে তাহা সন্নিবেশিত করিয়াছি। কমিসন যাহা যাহা করিতে গবর্ণমেণ্টকে পরামর্শ দেন তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমরা এই পুস্তকের প্রথমেই সন্নিবেশিত করিয়াছি। দেশী মদ চুলাই সম্বন্ধে ডাক্তার ওয়ার্ডেন সাহেব যে মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহারও যৎকিঞ্চিৎ বিবরণ ন্যস্ত হইয়াছে। তৎপরে বোর্ড ও গবর্ণমেণ্টের ধার্য্য নিয়মের আবকার দিগের প্রয়োজনীয় অংশ ইত্যাদি সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত আবকারী বিষয়ের

১৮৭৮ সালের ৭ ও ১ আইনের বাঙ্গালা অনুবাদ এই পুস্তকে দেওয়া হইয়াছে।

পুস্তকের মূল্য যথা সম্ভব সুলভ ধার্য্য করা হইল। গ্রন্থকারের কোন প্রকার লাভের আশা নাই। এই পুস্তক দ্বারা আবকারদিগের উপকার দর্শিলে গ্রন্থকার পরিশ্রম সার্থক মনে করিবেন।

আলিপুর।
২২ শে জুন ১৮৮৭। } শ্রীদিগেন্দ্রনাথ পাল

আবকারী কমিসন।

আবকারী কমিসন প্রধানতঃ নিম্ন লিখিত কয়েকটী প্রস্তাব করেন।

সহর ও সহর তলিতে অর্থাৎ যে সকল স্থানে লোকের বসতি অধিক ও সম্ভবমত মদ অধিক কাটিতে পারে এরূপ স্থলে খোলাভাঁটী থাকিলে মদ সস্তা হইবে; এই জন্য এই সকল স্থানে ইঁহারা সদরভাঁটী (Sudder distillery) সংস্থাপনের প্রস্তাব করেন। বঙ্গদেশের পাটনা, গয়া, আরা, চাপরা, বেত্তিয়া মজফরপুর, দারভাঙ্গা, মুঙ্গের, জামালপুর, ভাগলপুর, মুরশিদাবাদ ও বরহমপুর, বর্দ্ধমান ও ঢাকা মহলের কতকাংশে পুনরায় সদর ভাটীখানা করা উচিত তাহাও উল্লেখ করেন।

২য়। নিতান্ত পল্লিগ্রামে ও যে যে স্থানে মনুষ্যের বসতি নিতান্ত অল্প তথায় কোন ক্রমেই সরকারী ভাঁটীখানা চলিতে পারে না; এই জন্য ঐ সকল স্থানে খোলাভাঁটী স্থাপনের প্রস্তাব করেন। বঙ্গদেশের উপরি লিখিত জেলা ও যে যে জেলায় পূর্ব্বে হইতেই সদর ভাঁটী আছে তাহা ব্যতীত অন্যান্য জেলায় খোলাভাঁটী রাখা উচিত তাহাও ইঁহারা উল্লেখ করেন।

৩য়। অনেক স্থল এরূপ আছে যথায় সরকারী ভাঁটীখানা চলিতে পারে না, অথচ খোলাভাঁটী হইলে মদ সস্তা হইয়া অনেক লোককে মাতাল করিতে পারে এরূপ বিবেচনায় ইঁহারা নিম্নলিখিত রূপে ভাটীর চোলাইয়ের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ (Restricted Capacity) করিতে চাহেন।

(১) কোন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের ভাটী দিয়া,

(২) গাঁজলা উঠাইবার পাত্র বা মাইটের আকার ও পরিমাণ নির্দ্ধারিত করিয়া।

আবকারী কর্ম্মচারীগণ প্রথমতঃ যে সকল স্থানে ভাঁটী আছে তথায় অনুসন্ধান দ্বারা জানিবেন যে কত মদ প্রত্যেক ভাঁটীতে প্রত্যহ বিক্রয়ের জন্য নিতান্ত আবশ্যক। ইহা অবগত হইয়া তাঁহারা সেই সেই স্থানে সেই সেই পরিমাণ মদ প্রস্তুত হইতে পারে এরূপ আকারের ভাঁটী দিবেন। এইরূপে কোথায় ১০, কোথায় ২০ কোথাও বা তদধিক গঠনের ভাঁটী দেওয়া হইবে। এই সকল ভাঁটী যাহাতে তামার হয় তাহার চেষ্টা করা হইবে এবং ভাঁটী পরিবর্ত্তন যাহাতে না চলে এই জন্য আবকারী কর্ম্মচারী দ্বারা ভাঁটীতে কোন নির্দ্দিষ্ট চিহ্ন দেওয়া হইবে।

৪। যে সকল স্থানে মিউনিসিপালিটী আছে, অথচ যথায় সরকারী ভাটীখানা চলিতে পারে না, তথায় ঐ মিউনিসি-পালিটী ন্যায্য অপত্তি করিলে সহরের বসতির মধ্যে কোন স্থানে খোলা ভাঁটী করিতে দেওয়া হইবে না। মিউনিসিপা-লিটীর কমিসনরদিগের পরামর্শানুযায়ী সহরের বাহিরে কোন স্থানে ভাঁটী খুলিয়া মদ চোলাই করিতে দেওয়া হইবে।

৫। মদের একটী ন্যূন মূল্য নির্দ্ধারিত করিবার প্রস্তাব ও কমিসন করিয়া দেন। ভাঁটীর চুলাই ক্ষমতা নির্দ্দিষ্ট থাকিলে কোন্ ভাঁটীতে কত মদ হইবে তাহা সহজেই জানিতে পারা যাইবে। এই মদের উপর নির্দ্দিষ্ট লাইসেন্স ফি আদায় করিলে ভাঁটীদার কখনই লোকসান করিয়া অল্প মূল্যে মদ

বিক্রয় করিতে পারিবে না। এতদ্ব্যতীতও কমিসন মদের মূল্য নির্দ্দিষ্ট করিতে বলেন। তাঁহারা বলেন যে প্রতি বোতল মদের দাম আট আনা বা এক টাকা বা অন্য কোন দামের কম ভাঁটীদার বিক্রয় করিতে পারিবে না, এরূপ নিয়ম হওয়া উচিত।

৬। কমিসন সন্ধ্যার পর মদ বিক্রয় বন্ধ করিবার প্রস্তাব করেন। ১২ বৎসরের অল্প বয়স্ক বালকের নিকটও মদ বিক্রয় তাঁহারা নিষেধ করেন।

৭। কমিসন নিম্নলিখিত স্থানে খোলা ভাঁটী বসাইতে নিষেধ করেন।

(১) গ্রামের বসতির মধ্যে,

(২) বাজারের ভিতরে,

(৩) যে রাস্তা দিয়া স্ত্রীলোক স্নান কিম্বা জল আনিবার জন্য যাতায়াত করে।

(৪) কোন কুঠী কিম্বা ঐরূপ কোন কারখানায়, যেখানে বহুসংখ্যক লোক কর্ম্মকরে তহার কেবল সন্নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে।

৮। কমিসনের প্রস্তাবানুযায়ী গবর্ণমেণ্ট কয়েকটী জেলায় পুনরায় সদর ভাঁটীখানা বসাইয়াছেন এবং কমিসনের খোলা ভাঁটী সম্বন্ধে সমস্ত প্রস্তাব কার্য্যে পরিনত করার জন্য পাটনা জেলায় প্রথম ইহার পরীক্ষা করা হয়। ঐরূপ পরীক্ষায় পাটনা জেলায় অতি সন্তোষজনকরূপ কার্য্য হইয়াছে। সেই জন্য গবর্ণমেণ্ট এক্ষণে সকল জেলাতেই ক্রমে ক্রমে ঐ নিয়মে কার্য্য করার জন্য আদেশ করিয়াছেন। এই নূতন নিয়মে কিরূপে ভাঁটী ও মইট আদি করিতে হইবে তাহা যথাস্থানে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে।

দেশী মদ সম্বন্ধে ডাক্তার ওয়ার্ডেন সাহেবের মত।

১। দেশী মদ নিম্ন লিখিত দ্রব্য হইতে হয়। গুড়, মহুয়া, ভাত।

২। প্রথমতঃ জল মিশাইয়া এই সকল দ্রব্য গাঁজলা উঠাইবার জন্য রাখিতে হয়, তৎপরে ইহাই লইয়া চুলাই করিলে মদ প্রস্তুত হয়।

৩ নিম্নলিখিত কয়েকটী বিষয় তাঁহার রিপোর্টে উল্লেখ করিয়াছেন।

১। কত দ্রব্যে কত মদ হয়।

২। কোন স্থানে কিরূপ মদ হয়।

৩। কিরূপ হাব হওয়ায় কত মদ হয়।

৪। কোন নিয়মে কত পরিমাণ মদ হয়।

৫। কত জল মিশাইয়া গাঁজলা উঠাইতে হইবে।

৬। কিরূপ দ্রব্যে গাঁজলা উঠিলে কত "ফিউসিল" তৈল বা একরূপ বিষাক্ত জিনিস উৎপন্ন হয়।

৭। ঐ বিষাক্ত জিনিষ কিসে কম হয়।

উপরিল্লিখিত বিষয় কএকটীতে তিনি নিম্নলিখিত মত প্রকাশ করিয়াছেন।

১। এক মণ গুড়ে, ১ ভাগ গুড় ও দুই ভাগ জল সোস্ত বা গুড়ের দ্বিগুণ জল সোস্ত এই পরিমাণ মিশাইয়া চুলাই করিলে ৩·৩৪৬; ১ ভাগ গুড় ও ৪ ভাগ জলে সোস্তে ৪·১৪২;

১ ভাগ গুড় ৬ ভাগ জলে ও সোস্তে ৪·৪৮৬১ গ্যালন লণ্ডন প্রুফ মদ প্রস্তত হয়।

একমণ মউয়ায়, ১ ভাগ মউয়া ও ২ ভাগ জলে সোস্তে বা মউয়ার দ্বিগুণ জল সোস্তে ১·৬৮৮, এক ভাগ মউয়া ও ৩ ভাগ জল সোস্তে ১·৩৪০ ; ১ ভাগ মউয়া ও ৪ ভাগ জল সোস্তে ২.৩৪ গ্যালন লণ্ডনপ্রুফ মদ হয়।

২। স্থান বিশেষে মদ অধিক ও কম হয়। কিন্তু বিশেষতঃ গাঁজলা উঠা দ্রব্যের মধ্যে যাহাতে যত পরিমাণ মিষ্ট পদার্থ থাকে তাহা হইতে তত অধিক মদ হয়।

৩। আব হাওয়া বশতঃও মদ অধিক ও কম হয়। গরমে শীঘ্র গাঁজলা উঠে; যাহা হউক ৮২ হইতে ৮৬ ডিগ্রি গরমের মধ্যে চুলাই করাই কর্ত্তব্য। করিলে মদ অধিক ও উত্তম হয়।

৪। গাঁজলা উঠাইবার জন্য কত সময় প্রয়োজন তাহা নির্দ্দিষ্ট করা যাইতে পারে না। গ্রীষ্মকালে শীঘ্র ও অতি অল্প সময়ের মধ্যে গাঁজলা উঠিবে। গুড় ইত্যাদি জলের সহিত বেস মিশ্রিত হইয়া গেলেও শীঘ্র গাঁজলা উঠে।

৫। বাখর মিশাইলে যে মদ শীঘ্র হয় বা অধিক হয় তাহার কোন মানে নাই। গুড় ইত্যাদির সহিত সোস্তে মিশাইলে মদ অধিক ও শীঘ্র হয়। গাঁজলা সম্পূর্ণরূপে উঠিলে স্পিরিট উড়িয়া যাইতে পারে, এই জন্য সোস্ত মিশাইলে আর তাহা হয় না। চুলাইয়ের সময়ও ইহাতে অনেক উপকার করে।

৬। গাঁজলা উঠাইবার পাত্র প্রথম নাড়িয়া দেওয়া ভাল। প্রথম প্রথম বাতাস পাইলে গাঁজলা ভাল হয়, কিন্তু পরে

বাতাস লাগিলে ভালর পরিবর্ত্তে মন্দ হয়। এই জন্য মাইটির মুখ তখন ভাল করিয়া বন্ধ করিয়া রাখা কর্ত্তব্য।

৭। কোন কোন জেলায় ভাঁটীর মাথার উপর জল নিক্ষেপ এবং কোন কোন জেলায় যে পাত্রে মদ আসিয়া জমে তাহার উপর জল ছড়াইয়া দেওয়া প্রথা চলিত আছে। মদ উত্তম রূপ চুলাই হইবার জন্য ভাঁটীর মুখ ও মদ ধরিবার পাত্র উভয়ই জল দিয়া ঠাণ্ডা করা উচিত।

৮। দেশীমদ হইতে কোন ক্রমেই বিষাক্ত ফিউসিল তৈল দূর করা যাইতে পারে না। দেশী মদে ফিউসিল তৈল থাকিবেই থাকিবে। তবে তেঁতুল মিশ্রিত করিয়া চুলাই করিলে সম্ভবমত কম পরিমাণে ফিউসিল তৈল থাকিতে পারে।

আবকারস্ হ্যাণ্ডবুক।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

উপক্রমণিকা।

১। নিম্নলিখিত দ্রব্য হইতে আবকারি রাজস্ব উৎপন্ন হয়।

(ক) বিলাতি আমদানি উগ্র মদ।

(খ) ইংরেজি ধরণে এ দেশে প্রস্তুত উগ্র মদ অর্থাৎ রম।

(গ) দিশী মদ, অর্থাৎ এ দেশের ধরণে চোয়ান মদ।

(ঘ) এ দেশের ধরণে প্রস্তুত গাঁজলা উঠা মাদক দ্রব্য যথা, তাড়ী, পাচই ইত্যাদি।

(ঙ) টাট্‌কা তাড়ি।

(চ) গাঁজা ও গাঁজার গাছ হইতে প্রস্তুত মাদক দ্রব্য; ইহার মধ্যে চরস, সিদ্ধি, ভাঙ্গ মাজন ধর্ত্তব্য হয়।

(ছ) আফিম ও আফিম হইতে প্রস্তুত মদত, চণ্ডু ইত্যাদি মাদক দ্রব্য। *

২। আবকারিতে ৬ প্রকার ট্যাক্স আছে।

(ক) থোক বিক্রয়ের লাইসেন্স ফি।

---

* ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের ১ আইনের প্রথম পরিচ্ছেদ দেখ।

(খ) খুচরা বিক্রয়ের লাইসেন্স ফি।

(গ) প্রকৃত যত পরিমাণ মদ ব্যবহার হয় তাহার উপর ট্যাক্স।

(ঘ) মদ চোয়ান জন্য যে যে দ্রব্য ব্যবহার হয় তাহার উপর ট্যাক্স।

(ঙ) গবর্ণমেণ্টের ভাঁটিখানায় প্রত্যেক ভাঁটির উপর ট্যাক্স।

(চ) খোলা ভাঁটির উপর ট্যাক্স।

৩। বিলাতি আমদানি উগ্র মদ ও বিলাতি ধরণে এ দেশে প্রস্তুত উগ্র মদের উপর সকল জেলায় থোক বিক্রয়ের জন্য বাৎসরিক ৫০৲ টাকা ট্যাক্স দিতে হয়।

৪। কলিকাতা সহিত সমস্ত জেলায় উপরিলিখিত সমস্ত প্রকার মাদক দ্রব্যের উপর খুচরা বিক্রয়ের জন্য খুচরা বিক্রয়ের লাইসেন্স ফি লওয়া হয়। অবস্থানুসারে এবং বোর্ডের ধার্য্য-মত এই ফি ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হইয়া থাকে। এই লাইসেন্স ফি দুই প্রকারে লওয়া হয়; (১ম) প্রকাশ্য নিলাম বিক্রয়ে, (২য়) স্থানের অবস্থা, লোক সংখ্যা ইত্যাদি বিবেচনা করিয়া যে ফি ধার্য্য করা হয়। ১ম প্রকারকে "নিলাম প্রথা" ও দ্বিতীয় প্রকারকে "ফিকস্‌ড লাইসেন্স ফি" প্রথা কহে।

৫। তৃতীয় প্রকার ট্যাক্স, অর্থাৎ যে পরিমাণে কোন মাদক-দ্রব্য ব্যবহার জন্য লওয়া হয় তাহার উপর যে ট্যাক্স দিতে হয় তাহাকে "ফিক্সড্ ডিউটি" বা নির্দ্ধারিত মাসুল প্রথা কহে। ইহাতে কি বিলাতি আমদানি বা বিলাতি ধরণে প্রস্তুত উগ্র মদ, কি দেশী মদ, কি গাঁজা সিদ্ধি বা ভাঙ্গ, চরস সকলেই বর্ত্তে। লাইসেন্স ফি ছাড়াও এ ট্যাক্স দিতে হয়। বিলাতি আম-

দানি মদের উপর ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের ভারতীয় (টারিফ) ১১ আইনের অনুবর্ত্তী কাষ্টম হাউস কর্ত্তৃক ধার্য্য হয়। এ দেশে প্রস্তুত মদের উপর "ফিক্সড্ ডিউটী" আবগারি কর্ম্মচারির নিকট দিতে হয়। টারিফ আইনের ২য় ধারা ২ সিডিউলানুসারে বিলাতি আমদানি "লণ্ডন প্রুফ" প্রতি গ্যালন মদের উপর পাঁচ টাকা মাসুল দিতে হয়। উল্লিখিত আইনের ৬ ধারানুসারে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময় সময় গেজেটে সেই গবর্ণমেণ্টের অধীনস্থ যে কোন বা সমস্ত ডিস্টিলারী উৎপন্ন-মদের উপর বিবেচনা মত মাসুল ধার্য্য করিতে পারিবেন, কিম্বা ঐ মাসুল কোনক্রমে বিলাতি আমদানি মদের মাসুল অপেক্ষা অধিক হইবে না। *

---

* বাঙ্গালায় ভাঁটীখানায় প্রস্তুত প্রতিগ্যালন দেশী মদের উপর নিম্ন লিখিত জেলায় নিম্ন লিখিত হারে মাসুল দিতে হয়।

বর্দ্ধমান ৪৲, বাঙ্কুরা ২॥০, বীরভূম, ২॥০, মেদনীপুর ৫-২॥০ ১॥৴০, হাবড়া ও হুগলী ৪৲, ২৪ পরগণা ৫, কলিকাতা ও সহরতলী ৫, নদে ৫, যশোহর ৫, খুলনা ৫, মুরসিদাবাদ ৪।৵০, দিনাজপুর ৩৵০, রাজসাহী ৩৵০, রঙ্গপুর ৩৵০, বগরা ৩৵০, পাটনা ৩৵০, জলপাইগুড়ি ২॥০, ঢাকা ৪।৵০, ফরিদপুর ৩৸০, বাখরগঞ্জ ৩৸০, মইমনসিং ৩৸০, চট্টগ্রাম ৩৵০, নোয়াখালি ২॥০, টিপারা ২॥০ পাটনা ২, গয়া ২॥০, সাহাবাদ ২, মজফরপুর ২॥০, দারভাঙ্গা ২॥০ সারণ ২॥০, চাম্পারণ ২॥০, মুঙ্গের ৩, ভাগলপুর ৩, পূর্ণিয়া ৩৵০ মালদা ৩৵০, সাঁওতাল পরগণা ২ ও ১॥০, কটক ২, পুরী ২, বালেশ্বর ২, হাজারিবাগ ১৸৵০, লোহারডগা ১৸৵০ সিংভূম ১৸৵০ মানভূম ১৸৵০।

৬। চতুর্থ প্রকার কর, অর্থাৎ মদ চোঁয়াইবার জন্য যে যে দ্রব্য প্রয়োজন তাহার উপর যে কর দিতেহয় কয়েকটী নির্দ্দিষ্ট জেলায় কেবল এই প্রথায় কর আদায় হয়। *

৭। পঞ্চম প্রকার কর, দেশী মদ প্রস্তুত কারক দিগের নিকট গবর্ণমেণ্ট প্রতি ভাঁটীখানায় প্রস্তুত প্রতি গ্যালনের উপর ঘরভাড়া স্বরূপ যে কর লওয়া হয়।

৮। ষষ্ঠ প্রকার কর, খোলাভাঁটী ইজারা লইলে দিতে হয়। একটী ভাঁটী ও তদুৎপন্ন মদ বিক্রয়ের জন্য মাসিক ফি লইয়া লাইসেন্স দেওয়া হয়। ইহার ফির হার কখন কখন কলেক্টর কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট হয়, কখন বা একটী অন্যূন ফি স্থির করিয়া তাহার উপর সর্ব্বোচ্চ ডাক নিলামে বিক্রিত হয়।

৯। তাড়ি, পাচই, সিদ্ধি, ভাঙ্গ, কিম্বা মাজন বিক্রয়ের লাইসেন্স নিলাম ডাকে বিক্রয় হয়। কলেক্টর কর্ত্তৃক প্রথম একটী সর্ব্ব নিম্নদর স্থির হইলে পরে এই সকল দ্রব্যের লাইসেন্স ভিন্ন অন্য ট্যাক্স দিতে হয় না। কলিকাতা ও বোর্ডের ধার্য্যমত অন্য জেলায় কেবল সিদ্ধি কিম্বা ভাঙ্গের উপর অন্য ট্যাক্স লওয়া হয়। এই প্রকারকে, "মাসিক ট্যাক্স" প্রথা কহে।

---

* পাটনা, গয়া, মজফরপুর, দারভাঙ্গা, সাহাবাদ, সারণ, মুঙ্গের। ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ ৪ বিধি দেখ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সাধারণ বিধি।

১। অন্যরূপ ধার্য্য বা বোর্ড কর্ত্তৃক বিশেষ নির্দ্দেশ না হইলে সকল প্রকার আবকারি লাইসেন্স চলিত এক বৎসরের জন্য দেওয়া হইবে। এবং ১লা এপ্রেল * হইতে বৎসর আরম্ভ ধরিতে হইবে। বৎসরের মধ্যে অন্য সময়ে লাইসেন্স লইলে সে লাইসেন্স কেবল ঐ বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত চলিবে।

২। যখন কোন দোকান নিলামে বিক্রয় হয় তখন বুঝিতে হইবে, যে ঐ দোকানের চারিদিকে কোন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ স্থানের মধ্যে ঐ দোকান হইবে। কলিকাতায় এরূপ নির্দ্দিষ্ট স্থান পূরাতন দোকানের চারিদিকে ৩০০ হাত ধরা হয়। * বোঃ নিঃ ৮।

---

* গবর্ণমেণ্ট রাজকীয় সমস্ত কার্য্যের জন্য বৎসর এপ্রেল মাস হইতে ধরেন।

* দৃষ্টান্ত যেমন কলিকাতায় পটলডাঙ্গায় একখানি দোকান নিলাম হইল। ঐ দোকান যিনি কিনিলেন তাঁহাকে যে, সে দোকান যে ঘরে ছিল, সেই ঘরেই দোকান করিতে হইবে এরূপ নহে। ঐ দোকানের চারিদিকে ৩০০ হাতের মধ্যে যে কোন স্থানে তিনি দোকান খুলিতে পারেন। মফস্বলেও ঐরূপ। পূর্ব্ব দোকানের চারিদিকেই কত দূরের মধ্যে দোকান খুলিতে হইবে তাহা নিলামের সময় জানাইয়া দিবে।

৩। কলিকাতায় দোকানের জন্য নিম্নলিখিত বিশেষ নিয়ম আছে। বোঃ ১০।

(ক) আবকারি সুপারিণ্টেণ্ডের নিকট হইতে লাইসেন্স লইবার অগ্রে প্রথম পুলিসের ডেপুটী কমিসনার সাহেবের নিকট আবেদনকারকের তাঁহার চরিত্র বিষয়ের এক সার্টিফিকেট দিতে হইবে।

(খ) নিলাম বিক্রয় প্রথায় নিলাম ক্রেতা নিলামের পর সার্টিফিকেটের জন্য পুলিসের ডেপুটী কমিসনার সাহেবের নিকট আবেদন করিবেন।

(গ) "ফিকসড লাইসেন্স" প্রথায় দোকান বা হোটেল খুলিতে হইলে প্রথম আবগারি সুপারিণ্টেণ্ডের নিকট আবেদন করিতে হইবে; তিনি যদি অনুমোদন করেন তবে সেই সার্টিফিকেট সহ ডেপুটী কমিসনার সাহেবের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

(ঘ) যিনি লাইসেন্স লইবেন হোটেল কিম্বা দোকান কেবল তাঁহারই নামে খুলিতে হইবে। কেহই আবগারি বিভাগের অনুমতি ভিন্ন লাইসেন্স অন্য নামে পরিবর্ত্তন কিম্বা অন্যের নিকট হস্তান্তর করিতে পারিবেন না।

৪। বৎসরের শেষে সমস্ত লাইসেন্স ফেরত দিতে হইবে। পুরাতন লাইসেন্স, বে মেয়াদি বা ক্যান্‌সেল্ লাইসেন্স কলেক্টর সাহেবের নিকট ফেরত না দিলে কিম্বা তাহা ফেরত না দিতে পারার বিশেষ কারণ না দর্শাইলে আর নূতন লাইসেন্স দেওয়া হইবে না। লাইসেন্স ফেরত না দিলে অনতিবিলম্বে পুলিস দ্বারা দোকান বন্ধ করা হইবে। (বোঃ নিঃ ১২)।

৫। লাইসেন্স কেহই হস্তান্তর করিতে পারিবেন না, করিলে তাঁহার লাইসেন্স ক্যান্‌সেল্ হইবে এবং অগ্রিম দত্ত টাকাও বাজেয়াপ্ত হইবে। বোঃ ১৩।

৬। লাইসেন্সের প্রতিলিপি লইতে হইলে ২৲ টাকা ফি লাগিবে। বোঃ ১৪।

৭। কমিসনর সাহেব ও বোর্ডের ধার্য্যমত এক ব্যক্তিই দেশী মদ, রম, বিলাতি আমদানী মদ, এক বা ততোধিক দোকানের জন্য লাইসেন্স লইতে পারিবেন। বোঃ ১৬।

৮। ১৮০৪ খৃষ্টাব্দের ৭ আইনের ২৭ ধারা মত নোটিস না দিলে কেহ ল্যাইসেন্স ত্যাগ করিতে পারিবেন না। যদি কলেক্টর সাহেব পুরাতন পাট্টা ফেরত না আনান তাহা হইলে নতুন লাইসেন্স বৎসরের প্রথমে না পাইলেও লাইসেন্স বলবত থাকিবে। বোঃ ১৭।

৯। ১৬ বিধি লিখিত দোকান ব্যতীত এক লাইসেন্সে কেবল একই দোকান চলিতে পারিবে। বোঃ ১৮।

১০। ইংরেজ সৈন্য গমনাগমনের সময় তাহাদের গমনের পথের কিম্বা ঐ পথের নিকটবর্ত্তী স্থানের সমস্ত দোকান বা ভাঁটী বন্ধ করিতে হইবে। সিপাহী যাইবার সময়ও বিশেষ আজ্ঞা হইলে বন্ধ করিতে হইবে বোঃ ২২।

১১। উপরিলিখিত কারণে দোকান বন্ধ হইলে খোলা ভাটী ও মাসিক ফি প্রথার দোকানদার নিজ লাইসেন্সের হার ধরিয়া বন্ধ দিবসের এবং লাভের ক্ষতি স্বরূপ শতকরা ১০৲ টাকা ক্ষতি পূরণ পাইবেন। বোঃ ২৬।

১২। "ফিক্সড্" ফির দোকানদার হইলে কলেক্টর সাহেব বিবেচনা মত ক্ষতি পূরণ করিবেন। বোঃ ২৭।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

নিলাম বিক্রয়।

১। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের ৭ আইনানুসারে বোর্ড অগ্রিম দেয় লাইসেন্স ফি ধার্য্য ও আদায় করিতে পারেন এবং লাইসেন্সে লিখিত মত টাকা না দিলে লাইসেন্স ক্যান্সেল ও অগ্রিম দত্ত টাকা বাজেয়াপ্ত করিতেও পারেন। মাসিক দেয় লাইসেন্স ফি বিজ্ঞাপন মত নিলাম ডাকে স্থির হয়। নিলাম হইবার অন্ততঃ ১৫ দিবস পূর্ব্ব হইতে কলেক্টরি কাছারীতে এবং নিলামের দিবস নিলামের স্থানে যে সকল দোকান নিলাম হইবে তাহার এক লিষ্ট লট্‌কাইয়া দেওয়া হয়।* বিশেষ কারণ না হইলে বৎসরের মধ্যে কলেক্টর সাহেব ঐ সকল দোকান ব্যতীত আর নূতন দোকান খুলিবার জন্য লাইসেন্স দিবেন না। এই সুবিধা থাকায় দোকানদারগণ অনায়াসেই বুঝিতে পারেন যে, কোন্ দোকানে কত বিক্রয় সম্ভব। কলেক্টর সাহেব সকলের উচ্চশ্রেণী ডাক গ্রাহ্য করিতে বাধ্য নহেন। তিনি ইচ্ছা করিলে অন্যের অধিক ডাক সত্বেও পূর্ব্ব দোকান-

* তৃতীয় পরিচ্ছেদ ৮ বিধি ৯ হইতে ১৩।

দারকে দোকান দিতে পারেন। নিলামের স্থানে যাইবার জন্য কাহারও কোন ফি লাগিবে না। নিলামের সময় কলেক্টর সাহেব দোকানের স্থান বিশেষ করিয়া নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন।

২। কলিকাতা ও সহরতলিতে সমস্ত আবকারি দ্রব্যের দোকান নিলাম ডাকে বিলি হয়। উড়িষ্যা ব্যতীত অন্যত্র তাড়ি ছাড়া আর সমস্ত দ্রব্যের দোকানও ঐরূপে বিলি হয়। উড়ি- ষ্যায় দেশী মদ ভিন্ন আর সমস্ত আবকারী দোকান নিলামে বিলি হয়। কিন্তু তথায় খোলা ভাঁটি নিলামেই বিলি হয়।

৩। লাইসেন্স সাধারণতঃ এক বৎশরের জন্যই দেওয়া হয়, কিন্তু কলিকাতা, বর্দ্ধমান, হুগলী, নদে, ২৪ পরগণা, যশোহর, ঢাকা, বাঁকুড়া, বীরভূম ও মেদনীপুরে বিলাতী আমদানী মদ, দেশী রম ও দেশী মদের দোকান সম্বন্ধে তিন বৎসরের জন্যও লাইসেন্স হইতে পারে। কিন্তু তিন বৎসরের জন্য লাইসেন্স দিলেও যদি ঐ সকল জেলার বা জেলার কোন অংশে, লণ্ডনপ্রুফ মদের প্রতি গ্যালনে ৫ টাকা মাসুল না আদায় হয়, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট লাইসেন্সের মেয়াদ থাকিতে বৎসরের মধ্যেই মাসুল বাড়াইয়া দিতে পারেন। মাসুলের হার বৃদ্ধি হওয়ায় ক্ষতি হইল বলিয়া দোকানদার কোন দাওয়া করিতে পারিবে না। কিন্তু যদি দেশী মদের উপর মাসুল বাড়াইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে দোকানদার দোকান ছাড়িয়া দিতে পারেন; মাসুল কমিয়া গেলে কলেক্টর সাহেব ইচ্ছা করিলে লাইসেন্স ক্যান্‌সেল করিয়াও দিতে পারেন কিন্তু এইরূপ স্ব ইচ্ছায় ত্যাগ করিলে বা কলেক্টর

কর্ত্তৃক লাইসেন্স ক্যান্সেল হইলে অগ্রিমদত্ত টাকা বাজেয়াপ্ত হইবে না। বোঃ ৩।৪।

৪। নূতন দোকানের বন্দোবস্ত হইয়া গেলে সে বৎসর কলেক্টর সাহেব আর নূতন দোকান স্থাপন করিতে পারিবেন না। তবে মেলার জন্য যদি ঐ মেলার নিকটস্থ দোকানদার মেলাস্থ লোকের সরবরাহ করিতে না পারেন, তবে নূতন দোকান বসান যাইতে পারে। অন্য কোন দোকানদার আপত্তি না করিলে বৎসরের মধ্যেও দোকানের স্থান পরিবর্ত্তন করা যাইতে পারে। বোঃ ৫।

৫। যে সকল জেলায় ৩ বৎসরের জন্য লাইসেন্স দেওয়া হইয়াছে, তথায়ও বৎসরের মধ্যে আর নূতন দোকান বসান হইবে না; কিন্তু বিশেষ কারণ হইলে বোর্ডের অনুমতি অনু-সারে নূতন দোকানও বসান হইবে। এরূপ হইলে পূর্ব্ব দোকান-দারগণ নিজ নিজ লাইসেন্স ছাড়িয়া দিতে পারেন, তাহাতে তাঁহাদের অগ্রিম দত্ত টাকা বাজেয়াপ্ত হইবে না। কলিকাতায়ও এ নিয়ম খাটিবে, তবে নূতন দোকানের সিকি মাইল দূরবর্ত্তী দোকান ব্যতীত অন্য দোকানে এই নিয়ম বর্ত্তিবে না। বোঃ৬।

৬। বন্দোবস্তের পূর্ব্বে কলেক্টর সাহেব দোকান একস্থান হইতে পরিবর্ত্তন করিয়া অন্যত্র বসাইতে পারেন। বোঃ ৭।

৭। নিলামের সময় প্রতি দোকানের উপর একটী দর (আপসেট প্রাইস *) ধরিয়া কলেক্টর সাহেব তাহারই

* সাধারণত "আপসেট প্রাইস" অর্থে এই বুঝিতে হইবে যে, যে প্রকারের দোকান মাসিক যত টাকা ট্যাক্স পূর্ব্ব তিন

উপর ডাকিতে বলিবেন। যদি কেহ আপসেট প্রাইসের উপর ডাকিতে না চান তাহা হইলে তিনি নিলাম বন্দ করিয়া কমিসনার সাহেবকে লিখিবেন। যখনই নিলাম হউক, বৎসরের প্রথম নূতন বন্দোবস্তের সময় বা ক্যানসেল দোকানের বন্দোবস্তের সময়, সকল সময়ই এইরূপ নিলাম হইবে। বোঃ ১৫

৮। দোকান নিলামে ক্রয় করিলেও, কলিকাতার পুলিস্ কমিসনার সাহেবের সার্টিফিকেট না পাইলে কেহ দোকান খুলিতে পারিবেন না। মফঃস্বলে যদি ম্যাজেষ্টার আপত্তি না করেন তবে খুলিতে পারিবেন। বোঃ ১৬

৯। লাইসেন্সের টাকা নিম্ন লিখিত দ্রব্য ও ১২ পরিচ্ছেদ বোর্ডের ৯ বিধি লিখিত দ্রব্য ব্যতীত নিম্ন লিখিত মত অগ্রিম দিতে হইবে। কিনিবার সময় দুই মাসের টাকা, লাইসেন্স যে তারিখ হইতে আরম্ভ হইবে সেই তারিখে এক মাসের, তৎপরে প্রতি মাসের ১লা এক মাসের করিয়া দিতে হইবে। যত দিন না লাইসেন্সের টাকা শোধ হয় তক্ত দিন এইরূপ দিতে হইবে। * বোঃ ১৭

বৎসর দিয়া আসিতেছে তাহারই মাসিক গড়পড়তা যত হয় তাহাই সেই প্রকারের দোকানের "আপসেট প্রাইস"। ইহা ভিন্ন দোকানের বিক্রয় দেখিয়াও আপসেট ফি ধার্য্য হয়।

* সমস্ত ফিই মনিঅর্ডার করিয়া পাঠাইতে পারা যায়; ও পাঠাইলে সকলের পক্ষেই সুবিধা হয়। এমন কি টাকা এইরূপ মনিঅর্ডার করিয়াই পাঠান কর্ত্তব্য। মনিঅর্ডারে টাকা পাঠাইলে মনিঅর্ডারের কুপনে লাইসেন্স প্রাপ্ত ব্যক্তি নিজ নাম,

১০। পাচই, চরস, সিদ্ধি ও মাজনের লাইসেন্স লইলে ক্রয়ের সময় এক মাসের টাকা অগ্রিম দিতে হয়। বোঃ ১৮

১১। বিজ্ঞাপন মত লাইসেন্স ভিন্ন ভিন্ন দফায় নিলামে তোলা হইবে। যিনি কিনিবেন তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ ঐ লাইসেন্সের বা একের অধিক হইলে ঐ সকল লাইসেন্সের অগ্রিম দেয় টাকা জমা দিতে হইবে। ২৫ টাকার অধিক হইলে এবং লোক বিশ্বাসী ও পরিচিত হইলে কলেক্টর সাহেব, তাঁহার নিকটে যে ছাপান হ্যাণ্ডনোট আছে, নগদ টাকার পরিবর্ত্তে তাহাতে সই করাইয়া লইতেও পারেন। কিন্তু ঐ হ্যাণ্ডনোটের টাকা পর দিবস ৪টার মধ্যে দিতে হইবে; না দিলে লাইসেন্স আবার বিক্রয় হইবে। এবং ক্ষতি হইলে আদালতে তাঁহার নামে নালিস হইয়া ক্ষতি পূরণ হইতে পারিবে। পরিচিত ও বিশ্বাসী লোক না হইলে অগ্রিম দেয় টাকা তৎক্ষণাৎ দিতে হইবে; দিতে না পারিলে লাইসেন্স আবার সেই দিন বা অন্য দিন নিলাম করা হইবে। যে টাকা দিতে পারিবে না তাহাকে আর ডাকিতে দেওয়া হইবেনা এবং নিলামের স্থান পরিত্যাগ করিতে বলা হইবে। বোঃ ১৯

১২। পরে লাইসেন্সের লিখিত মত টাকা মাসে মাসে দিতে না পারিলে তৎক্ষণাৎ লাইসেন্স ক্যান্‌সেল হইবে ও দোকান পুনর্ব্বার বন্দোবস্ত করা হইবে। বোঃ ২২

দোকানের নাম এবং যে সময়ের টাকা পাঠান হইল তাহা স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া দিবেন। বোর্ডের সারকিউলার নং ৮ মার্চ্চ ১৮৮৬

১৩। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের ৭ আইনের ২৯ ধারা লিখিত কারণ ব্যতীত যদি লাইসেন্সের সময় থাকিতে দোকান বন্ধ করা হয় তাহা হইলে নিলাম ক্রেতা অগ্রিম দত্ত টাকা ফেরত পাইবেন না। ঐ আইনের ৩০ ধারা বিধি মত যদি কোন ভেণ্ডার লাইসেন্স ত্যাগ করেন তাহা হইলে তাঁহাকে অগ্রিম দেয় টাকা ব্যতীতও ১৫ দিবসের ফি দিতে হইবে।* বোঃ ২৩

১৪। নিলামে ক্রয় করিলে সেই সময়ে কলেক্টরের নিকটস্থ দোকানের লিষ্টের মধ্যে যে দোকান কেনা হইল তাহার পার্শ্বে নাম বা লিখিতে না জানিলে ঢেরা সই করিতে হইবে। যদি কাহারও সম্বন্ধে পরে পুলিসে আপত্তি করেন তবে ঐ টাকা তাঁহাকে ফেরত দেওয়া হইবে। বোঃ ২৪

১৫। লাইসেন্সের কাল সাধারণতঃ ১লা এপ্রেল হইতে আরম্ভ হইবে। ঐ তারিখ হইতে ১৫ দিনের মধ্যে দোকান

* ১লা তারিখের দেয় টাকা দিতে না পারিলে যদি লাইসেন্স ক্যানসেল হয় তাহা হইলে অগ্রিম দত্ত সমস্ত টাকা বাজেয়াপ্ত হইবে, অধিকন্তু যে মাসে বাজেয়াপ্ত হইল সে মাসের টাকাও আদায় করা হইবে। লাইসেন্স স্ব ইচ্ছায় ছাড়িয়া দিলে অগ্রিম দত্ত টাকা, যে মাসে ছাড়িয়া দেওয়া হইল সেই মাসের খাজনার টাকা. এতদ্ব্যতীত ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের ৭ আইনের ৩০ ধারা লিখিত ১৫ দিবসের খাজনা দণ্ড স্বরূপ দিতে হইবে। এই জন্য যিনি বৎসরের মধ্যে লাইসেন্স ছাড়িতে চাহেন তাঁহাকে ১৫ দিবস আগে নোটিস দিতে হইবে। বোর্ডের সারকিউলার নং ২ মার্চ ১৮৮৬।

খুলিতে হইবে। তাহা না পারিলে লাইসেন্স ক্যানসেল ও টাকা বাজেয়াপ্ত হইবে। কিন্তু বিশেষ কারণ দর্শাইলে কলেক্টর সাহেব বিবেচনামত সময় বাড়াইয়া দিতেও পারেন। বোঃ ২৫

১৬। কলিকাতায় ক্রেতা দিগের সুবিধা মত সমস্ত আয়োজন ঠিক হইয়াছে এইরূপ সার্টিফিকেট আবগারি সুপারেনটেনডেণ্ট নিকট হইতে লইয়া ১লাই দোকান খুলিতে হইবে। না খুলিতে পারিলে লাইসেন্স ক্যানসেল ও টাকা বাজেয়াপ্ত হইবে। তবে পুলিসের সাটিফিকেট লইতে বিলম্ব হইলে কলেক্টর বিবেচনা মত সময় বাড়াইয়া দিতে পারেন। বোঃ ২৬

১৭। লাইসেন্স প্রাপ্ত দোকানদার আবগারী আইন ও বোর্ড কর্ত্তৃক ধার্য্য নিয়মে চলিতে বাধ্য। বোঃ ২৭

১৮। বোর্ডের বিশেষ অনুমতি অনুসারে লাইসেন্স প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ বা তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা কলেক্টর কর্ত্তৃক মনোনিত হইবেন তাঁহারা ফিক্সড্ লাইসেন্স প্রথায় নিজ নিজ লাইসেন্স বদলাইয়া লইতে পারেন। যাঁহারা ইহা করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহাদের নিলামের এক সপ্তাহ অগ্রে কলেক্টরকে জানাইতে হইবে। তাহা হইলে তাঁহাদের দোকান নিলামে তোলা হইবে না। বোঃ ২৮

১৯। যে সকল জেলায় নিলাম বিক্রয় চলিত আছে তথায় কেবল বিলাতি আমদানি মদের দোকানের যদি (বৎসরের শেষে অনেক অবিক্রেয় দ্রব্য (মদ) পড়িয়া থাকে) তাহা হইলে কলেক্টর সাহেব বিবেচনা মত উহার ফি ধার্য্য করিতে পারেন। এরূপ হইলে সে দোকান নিলাম হইতে পারিবে না। বোঃ ২৯

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ফিক্সড্ বা নির্দ্ধারিত লাইসেন্স ফি।

১। খুচরা বিক্রয়ের লাইসেন্স বোর্ডের নির্দ্দেশ মত কলেক্টর সাহেব দোকান, স্থান ও বিক্রয়ের অবস্থা দেখিয়া স্থির করিয়া দিবেন। যে সকল জেলায় নিলাম প্রথা চলিত হয় নাই এবং কলিকাতা ও অন্য জেলায় যে সকল দোকান নিলামে বিক্রয় হইবে না তথায়ই এই নিয়মে কার্য্য হইবে। এ নিয়মে দোকান লইতে হইলে ম্যাজিষ্ট্রের সার্টিফিকেট প্রথম প্রয়োজন। এ লাইসেন্সের সময়ও এক বৎসর।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বিলাতি আমদানি মদ।

১। ইহা বিক্রয়ের জন্য পূর্ব্বে লাইসেন্স লইতে হইবে ও কেবল ইহাই বিক্রয় করিতে পারিবে, এদেশে প্রস্তুত কোন মদ বিক্রয় ইহা দ্বারা চলিবে না।

২। হোল্‌সেল বিক্রয়ের জন্য ৫০ টাকা বার্ষিক দিতে হয়। যিনি লাইসেন্স দেন তাঁহার এলাকার বাহিরে মদ বিক্রয়ের ইহা দ্বারা সাধারণতঃ সত্ত্ব হয় না। তবে ভ্রমণকারী ব্যবসায়ী যাহারা মদ সঙ্গে সঙ্গে লইয়া বিক্রয়ের জন্য বেড়ায় তাহাদিগকে কলেক্টর ১৮৭৮ সালের ৭ আইনের ১২ ধারা মতে কেবল হোলসেল লাইসেন্সের বিক্রয়ের অনুমতি দিতে পারেন। লাইসেন্সের পৃষ্ঠে যে যে জেলায় বিক্রয় হইবে তাহা লিখিয়া দিতে হইবে। এবং সেই সকল জেলার কলেক্টরদিগকে সংবাদ দিতে হইবে।

৩। কলিকাতার খুচরা বিক্রয়ের লাইসেন্স লইলে যদি দোকানে বসিয়া দেশীমদ ও রম খাইবার লাইসেন্স না থাকে তাহা হইলে তথায় কাহাকে বসিয়া খাইবার জন্য মদ বিক্রয় করিতে পারা যায় না বা এক পাঁইট বোতলের কমও বিক্রয় করিতে পারা যায় না। কলিকাতার বাহিরে এ নিয়ম চলিত নাই। হোলসেল ও রিটেল দুই প্রকার বিক্রয়ের লাইসেন্স একই ব্যক্তি লইতে পারেন।

৪। কলিকাতার আবগারি সুপারিণ্টেণ্ড ও মফঃস্বলে কলেক্টর সাহেবগণ কলিকাতায় বাৎসরিক ২০০ ও মফস্বলে ১০০ টাকরা লইয়া হোটেলের জন্য লাইসেন্স দেন। টাকা তিন মাস অন্তর অগ্রিম দিতে হয়। ককিকাতায় হোটেল খুলিতে ইচ্ছা করিলে অগ্রে পুলিসের ডেপুটি কমিসনার সাহেবের সার্টিফিকেট প্রয়োজন। *

* (ক) কলিকাতায় ১ম ও ২য় শ্রেণী হোটেল আছে, খাজনা একই, তবে ১ম শ্রেণীতে বড় বাড়ীতে ও ২য় শ্রেণী তদাপেক্ষা

৫। যদি কোন জেলায় বিলাতি মদ বিক্রয়ের জন্য কোন লাইসেন্স প্রাপ্ত ব্যক্তি আমদানি করেন তাহা হইলে তাঁহার যে স্থান হইতে মদ লইলেন সেই স্থানের কলেক্টরের নিকট হইতে পাস লইতে হইবে। বোঃ ৬

৬। নদীতে যে সকল জাহাজ যাতায়াত করে তাহাদের কাপ্তেন বা ষ্টীউয়ার্ডের মদ খুচরা বিক্রয়ের জন্য বাৎসরিক ৩২৲ টাকা দিয়া লাইসেন্স লইতে হয়। যে যে জেলার মধ্যে জাহাজ যাতায়াত করে তাহার যে কোন স্থানের কলেক্টরের নিকট লাইসেন্স লইলে চলিবে। বোঃ ৭

ছোট বাড়ীতে করিতে হয়। ১ম শ্রেণী হোটেল রাত্র ১১টা ও ২য় শ্রেণী রাত্র ১০টা পর্য্যন্ত খোলা থাকিতে পারে। কিন্তু মাসিক ৫০৲ টাকা খাজনা আরও অধিক দিলে রবিবার ভিন্ন অন্য সকল দিনে রাত্র ২টা পর্য্যন্ত খোলা থাকিতে পারে। থিয়েটার সারকাস ইত্যাদিতে "বার লাইসেন্স" দেওয়া হয়, তাহার দৈনিক খাজনা ৩৲ টাকা বা মাসিক ৫০৲ টাকা। "রেসটুরান্ট" এক প্রকার হোটেল, কিন্তু উহাতে রাত্র ২টা পর্য্যন্ত বিক্রয়ের লাইসেন্স কিম্বা "বার লাইসেন্স" দেওয়া যায় না। (খ) অন্যরূপ পরে বিধান না হইলে কলেক্টর-মাজিষ্ট্রেটের সম্মতি ব্যতীত কোন স্থানে হোটেল, মদের দোকান ইত্যাদি বা তাড়ীপানের দোকান খুলিবার লাইসেন্স দেওয়া হইবে না। কলেক্টর ও ম্যাজিষ্ট্রেট ভিন্ন মত হইলে কমিসনরকে লিখিতে হইবে। ছোটলাটের অনুমোদন যুক্ত কমিসনার সাহেবের হুকুমই শেষ হুকুম বলিয়া ধার্য্য হইবে। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ২১ আইন।

৭ রেলওয়ে ষ্টেশনে "রিফ্রেসমেন্ট" রুম খুলিতে হইলে ৫০, টাকা মাসিক ফি দিয়া খুচরা বিক্রয়ের লাইসেন্স লইতে হইবে। ইহাতে প্রকৃত রেলযাত্রী ও বাহিরের লোকের নিকট খুচরা বিক্রয় করিতে পারা যায়। * বোঃ ৮

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ইংরাজী ধারণে প্রস্তুত মদ বা রম।

১। গবর্ণমেণ্টের ভাঁটিতে বা স্বতন্ত্র ভাটিতে ইংরাজী প্রথার উপযুক্ত লাইসেন্স লইয়া মদ প্রস্তুত করিতে পারা যায়। এরূপ লাইসেন্স লইলে অন্যূন ১০০০ টাকা গবর্ণমেণ্টের নিকট জমা রাখিতে হইবে। এই টাকা আবকারি আইন কোনরূপে লঙ্ঘন করিলে বা লাইসেন্সের টাকা দিতে না পারিলে বা অন্য কোন-রূপ দায়ি হইলে সকল বা কতকাংশ বাজেয়াপ্ত হইতে পারে। যদি কতকাংশ বাজেযাপ্ত হয় তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ পূরণ করিয়া দিতে হইবে নতুবা লাইসেন্স ক্যানসেল হইবে। এতদ্ব্যতীত ভাটিদারের ঐ ভাঁটিখানার জমি বা, বাটী, এবং সমস্ত সরমজাম দুই বা এক গবর্ণমেণ্টের নিকট বন্ধক রাখিতে হইবে। যদি জমি বাটী ভাঁটিদারের নিজের না হয় তাহা হইলে ৫০০০ টাকা

* এ লাইসেন্সের জন্য যে জেলার ষ্টেশন সেই জেলার কলেক্টরের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

নগদ বা কোম্পানির কাগজ জমা রাখিতে হইবে। ভাঁটিখানার চারিদিকে প্রাচীর ও কেবল একটী মাত্র দ্বার না থাকিলে লাইসেন্স দেওয়া হইবে না। এরূপ ভাটীখানা করিতে হইলে কলিকাতার ২০ মাইলের মধ্যে হইলে, কলিকাতার আবকারী সুপারিণ্টেণ্ডের নিকট হইতে লাইসেন্স লইতে হইবে।

২। এইরূপে মদ প্রস্তুত করিতে হইলে ভাঁটীদারকে সমস্ত ব্যয় অর্থাৎ ইহার তত্ত্বাবধারণ জন্য কর্ম্মচারীদিগের বেতন থাকিবার বাড়ী ইত্যাদি সমস্ত ব্যয় বহন করিতে হইবে। পাস ভিন্ন মদ চালান দিতে পারিবে না। ভাঁটীখানা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ও সমস্ত দ্রব্যাদির লিষ্ট ভাঁটীর কার্য্যধক্ষের নিকট মধ্যে মধ্যে দিতে হইবে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

নিয়মিত মাসুল দিলে ইংরাজি ধরণের প্রস্তুতীয় মদ অর্থাৎ রম স্থানান্তরিত বা বিদেশে রপ্তানি করিতে পারা যায়। কষ্টম হাউসের নিয়মানুযায়ী সর্ব্বতো বিধায় চলিবে। চালানের জন্য সমস্ত ব্যয় রপ্তানিকারকে বহন করিতে হইবে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

বিজ্ঞান, শিল্প ও রসায়ন কার্য্য ব্যবহারের জন্য স্পিরিট মদ।

১। কোন বিজ্ঞান, শীল্প ও রসায়ণ কার্য্যে ব্যবহার জন্য ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের ১১ আইনানুসারে শতকরা ৫ টাকা মাসুল দিয়া মদ লইবার লাইসেন্সের জন্য কালেক্টরের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

২। শতকরা ৫ টাকা মাসুল দিলে কালেক্টর ভাঁটীখানার মধ্যে উপরিল্লিখিত কার্য্যে মদ ব্যবহারের জন্য লাইসেন্স দিতে পারেন। অথবা খত লিখিয়া লইয়া যে মদ-মনুষ্যের পক্ষে পানের সম্পুর্ণ অনুপযুক্ত হইয়াছে তাহা অনত্র লইয়া ব্যবহারের লাইসেন্সও দিতে পারেন। যে যে দ্রব্য মিসাইয়া ও যেরূপে মদ মনুষ্যের পক্ষে পানের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত হয় তাহা কালেক্টর সাহেব করিবেন। *

---

* কেবল শীল্পাদি কার্য্যে ও রসায়ণে ব্যবহার্থ মদের উপব আবকারি মাসুল আদায়ের জন্য বিশেষ বিধান আবশুক হওয়ার নিম্নলিখিত রূপ বিধান হইল।

ক। কেবল শীল্পাদি, কার্য্য ও রসায়ণে ব্যবহারে জন্য মদ ভারতবর্ষীয় যে কোন ভাঁটীখানা হইতে ৫৲ টাকার মাসুল

৩। ইহার জন্য যে কোন ব্যয় পড়িবে তাহা যিনি মদ স্থানান্তরিত করিতে চাহেন তাঁহাকে দিতে হইবে।

বোঃ ৭

দিয়া স্থানান্তরিত করিতে পারা যাইবে; কিন্তু ঐ মদ মনুষ্যের পানের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত হওয়া চাই।

খ। এই আইনের ১ ধারানুসারে উপরিল্লিখিত কার্য্যের জন্য ব্যবহার্য্য মদ স্থানান্তর করিবার পূর্ব্বে উহা মনুষ্যের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত হইয়াছে কিনা ইহা জানিবার ও ধার্য্য করিতে হইবে; যদি না হইয়া থাকে তবে যে মদ লইতে চাহে তাহার ব্যয়ে সেই রূপ করা হইবে; ও মাসুল স্থির করিবার জন্য, রেভিনিউ বোর্ড বা স্থানিয় গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃক ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তি সময়ে সময়ে নির্দ্দিষ্ট হইবে।

গ। উক্ত আইনের ২ ধারা মধ্যে যে সকল বিধান হইবে তাহার বিরুদ্ধে কোন কার্য্য করিলে ম্যাজিষ্টারের নিকট বিচার হইয়া ১০০ টাকা পর্য্যন্ত জরিবানা হইতে পারিবে।

ঘ। যে মদ মনুষ্যের পানের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত বলিয়া ভাঁটীখানা হইতে বাহির হইয়া যাইবে তাহা যে কেহ পুনরায় মনুষ্যের পানের উপযোগী করিবার জন্য চেষ্টা করিবে বা যে চেষ্টা করে তাহাকে সাহায্য করিবে তাহার ১০০০ টাকা পর্য্যন্ত জরিবানা হইতে পারিবে। এবং যাহার নিকট এরূপ মদ থাকিবে তাহার ৫০০ টাকা পর্য্যন্ত জরিবানা হইবে।

ঙ পূর্ব্ব দুই ধারানুসারে জরিবানা হইলে যদি তাহা

৪। এক সময়ে এক ব্যক্তিকে বোর্ডের বিশেষ অনুমতি ভিন্ন ১০০ গ্যালনের অধিক এই মদিরা দেওয়া হইবে না। বোঃ ৮

৫। কালেক্টর কারণ না দর্শাইয়া লাইসেন্স দিতে অস্বীকৃত হইতে পারেন। অন্যত্র লইয়া এই মদ ব্যবহার করিলে লাইসেন্সে ঐ বাটীর নাম লেখা থাকিবে এবং লাইসেন্সে লিখিত বাটীতেই কেবল ব্যবহৃত হইতে পারিবে; তথায় আবগারি কর্ম্মচারিরা ইচ্ছা করিলে পরিদর্শন করিতে যাইতে পারিবেন। বোঃ ৯। ১০

৬। এই রূপে পানের অনুপযুক্ত মদ কোন ক্রমে সালফিউরিক ইথর, ক্লোরাফর্ম্ম ও ক্লোরা হাইড্রেট ভিন্ন অন্য কোন

আদায় না হয় তবে দ্রব্যাদি ক্রোক ও বিক্রয় করিয়া আদায় হইবে।

চ। যদি জরিবানা তৎক্ষণাৎ না দেওয়া হয় তাহা হইলে দ্রব্য ক্রোকের পরওয়ানা যে স্থানে ও যে সময় নিরূপীত হয় তথায় ও সেই সময় উপস্থিত হইবার জন্য জামিন না দিতে পারিলে ম্যাজিষ্ট্রেট অপরাধীর হাজতে রাখিতে পারেন।

ছ। যদি ক্রোকের পরওয়ানা ফিরিয়া আসিলে এবং অপরাধীর কথায় প্রমাণ হয় যে তাহার জরিবানার টাকা উঠিবার মত দ্রব্যাদি নাই তাহা হইলে ম্যাজিষ্ট্রেট অপরাধিকে দাওয়ানি জেলে পাঠাইতে পারেন। ৫০ টাকা হইলে দুই মাস পর্য্যন্ত, ১০০ টাকা হইলে ৪ মাস পর্য্যন্ত ও তদধিক হইলে ৬ মাস পর্য্যন্ত জেল হইতে পারে।

ঔষধে বা যাহা মনুষ্য ঔষধার্থে পান করিবে এমন পদার্থে মিশ্রিত করিতে দেওয়া হইবে না। বোঃ ১১

৭। মিশ্রিত (Methylated spirit) মদ বিক্রয়ার্থে লাইসেন্স লাগে না। বোঃ ১২

নবম পরিচ্ছেদ।

ইংরাজি ধারণে এ দেশে প্রস্তুত মদ, রম, বিক্রয়।

১। এই মদ হোলশেলে বিক্রয়ের জন্য বাৎসরিক ৫০৲ টাকা মাসুল লাগে। কালেক্টর এই মদ খুচরা বিক্রয়ের জন্যও অনুমতি দিতে পারেন। একই লাইসেন্সে রমে ও এদেশী মদ দুই বিক্রয় চলিতে পারে।

দশম পরিচ্ছেদ।

স্থাকি ফি প্রথা।

এই পরিচ্ছেদে বিশেষ কিছু জানিবার নাই।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

দেশী মদ। নির্দ্ধারিত ডিউটী অনুসারে।

১। দেশী নিয়মে যে কোন মদ প্রস্তুত হয় তাহাকেই দেশী মদ বলে। মউয়া, আখ বা খেজুরে গুড়, ভাত বা এই সকল মিশ্রিত করিয়া মদ চোঁয়াইতে হয়। কোন কোন জেলায় বাখরও * মিশাইয়া দেওয়া হয়। †

২। নির্দ্ধারিত মাস্থল বা ডিস্‌টিলারি, কিম্বা খোলা ভাঁটির প্রথানুসারে মদ প্রস্তুত করিতে পারা যায়। কোন কোন জেলায় যত মদ চোঁয়ান হয় তাহার মালমসলা ধরিয়াও মাস্থল লওয়া হয়।

৩। ফিক্সড্ মাস্থল প্রথায় কালেক্টরের নিকট লাইসেন্স লইলে সরকারি ভাঁটীখানায় বা নিজ ভাঁটীখানায় মদ প্রস্তুত করিতে পারা যায়।

৪। প্রতি জেলায় স্থবিধামত স্থানে সরকারি ভাঁটীখানা স্থাপনা হয়। প্রতি ভাঁটীখানায় এক একটী এলাকা স্থির থাকে

---

* নানা রূপ গাছের পাতা ও শিখড় মিশাইয়া বাখর প্রস্তুত হয়।

† মদ চোঁয়াইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে কুণ্ডে কোনক্রমে জল রাখিতে দেওয়া হইবে না। বোর্ডের সারকিউলার নং ১২,১৮৮৬

ইহার ভিতর কালেক্টরের বিশেষ পাস না পাইলে কেহই উক্ত ভাঁটীখানার মদ ভিন্ন অন্য মদ বিক্রয় বা প্রস্তুত করিতে পারিবে না। বোঃ ৫

৫। এই সকল ভাঁটীখানায় লাইসেন্স লইয়া মদ চোলাই কারকেরা নিজ ব্যয়ে মদ প্রস্তুত করিতে পারেন। বোঃ নিঃ ১০

৬। কেহ ঐ ভাঁটীখানায় স্বয়ং ভাঁটী স্থাপন করিতে ইচ্ছা করিলে কালেক্টরের নিকট লাইসেন্স জন্য আবেদন করিবেন। ভাঁটীখানায় স্থান থাকিলে এক ব্যক্তি যত ইচ্ছা ভাঁটী স্থাপন করিতে প না। কালেক্টর সাহেব স্থান বুঝিয়া বিবেচনামত ভাগ করিয়া দিবেন। বোঃ ১১।১২

৭। লাইসেন্স প্রাপ্ত মদ চোয়াইবার জন্য দ্রব্য ভাঁটীখানায় রাখিতে এবং উহা রাখিবার জন্য স্থান থাকিলে নিজ ব্য প্রস্তুত করিতে পারিবেন। বোঃ নিঃ ২১

৮। প্রত্যেক ভাঁটি ও পরিমান ভাঁটীর গায় লেখা থাকিবে, এবং ভাঁটীখানার কার্য্যাধ্যক্ষকে তাঁহার মদ চোঁয়াইবার ন্ত্রের এক হিসাব দিতে হইবে। বোঃ নিঃ ২২

৯। যত মদ প্রত্য বাহির হইয়া গেল কতই বা থাকিল ভাঁটীদারের রাখিতে হইবে। ভাঁটী খানার কার্য্যাধ্যক্ষ প্রত্যহ করিয়া জালার গায়ে মদের পরিমাণ, তেজ, ও লিখা এক টিকিট মারিয়া দিবেন। বোঃ ২৩

১০। যদি কোন ভাঁটীদার মদ প্রস্তুত একেবারে বন্ধ করিতে চাহেন তাহা হইলে তাঁহাকে ৫ দিবসের মধ্যে সমস্ত সরঞ্জনাদি ভাঁটীখানা হইতে লইয়া যাইতে হইবে, অথবা আর কোন লাইসেন্স প্রাপ্ত ভাঁটীদারকে দিতে হইবে। ইহা না করিলে ভাঁটী চলিলে যে ভাড়া লাগে তাহাই দিতে হইবে তৎপরে দশ দিনের নোটিস দিলেও না লইলে ভাঁটী বাজেয়াপ্ত হইবে। বোঃ ২৬

১১। রবিবার সকালে ৯ টার মধ্যে ও অন্যান্য দিন প্রাতে ৯টা হইতে দুই প্রহর ও বৈকালে ৩টা হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ভাঁটী হইতে মদ দেওয়া হয়। পুরা মাসুল দিয়া পাস না করিলে ভাঁটী হইতে মদ বাহির হইবে না *। বোঃ ৩৯

১২। গ্যালনের উপর একটী ধার্য্য মাসুল ভাঁটীখানার ভাড়া স্বরূপ মাসে মাসে দিতে হয়। কোন ভাঁটীখানায় কত দিতে হইবে তাহা বোর্ড ধার্য্য করেন। বোঃ ৪১

* প্রত্যেক গ্যালনের মাসুল ব্যতীত ও প্রতি পাসে দোকানের দূরতা অনুসারে সময় দেওয়া হইবে নিদ্ধারিত সময়ের তিন দিনের মধ্যে পাস ফেরত না দিলে যে পরিমাণে মদ জারি করিবে তাহার ডবল মাসুল জরিবানা স্বরূপ আদায় হইবে। বোঃ সারকুলার নং ৬ জুন ১৮০৯

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

খোলাভাঁটী।

১। নিলাম ডাকে খোলাভাঁটী লাইসেন্স বিক্রয় হয়।

২। প্রতি বৎসর ১লা এপ্রেলের পূর্ব্বে কোন নির্দ্দিষ্ট দিবসে কালেক্টর বা ডিপুটী কালেক্টর স্বয়ং নিলাম করেন। নিলামের পূর্ব্বে নিলামের দিবস বিজ্ঞাপন করা হয়।

৩। ঐ দিবস ডাকে ক্রয় করিয়া তৎক্ষণাৎ দুই মাসের টাকা অগ্রিম জমা দিতে হয়। বিশ্বাসী লোক হইলে হ্যাণ্ডনোট লওয়াও হয়।

৪। যে গ্রামে খোলাভাঁটী খুলিবার জন্য লাইসেন্স দেওয়া হয় ঐ গ্রামের সীমার মধ্যস্থ কোন স্থানে ১লা এপ্রেল হইতে ভাঁটী খুলিতে হয়।

৫। পর পর মাসে ১ম দিবসে লাইসেন্সের টাকা জমা দিতে হয়।

৬। নিম্নলিখিত হিসাব ধরিয়া বোর্ড খোলাভাটীর পরিমাণাদি ধার্য্য করিতে আজ্ঞা দিয়াছেন।

(ক) একমণ মউয়ায় ২ গ্যালন, এবং একমণ গুড় বা ভাতে ৩ গ্যালন লণ্ডন প্রুফ মদ হয় এরূপ ধার্য্য হইয়াছে।

(খ) এক গ্যালন ৫ সের জল বা ৪ সের স্পিরিট বা মালমসলার সমান।

(গ) তামার ভাঁটীতে দিন ৬ বার ও মাটীব ভাঁটীতে ৩ বার চুলাই হয়।

(ঘ) এক সের গুড় কি অন্য দ্রব্য চোলাই করিতে ১॥ গ্যালন একটী ভাটীর প্রয়োজন এরূপ ধার্য্য হইয়াছে। সুতরাং ১॥• গ্যালন ভাটীর ১ সেরই চোলাইয়ের ক্ষমতা ধরিতে হইবে। এক কথায় যত গুড় কি অন্য দ্রব্য চোলাই হইবে তাহার ৬ গুণ পরিমাণ ভাঁটী চাই।

(ঙ) ভাঁটীর চোলাইয়ের জন্য মোট পরিমানের ⅙ ভাগ চোলাইয়েব জন্য খালি রাখা প্রয়োজন কেননা ইহার বেশী দিলে উথলিয়া পড়িয়া যায়।

(চ) ১৬⅔ গ্যালন বা তদধিক পরিমানের ভাঁটী তামাব হইবে।

(ছ) (liquid capacity বা ভাঁটীর মোট ধারণ ক্ষমতা অর্থাৎ যত মালমসলা জল ইত্যাদি ভাঁটীতে মুখামুখী ধরে। চুলাই ক্ষমতা (Working capacity) অর্থে যত গ্যালান গুড় বা অন্য দ্রব্য হইতে মদ ভাঁটীতে জন্মাইতে পারে।

(জ) ভাঁটী এইরূপ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইবে কিন্তু পূজা পার্ব্বনে রাত্র দিন চুলাই করিতে দেওয়া যাইবে এবং আবশ্যক হইলে অতিরিক্ত ভাঁটী বা গাজলা উঠাইবার পাত্র অধিক মদ প্রস্তুত করিবার জন্য দেওয়া হইবে। তাহার জন্য সতন্ত্র ফি লাগিবে না। স্থানীয় মেলাদির জন্য বিক্রয়ের লাইসেন্স দেওয়া হইবে। ইহার জন্য লাইসেন্স বৎসরের প্রথমে বা বিবেচনামত পরে নিলাম ডাকে বিক্রয় হইবে। বিবাহ বা অন্য কোন উৎসবে অধিক মদের আবশ্যক হইলে রাত্রদিন চোলাই করিবার অনুমতি

সেই স্থানের নিকটস্থ ভাঁটীদারকে দেওয়া হইবে; কিন্তু সাধারণত যে ফি লাগে তাহার ডবল ফি দিতে হইবে।

৭। উপরুক্ত মত হিসাব ধরিয়া আবকারি কর্ম্মচারিগণ যেখানে যত মদ লাগিবে সেখানে ঠিক সেই পরিমাণ মদ চুলাই হইতে পারে এইরূপ ভাঁটীর অনুমতি দিবেন। যদি কোন স্থানে (যেখানে মউয়ার মদ হয়) মাসে ১০০ গ্যালন মদ আবশ্যক বিবেচনা হয়, তা হইলে দিন ৩৪ গ্যালন প্রস্তুতের দরকার হইবে। এই পরিমাণ মদ প্রস্তুত জন্য (ক) নিয়মানুসারে ১৪ মন মউয়ার মালমসলা আবশ্যক। ঐ মালমসলা ছয় বার চুলাই করিলে অর্থাৎ তামার ভাঁটী ধরিলে প্রতিবারে ১১৪ সের মালমসলা প্রয়োজন। সুতরাং ইহাই ভাঁটীর চুলাই ক্ষমতা;—ধরিতে হইবে। (খ) নিয়মানুসারে ১১৪ চুলাই ক্ষমতা হইলে উহার (liquid capacity) বা মোট পরিমামাণ ভাঁটীর মুখামুখী ১৬৪ গ্যালন হইবে এরূপ হইলে ২০ গ্যালন একটি ভাঁটী দেওয়া যাইতে পারে। আবার যদি কোন স্থানে মাসে ২৭০ গ্যালান দরকারি হয় তবে তাহার দৈনিক ৯ গ্যালানের আবশ্যক সুতরাং গুড় হইতে মদ হইলে ১২০ সেরের গুড় চোলাই করা দরকার। ৬ বার চোলাই ধরিলে অর্থাৎ তামার ভাঁটী হইলে প্রত্যেক বারে ২০ সের চোলাই আবশ্যক, মাটীর ভাঁটী হইলে তিন বার চোলাইয়ে প্রত্যেক বারে ৪০ সেরের আবশ্যক। সুতরাং তামা হইলে ২০ ও মাটীর হইলে ৪০ সের ঐ ভাঁটীর চোলাইয়ের ক্ষমতা ধরিতে হইবে। (ঘ) নিয়মানুসারে যত চুলাইয়ের ক্ষমতা ধরা হইবে তাহার ৬ গুন ভাঁটীর মুখামুখী পরিমাণ ধরিতে

হইবে তাহা হইলে তামার ভাঁটী পরিমাণ ১২০ সের বা ৩০ গ্যালান এবং মাটীর ভাঁটীর ২৪০ সের বা ৬০ গ্যালান মুখামুখী পরিমাণ ধার্য্য হইবে।

৯। প্রতি তামার ভাঁটীর গায় কত তাহার পরিমান ও নম্বর কাটিয়া অঙ্কিত করিয়া দেওয়া হইবে। এতদ্ব্যতীত একটী বড় তীর ও আঁকিয়া দেওয়া হইবে।

১০। সদর ভাঁটীখানায় দুই কিম্বা তিন আকারের গাঁজলা উঠাইবার পাত্র বা মাইট দেওয়া হইবে। নিম্নলিখিত হিসাব ধরিয়া মাইট করিতে হইবে। এক সের গুড় অন্য দ্রব্য, মদ চুলায়ের জন্য মাটে ছাঁদিতে হইলে এক গ্যালন একটী মাইট আবশ্যক এইরূপ ধার্য্য হইয়াছে। উক্ত হিসাবানুসারে ১০ সের গুড মাটে জাওয়া করিতে হইলে ১ মন, ২০ সের ২ মন, ৩০ সেব ৩ মন, ৪০ সেরে ৪ মন ইত্যাদি পরিমাণে মাইট হইবে। যেখানে যে পবিমাণে বিক্রয় সেখানে সেই পরিমান মাইট হিসাব মত যত হইবে তাহারই মোট পরিমাণ দেওয়া হইবে। ভেণ্ডারগণ ইচ্ছানুযায়ী ভাগ করিয়া লইয়া ছোট বড় মাইট করিতে পারিবেন। যে সকল জেলায় নূতন প্রথায় খোলাভাঁটী বসিবার অনুমতি হইয়াছে সে সকল স্থানে উপরি লিখিত রূপ নিয়মে গাঁজলা উঠাইবার জালা বা মাইট করিতে হইবে। কোন স্থলে কত মাইট রাখিতে হইবে তাহা সেই জেলায় যত সময় মাইট প্রস্তুত হইতে লাগে তাহার একটী সময় ধরিয়া মোট মাইটের পরিমাণ ধার্য্য হইবে। ইহাতে গ্রীষ্মের সময় একরূপ এবং শীতের সময় অন্যরূপ পরিমাণ ধার্য্য হইবে, কেননা শীতকালে মাইট প্রস্তুত হইতে, গ্রীষ্মকাল অপেক্ষা অধিক সময় লাগে।

উদাহরণ। যদি মাইট্ প্রস্তুত হইতে কোন জেলায় ৮ দিন সময় ধরা হয়, তাহা হইলে যে দোকানে মাসে ৯০ গ্যালান গুড়ের মদ বিক্রয় হয়, যেখানে প্রত্যহ ৩ গ্যালান মদ প্রস্তুতের আবশ্যক বা এক মণ গুড়ের দরকার। ১ মণ গুড়ের জাওয়া প্রস্তুত জন্য ৪০ গ্যালান মাইটের দরকার, কেননা পূর্ব্বে ১ সের গুড়ের জাওয়া প্রস্তুত জন্য ১ গ্যালান একটি মাইট্ আবশ্যক ধরা গিয়াছে। ৮ দিন মাট প্রস্তুত সময় ধরিলে ৪০ গ্যালান একটীতে মাসে ৪ মণ গুড়ের জাওয়া প্রস্তুত হয় তাহা হইলে ৩০ মণ গুড়ের জাওয়া করিবার জন্য ৭॥ মাটের বা মোট ৩০০ গ্যালান আবশ্যক। ভেণ্ডারগণ ইচ্ছানুযায়ী এই ৩০০ গ্যালন ভাগ করিয়া ১০ গ্যালনের ৩০টা, ১৫ গ্যালনের ২০টা, ২০ গ্যালনের ১৫ টা, ৩০ গ্যালনের ১০টা ইত্যাদি করিতে পারে।

১১। প্রতি ভাঁটীখানায় একখানি স্বতন্ত্র ঘরের মধ্যে এই সকল জালা সারি সারি পুঁতিয়া রাখিতে হইবে। যেখানে সেখানে পুঁতিবার অনুমতি দেওয়া হইবে না। এক ঐকখানি টীনের চাকতি প্রত্যেকের গলায় ঝুলাইয়া দিতে হইবে। ঐ চাকতিতে প্রতি জালার কত পরিমাণ মুখামুখী ধরে এবং সারের মধ্যে জালার নম্বরই বা কত তাহা লেখা থাকিবে। ঐ ঘরের প্রাচীরে এক সাইন বোর্ড রাখিতে হইবে, উহাতে কতগুলি জালা একুনে আছে, প্রতি সারে কটী আছে, ভাঁটীখানায় যত জমা আছে তাহাদের মোট ধারণ ক্ষমতা কত এই সকল স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া রাখিতে হইবে।

১২। শীতকালে রাত্রি ৮ পর্য্যন্ত, ও গ্রীষ্মকালে রাত্রি নয়টা পর্য্যন্ত ভাঁটী খোলা রাখিতে পারা যাইবে। তবে শীতকালে

সন্ধ্যা ৬ টা ও গ্রীষ্মকালে ৭টার পর কাহাকে দোকানে বসিয়া মদ পান করিতে দিতে পারিবে না।

খোলা ভাঁটী সম্বন্ধে বিধি।

১। উপরি লিখিত মত একটী মাত্র নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের ভাঁটী সুর্য্যোদয় হইতে অস্ত পর্য্যন্ত চোলাইয়া করিবার এবং শীতকালে রাত্রি ৮টা ও গ্রীষ্ম কালে ৯টা পর্য্যন্ত দোকান খোলা রাখিয়া মদ বিক্রয় করিবার জন্য লাইসেন্স দেওয়া হয়। উক্ত লাইসেন্স লিখিত কড়ারে গবর্ণমেণ্টকে ভেণ্ডারগণ মাসে মাসে খাজনার টাকা দিতে হইবে। খোলা ভাঁটীর মদ বিক্রয়ের জন্য কোন স্থানের সীমা নির্দ্দিষ্ট নাই, তবে যাহাতে নিকট নিকট দোকান বসিয়া পরস্পরের ক্ষতি হয়, এরূপ করিতে দেওয়া হইবে না।

২। বোর্ডের ধার্য্যমত যে যে জেলায় খোলা ভাঁটী চলিত হইবার আজ্ঞা হয়, তথায় এই সকল ভাঁটী খুলিতে দেওয়া হইবে। নিতান্ত পল্লিগ্রাম ও যে সকল স্থান জলপ্লাবনে ডুবিয়া যায়, তথায়ই লোলা ভাঁটী চলিত হইবে।

৩। নিলাম ডাকের নিয়মানুসারে লাইসেন্স দেওয়া হইবে। বোঃ নি ৪

৪। মাসিক ৮৲ টাকা ফির কম খোলা ভাঁটীর লাইসেন্স বিক্রয় হইবে না। কম ফির দোকান থাকিলে তাহার কতকগুলি উঠাইয়া দিয়া এক খানা বড় দোকান করিবার চেষ্টা করা হইবে। বোঃ নি ৫।

৫। অন্য দোকানের নিকট নূতন দোকান কেহ যদি খুলিতে চাহে আর যদি ঐ দোকান বন্ধ হয়, তবে নূতন দোকান-দারকে পূর্ব্ব দোকানদার মাসিক যে টাকা দিত তাহা দিতে হইবে। বোঃ নিঃ ৬।

৬। যদি দুই জেলার সীমাবর্ত্তী নিকটস্থ দুই দোকানের কাহারও ক্ষতি হয় তাহা হইলে যে দোকান পুরাতন তাহাই থাকিবে। বোঃ নিঃ ৭।

৭। দুই জেলার সীমাবর্ত্তী দুই দোকানের মধ্যে যদি প্রতিযোগিতা হয় তবে ঐ দুই দোকানের ফি সমান করা যাইবে। বোঃ নি ৮।

৮। লাইসেন্সের ফি বন্দোবস্তের সময়ে দুই মাসের অগ্রিম তৎপরে যে দিবস হইতে লাইসেন্সের মিয়াদ আরম্ভ হয়, সেই দিবস আর এক মাসের, তৎপরে মাসে মাসে এক এক মাসের ফি দিয়া টাকা পরিসোধ করিতে হইবে।

৯। কাহারও লাইসেন্স বাতিল হইয়া গেলে যদি দোকানে মদ থাকে এবং ঐ মদ অপর দোকানদার কেহ যদি না লয় তাহা হইলে তাহার উপর কলেক্টর সাহেব বিবেচনা মত ট্যাক্স আদায় করিবেন। বোঃ নিঃ ১০।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

দেশী মদ—মদ প্রস্তুত জন্য ব্যবহারীয় দ্রব্য

১। মদের উপর মাস্থল গ্রহণের পরিবর্ত্তে কখন কখন যে সকল দ্রব্যে মদ প্রস্তুত হয় তাহার উপর মাস্থল ধরিয়া লওয়া হয়। যত দ্রব্যে যত মদ হয় সেই হিসাবে মাস্থল লওয়া হয়।

২। দ্রব্যের উপর মাস্থল লইলে শুখতি পড়তি বলিয়া কিছু বাদ দেওয়া হয়। নিম্নলিখিত দ্রব্যের প্রতি মনের নিম্ন লিখিত দর বোর্ড ধার্য্য করিয়া দিয়াছেন। মাউয়া ৫৲. চুয়া ৬৲, গুড় ৭৲, খেজুর ইত্যাদি ৫৲। বোঃ ২।৩

৩। পাটনা, গয়া, মজফরপুর, দারভাঙ্গা, সাহাবাদ, সারুণ, ও মুঙ্গেরে এইরূপে দ্রব্যের উপরে মাস্থল লওয়া হয়। বোঃ ৪।

৪। এই সকল দ্রব্য ভাঁটিখানায় লইয়া যাইবার অগ্রেই মাস্থল দিতে হইবে এবং উপযুক্ত পরিমাণের কম যদি মদ হয়, তাহা হইলেও টাকা ফেরত দেওয়া হইবে না। বোঃ ৬।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

নির্দ্ধারিত মাসুলের দেশী মদের খুচরা বিক্রী।

১। দেশী মদ খুচরা বিক্রয়ের জন্য নিলাম ডাকে বা নির্দ্ধারিত খাজনা প্রথায় লাইসেন্স লইতে পারা যায়। লাইসেন্সে যে ভাঁটিখানার কথা লিখা থাকিবে, মদ কেবল সেই ভাঁটিখানা হইতেই লইতে হইবে। বোঃ ২।৩

২। লাইসেন্স প্রাপ্ত ভাঁটিদার মদ খুচরা বিক্রয় করিতে ইচ্ছা করিলে ইহার জন্য স্বতন্ত্র লাইসেন্স লইতে হইবে, কিন্তু যে ভাঁটীখানায় তাঁহার ভাঁটী আছে, তাহার নিকট তাঁহাকে দোকান খুলিতে দেওয়া হইবে না। বোঃ ৫।

৩। ডিউটী দিলে বিক্রেতা যত ইচ্ছা মদ ভাঁটীখানা হইতে লইতে পারেন। ভাটীখানায় কার্য্যাধ্যক্ষ যে পাস দিবেন তাহাতে মদ ভাটীখানা হইতে পাসের লিখিত দোকানে লইয়া যাইতে পারা যাইবে। পাসের লিখিত সময় উত্তীর্ণ হইলে পাস ফেরত দিতে হইবে। পাসের মেয়াদ দোকানের দূরতা অনুসারে হইবে, কিন্তু ৭ দিনের অধিক সময় দেওয়া হইবে না। যদি দোকান নিতান্ত দূর হয়, তাহা হইলে কলেক্টর ১৪ দিন পর্য্যন্ত সময় দিতে পারেন। পাস নিয়মিত সময়ে ফেরত না দিলে পাসের লিখিত মাসুলের ডবল জরিবানা দিতে হইবে। বোঃ ৯।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

গাঁজলাউঠা মাদক দ্রব্য

তাড়ি ও পাচাই।

১, খেজুর, তাল ইত্যাদি গাছের টাট্‌কা বা গাঁজলা উঠা রসের নাম তাড়ি। কাহারও নিকট চারি সেরের অনধিক থাকিলে বা খেজুর রস কেবল গুড় প্রস্তুত করিবার জন্য থাকিলে তাহার লাইসেন্স লইতে হইবে না: কিন্তু নিকটস্থ স্থানে বিক্রয়ের জন্য গাঁজলাউঠা বা গাঁজলাউঠা নহে এরূপ রস বিক্রয় করিতে হইলে লাইসেন্স আবশ্যক। বোঃ নিঃ ২

২। টাট্‌কা রস যে সময়ে লোকে ব্যবহার করিয়া থাকে সেই সময়ে অনধিক ৫ টাকা ফি লইয়া কালেক্টর বিক্রেতাকে পাস দিতে দিতে পারেন কিন্তু ইহাতে দোকানদার কোনক্রমে তাড়ী নিজ দোকানে জমাইয়া রাখিয়া গাঁজলা তুলিয়া বিক্রয় করিতে পারিবেন না। বোঃ ৩

৩। তাড়ি ও পাচই বিক্রয়ের জন্য নিলাম ডাকে কালেক্টর লাইসেন্স দেন; মাসিক এক টাকা ফির কম দেওয়া হয় না। কখন কখন "ফিক্সড্ লাইসেন্স ফিতেও লাইসেন্স দেওয়া হয়। বোঃ ৪

৪। তৃতীয় পরিচ্ছেদের বোঃ ১ বিধি লিখিত মত লাই-সেন্সের টাকা দিতে হয়। বোঃ ৫

৫। গাঁজলাউঠা চাউল, জোয়ার বা অন্য শস্য হইতে পচাই প্রস্তুত হয়। ইহা জল মিসান বা না মিসান উভয় প্রকারেই বিক্রয় হয়। পাচাই খুচরা বিক্রয়ের লাইসেন্স লইবার প্রথা তাড়ির লাইসেন্সেরই নিয়মে লইতে হয়। বোঃ নিং ২

৬। চারি সের তাড়ি ও ঐ পরিমাণ জল না মিসা পাচই এবং ৮ সের জল মিসান পাচইয়ের অধিক লাই-সেন্স প্রাপ্ত বিক্রেতা কাহাকেও বিক্রয় করিতে পারিবে না। বোঃ নিং ৮

৭। পাচই ৪ হইতে ১২ সের ভেণ্ডার নিজে পাসদিয়া বিক্রয় করিতে পারে কিন্তু নিম্নলিখিত জেলায় কলেক্টরের কেহ পাস ভিন্ন ৪ সের অধিক পাচাই কোনক্রমে নিকটে রাখিতে পাইবেন না।

যশোহর, নদিয়া, মুরসিদাবাদ, মালদা, রাজসাহী, জলপাই-গুঁড়ী, দার্জ্জিলিং, বর্দ্ধমান, বীরভূম, মেদিনীপুর, লোহারদাগা, হাজারিবাগ, সিংহভূম, মানভূম, সহাবাদ।

উপরের লিখিত সমস্ত জেলায় কোন বিশেষ কারণের জন্য ৪ সেরের অধিক পাচই প্রয়োজন হইলে কলেক্টর বা মহকুমার হাকিমের নিকট দরখাস্ত করিতে হইবে; তিনি পাসে অনধিক সাত দিবস সময় ও কোথায় পাচই কিনিতে হইবে লিখিয়া দিবেন। কেহ এইরূপে পাচই লইয়া বিক্রয় বা পরিবর্ত্তন

করিতে পারিবে না। পাস লইবার জন্য কোন ফি দিতে হইবে না। * বোঃ নি ১০

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

গাঁজা, সিদ্ধি, ভাঙ্গ, মাজন, চরস।

১। গাঁজা গাছের শুষ্ক ফুল হইতে গাঁজা প্রস্তুত হয়।

২। আবকারি হিসাবে তিন প্রকার গাঁজা চলিত, ১ম চেপ্টা, ২য়, গোল ৩য় চুর।

৩। অন্য প্রকার গাঁজা গাছের শুষ্ক পাতা হইতে সিদ্ধি প্রস্তুত হয়।

৪। লাইসেন্স ব্যতিত কেহ এক পোয়ার অধিক গাঁজা বা সিদ্ধি রাখিতে পারিবে না। †

* বিবাহ ইত্যাদি পর্ব্ব উপলক্ষে বা অন্য কোন বিশেষ সময়ের জন্য এই পাসের প্রার্থনা করিলে পাওয়া যায়।

† কালেক্টর ইচ্ছা করিলে তাহার এলাকাস্থ যে কোন চিকিৎসককে ঔষধ ব্যবহারের জন্য ন্যুনাধিক ৫ সের ভাঙ্গ নিকটে রাখিবার জন্য পাস দিতে পারেন। ১৮৮৬ বোর্ডের সার্কিউলার নং ২ জানুয়ারি ১৮৮৬।

৫। এক জেলা হইতে অন্য জেলায় চালান দিবার জন্য কেহ বিনা লাইসেন্সে সিদ্ধি ক্রয় বা বিক্রয়ের জন্য রাখিতে পারিবেন না। দুই টাকা ফি লইয়া কালেক্টর পাস ও লাইসেন্স দিবেন, ঐ পাস ও লাইসেন্সে যে জেলায় সিদ্ধি যাইতেছে তথাকার কলেক্টারের সহি করাইয়া লইতে হইবে।

৬। সিদ্ধির প্রতি সেরের মাসুল আট আনা। গাঁজার ন্যায় সিদ্ধিও গুদামে রাখা হইবে এবং যখন গুদাম হইতে খুচরা বিক্রয়ের জন্য বাহির হইবে তখন মাসুল আদায় করা হইবে।

৭। লাইসেন্স প্রাপ্ত হোলসেল বিক্রেতা যদি যে জেলায় সিদ্ধি জন্মে তথায় ক্রয় করিতে চাহেন তবে তথাকার কোন হোলসেল বিক্রেতার নিকট বোর্ডের আবকারি বিধানের ১০ পরিচ্ছেদের ৩০ ধারা বিধিমত ক্রয় করিবেন। আর যদি তিনি নিকটস্থ কোন স্থান যেখানে সিদ্ধি জঙ্গলে জন্মিয়া থাকে এরূপ স্থান হইতে লইতে চাহেন তাহা হইলে তিনি আবেদন করিলে কালেক্টর তাঁহার সঙ্গে লোক দিবেন। তিনি সেই লোকের সম্মুখে সিদ্ধি লইবেন।

৮। হোলসেল বিক্রয়ার্থ সিদ্ধি অগ্রিম মাসুল না দিয়া আমদানি রপ্তানি করিতে পারা যায়। কিন্তু খুচরা বিক্রয়ের ইচ্ছা থাকিলে মাসুল পূর্ব্বে দিতে হইবে। খুচরা বিক্রেতা যেখানে থাকেন তথা হইতে সিদ্ধি লইতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে অগ্রিম মাসুল দিতে হইবে।

৯। অন্যান্য বিষয়ে পর পরিচ্ছেদের (১৭) ১৮ হইতে ২১ ২৫, ২৮, ৩৩, ৩৭ হইতে ৬০ বিধি সিদ্ধিতে সম্পূর্ণ খাটিবে। বোঃ ৯

১০। দুগ্ধ, ঘৃত এবং চিনির সহিত মিশ্রিত গাঁজা বা সিদ্ধিকে মাজন বলে। গাঁজা গাছের ফুল ও পাতা হইতে যে আটা বাহির হয় তাহাকে চরস বলে। বোঃ ১০

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

গাজার চাস গুদাম চালান ও বিক্রয়।

১। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের ৭ অধিনের ৩৫ ধারানুসারে নিম্নলিখিত বিধান ধার্য্য হইয়াছে।

২। কাঁচা গাঁজা গাছ ঔষধের বা অন্য উদ্দেশ্য ব্যবহৃত হইতে পারে; কিন্তু নেসার জন্য নিম্নলিখিত নিয়ম ব্যতিরেকে কোনক্রমে ব্যবহৃত হইতে পারিবে না।

৩। যে গাজার চাস কবিতে চাহে তাহার গাঁজার মহলের কার্য্যাধক্ষের (Supervisor) নিকট লাইসেন্সের জন্য প্রথম লিখিত দরখাস্ত করিতে হইবে। দরখাস্তে নিজনাম, ধাম, জমির পরিমাণ ক্ষেত্রের চতুঃসীমা, এবং যে গ্রামে ঐ ক্ষেত্র আছে ঐ গ্রামের নাম লিখিয়া দিতে হইবে। দরখাস্ত জুলাই মাসে বা তাহার পূর্ব্বে দিতে হইবে। কোন আপত্তি না থাকিলে কলেক্টরই লাইসেন্স দিবেন এবং ঐ লাইসেন্স

গাঁজার একবার চাস চালাইবার সময় পর্য্যন্ত কার্য্যকার থাকিবে। বোঃ ৩। ৪। ৫

৪। লাইসেন্স পাইলে লাইসেন্স প্রাপ্ত ব্যক্তি নিজ নাম সাক্ষর করিয়া দিবেন। লাইসেন্সের জন্য দরখাস্ত কিম্বা যাহাতে নাম সাক্ষর করিবেন সেই কাগজ কিম্বা লাইসেন্সের জন্য কোন ফি লাগিবে না। বোঃ ৬। ৭

৫। গাঁজা গাছ কাটিবার তিন দিবস পূর্ব্বে কৃষকই হউক বা হোলসেল গোলাদারই হউক গাঁজা মহলের কার্য্যাধ্যক্ষ বা তাহার সহকারীর নিকট সম্বাদ পাঠাইতে হইবে। তৎপরে সমস্ত গাঁজা তাঁহার সরকারি গোলায় পাঠাইতে হইবে। তবে কোন কৃষক তাহার নিজ বাটীতে উপযুক্ত স্থান আছে সুপার ভাইজারকে বুঝাইতে পারিলে নিজ বাড়িতে গাঁজা রাখিতে পারিবে। বোঃ ১১

৬। চাতার বা ক্ষেত হইতে গোলায় গাঁজা লইয়া যাইবার জন্য সুপার ভাইজার বা তাঁহার সহকারী পাস দিবেন। ঐ পাসে লিখিত সময়ের মধ্যে গাঁজা গোলায় না লইয়া গেলে গাঁজা প্রস্তুত কারকের ২০০৲ টাকা পর্য্যন্ত জরিমানা হইতে পারিবে। পূর্ব্ব লিখিত নিয়মানুসারে যিনি নিজ বাটীতে গাঁজা রাখিবেন তাহারও সুপার ভাইজার বা তাঁহার সহকারির নিকট হইতে পাস লইতে হইবে। এই সকল পাসে গাঁজার পরিমাণ ও প্রকার লেখা থাকিবে। গাজা বিক্রয় হইলা গেলে যাহার যাহার নিকট বিক্রয় করা হইল তাহাদের নামে ঐ পাসে লিখিয়া পাস ফেরত দিতে হইবে। বোঃ ১২

৭। কোন হোলসেল বিক্রেতা বা তাঁহার কার্য্যকারক সদ

গাঁজা প্রস্তুত করিবার ইচ্ছা করিয়া গাঁজার ক্ষেত কিনিবার মনন করিলে সুপারিন্টেন্ডেন্ট লিখিত আবেদন করিতে হইবে। বোঃ ১৩

৮। সুপারভাইসারের লিখিত আজ্ঞা ব্যতীত কোন চাষী এরূপ ক্ষেত বিক্রয় করিতে পারিবে না। বোঃ ১৪

৯। সুপারভাইসার বা অন্য কর্ম্মচারি যখনই গাঁজা কেহ লইয়া যাইবে তখনই তাহা লইতে বাধা ও রসিদ দিবেন। বোঃ ১৫

১০। গোলা সকাল হইতে ১টা পর্য্যন্ত খোলা থাকিবে। গাঁট বাঁধা ইত্যাদি সমস্ত কার্য্য গোলার ভিতরই করিতে হইবে। বোঃ ১৮

১১। গোলা ভাড়া স্বরূপ প্রতি মন গাঁজার জন্য ন্যূনাধিক এক মাসের জন্য একটাকা তৎপরে প্রতি মাস বা মাসের কোন অংশের জন্য চারি আনা দিতে হইবে। এক বৎসরের পর যতদিন না গাঁজা অকর্ম্মণ্য বলিয়া নষ্ট করা হয় ততদিন মাসে এক আনা দিতে হইবে। বোঃ ২০

১২। গাঁজার দালালের সুপারভাইসারের নিকট লাইসেন্স লইতে হইবে। লাইসেন্স ভিন্ন গাঁজা সম্বন্ধে দালালী করিতে কাহাকেও দেওয়া যাইবে না। ভাল চরিত্রের লোককেই লাইসেন্স দেওয়া হইবে। ইহার জন্য এক টাকার ষ্ট্যাম্প ভিন্ন আর স্বতন্ত্র কি লাগিবে না। বোঃ ২২

১৩। দুই বৎসরের পরে যদি কোন গাঁজা অবিক্রেয় পড়িয়া থাকে তবে তাহা সরকারি কর্ম্মচারীর সম্মুখে নষ্ট করা হইবে। বোঃ ২৬

১৪। পর বৎসরের গাঁজা চাস আরম্ভর সময় কৃষকের বাটী যদি গাঁজা অবিক্রেয় থাকে তবে তাহা সরকারি গোলায় পাঠাইয়া দিতে হইবে। যতদিন উহা না বিক্রয় হব ততদিন গোলা ভাড়া প্রতি মনে প্রতি মাসে এক আনা করিয়া লওনা হইবে। বোঃ ২৫

১৫। অন্য স্থানে রপ্তানি করিবার জন্য যিনি কৃষকের নিকট হইতে তাহার নিজ বাটীর গোলা বা সরকারি গোলা হইতে গাঁজা ক্রয় করিতে চাহেন তিনি সুপার ভাইসার কে লিখিয়া যতদিন না রপ্তানি হয় ততদিন কোথায় ঐ গাঁজা রাখিবেন তাহার সংম্বাদ দিবেন। যদি না দেন তবে ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের ৭ আইনের ৬১ ধারা মতে দণ্ডনীয় হইবেন। গাঁজা কিনিয়া ২০ বিধান মত ভাড়া দিয়া সরকারি গোলায় রাখিতে পারা যায়। বোঃ ২৬

১৬। যিনি এই বিধান মত গাঁজা ক্রয় করিতে অধিকারি নহেন এরূপ ব্যক্তিকে যে কৃষক গাঁজা বিক্রয় করিবে সে ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের ৭ আইনের ৬১ ধারা মত দণ্ডনীয় হইবে। বোঃ ২৭

১৭। যে কেহ লাইসেন্স পাইয়া রপ্তানির জন্য গাঁজা ক্রয় করিবেন তাঁহাকে নিম্ন লিখিত মত তাঁহার ক্রয় বিক্রয়ের হিসাব রাখিতে হইবে; না রাখিলে তাহার রপ্তানির পাস ক্যানসেল হইবে। বোঃ ২৮।

গাঁজাগোলার সত্বাধিকারীর সাপ্তাহিক ক্রয় বিক্রয়ের হিসাব।

	চেপটা গাঁজা ৪॥ সের।	গোলগাঁজা ৬।০ সের।	চুর গাঁজা ৬॥০ সের
	ম—সে—ছ	ম—সে—ছ	ম—সে—ছ
পূর্ব্ব হিসাব মত গুদামেযত আছে।			
অমুক তারিখে ক্রয় ...			
অমুক তারিখে ক্রয় ...			
মোট ...			
অমুক তারিখে বিক্রয় মারফত অমুক ...			
অমুক তারিখে বিক্রয় মারফত অমুক ...			
বাকি ...			

১৮। যে জেলায় রপ্তানি হইবে সেই জেলার কলেক্টরের পাস ও রাজসাহির কলেক্টরের নিম্ন লিখিত বিধান মত পাস যাহার

নিকট থাকিবে কৃষক তাহাকে গাঁজা বিক্রয় করিতে পারে। বোঃ ২৯

১৯। যে জেলায় রপ্তানি হইবে তথাকার কলেক্টরের নিকট ২৲ টাকা ফি দিয়া আবেদন করিলে কলেক্টর পাস দিবেন। কৃষকের নিকট গাঁজা ক্রয় করিলে যতদিন না রপ্তানির উপযুক্ত হয় ততদিন সুপারভাইসারের নির্দ্দেশমত স্থানে গাঁজা রাখিতে হইবে। বোঃ ৩০

২০। গাঁজা ক্রয় করিবার স্থানে গিয়া সুপার ভাইসারকে পাস দিয়া তৎপরেই গাঁজা ক্রয় করিতে পারা যায়। সুপার ভাইসার তাঁহার লোক দিয়া গাঁজার গাঁইট বাধিয়া দিবেন। গাঁজা হইতে যে সকল ডাল খসিয়া যাইবে তাহা আর চেপ্টা গাঁজার গাঁইটে রাখা হইবে না; গোল গাঁজার সহিত বাঁধা হইয়া গোলের হিসাবে মাসুল লওয়া হইবে। বোঃ ৩১

২১। যখন গাঁজা সমস্ত গাঁইট বাঁধা হইয়া রপ্তানির উপযুক্ত হইবে তখন সুপার ভাইসার ক্রেতার পূর্ব্ব পাসের উপর সমস্ত বিবরণ লিখিয়া তাঁহাকে পাস ফেরত দিবেন। বোঃ ৩৪

২২। উড়িষ্যা ব্যতীত আর সকল জেলায় গাঁজার নিম্ন লিখিত রূপ মাসুল আদায় হয়।

চেপ্টা গাঁজা	প্রতিসের	... ...	৪৷৹ টাকা
গোল গাঁজা	প্রতিসের	... ...	৬৲
চুর গাঁজা	প্রতিসের	... ...	৬৷৹

বোঃ নিঃ ৩৫।

২৩। হোলসেল বিক্রেতা হইলে গাঁজা এক জেলা হইতে অন্য জেলায় চালান দিবার সময় মাসুল লাগে না। গাঁজা যখন খুচরা বিক্রেতা দিগের নিকট যায় তখনই মাসুল লওয়া হয়। বোঃ ৩৯

২৪। বাঙ্গলা দেশ ভিন্ন ভারতবর্ষের অন্য স্থানে গাঁজা রপ্তানি করিলে রাজসাহির কলেক্টর রপ্তানির পূর্ব্বে নিয়মিত মাসুল লইবেন। তবে গাঁজা সমুদ্র পথে অন্য দেশে রপ্তানি করিলে মাসুল লাগে না, মাসুল দিলেও তাহা ফেরত দেওয়া হয়। বোঃ ৪০।

২৫। গাঁজা রাজসাহি হইতে কোন গোলায় কিম্বা গোল হইতে কোন খুচরা বিক্রয়ের দোকানে লইয়া যাইবার দরুণ কোন ছড়তি পড়তি বাদ নাই। বোঃ ৪১।

২৬। যিনি গাঁজার হোলসেল ব্যবসা করিতে চাহেন তাঁহাকে কলেক্টরের নিকট নিম্ন লিখিত মত যে গোলায় গাঁজা রাখিবেন তাহার এক বর্ণনা পত্র দিতে হইবে। বোঃ ৪৪

মালিকের নাম	স্থান	বাড়ীর বর্ণনা	গুদামে কত ধরে	মন্তব্য

২৭। গোলাটি নিম্ন লিখিত মত হইলে কালেক্টর তাহা রেজেষ্টরি ভুক্ত করিয়া লইবেন। বোঃ ৪৫

(১) গুদামের একটী মাত্র দ্বার থাকিবে; দ্বারে দুইটী তালা থাকিবে; হইার একটা বিলাতি চবের তালা হওয়া চাই। এই চবের চাবি আবকারি কর্ম্মচারির নিকট থাকিবে।

(২) কোন আবকারি কর্ম্মচারির সম্মুখে এবং কলেক্টরের আজ্ঞা না হইলে গুদাম হইতে গাঁজা বাহির করিতে পারা যাইবে না। এক গাঁইট লইলে শিল মোহর শুদ্ধ দেওয়া হইবে, গাইট ভাঙ্গিয়া দিলে আবগারি কর্ম্মচারি তৎক্ষণাৎ শিল মোহর করিবেন।

(৩) মালিক আবগারি কর্ম্মচারিগণকে সর্ব্বদা গোল দেখিতে দিবেন।

২৮। যদি মালিক আবকারি আইন লঙ্ঘন করেন বা গোল বেঁমেরামত রাখিয়া দেন তাহা হইলে কলেক্টর গোলা রেজেষ্টরি হইতে খারিজ করিয়া দিবেন। বোঃ ৪৬

২৯। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের ৭ আইনের ১৫। ১৭ ধারা মত রেজেষ্টরি ভুক্ত গোলা বা লাইসেন্স প্রাপ্ত খুচরা বিক্রয়ের দোকান ব্যতীত পাস না হইলে কেহই আদ সেরের অধিক গাজা নিকটে রাখিতে পারিবে না। রাখিলে ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের ৭ আইনের ৬১ ধারা মত দণ্ডিত হইবেন ও গাজা বাজেয়াপ্ত হইবে। বোঃ ৪৭

৩০। এক জেলায় গুদামজাত করিয়াও হোলসেল বিক্রেতা অন্য জেলায় গাজা চালান দিতে পারেন। ইহার জন্য দুই টাকা ফি দিয়া পাস লইতে হয় ও ঐ পাস যে জেলায় গাজা গেল সেই জেলার কলেক্টরের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া তাঁহার সই করাইয়া লইতে হয়। বোঃ ৪৮

৩১। হোলসেল বিক্রেতা কেবল অন্য হোলসেল বিক্রেতা বা খুচরা বিক্রেতার নিকট গাজা বিক্রয় করিতে পারেন। বোঃ ৪৯

৩২। ১০ পরিচ্ছেদ লিখিত অবধারিত মাসুল প্রথার সমস্ত নিয়মে গাজা খুচরা বিক্রয় চলিবে। ইহার লাইসেন্স বোর্ডের ধার্য্যমত নিলাম ডাকে বা অবধারিত মাসুলে দেওয়া হইয়া থাকে। বোঃ ৫২

৩২। হোলসেল বিক্রেতার গোলা হইতে গাজা লইবার পূর্ব্বে খুচরা বিক্রেতাকে মাসুল দিতে হইবে। মাসুলের হার বোর্ড কর্ত্তৃক ধার্য্য হইবে। যদি কোন খুচরা বিক্রেতা ভিন্ন জেলার হোলসেল বিক্রেতার গোলা হইতে গাজা কিনিতেছেন তাহা হইলে তাঁহাকে যে জেলায় গাজা খুচরা বিক্রয় করিবেন সেই জেলার পাস লইবার সময় মাসুল দিতে হইবে। মহকুমা হইলে মহকুমাই মাসুল দিতে হইবে। বোঃ ৫৩

৩৩। গাজার গোলা হইতে খুচরা বিক্রয়ের দোকানে লইয়া যাইবার জন্যও পাস প্রয়োজন। গাজা লইবার সময় এ পাস লইতে হইবে। বোঃ ৫৪।

৩৪। জমিদার, ইজারদার, এবং অন্যান্য সকলে যদি কোন রূপে লাইসেন্স ব্যতীত গাজা নিজ এলাকার মধ্যে রাখিতে বা বিক্রয় করিতে দেন তাহা হইলে ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের ৭ আইনের ৬৫ ধারা মত দণ্ডনীয় হইবেন। বোঃ ৬০

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

চরস আমদানি।

১। নেপাল বা পশ্চিম হইতে বাঙ্গলায় চরস আমদানি করিতে হইলে যেখানে আমদানি হইবে সেখানকার কলেক্টরের পাস আবশ্যক। চরস আনিয়া কলেক্টরের সম্মুখে উপস্থিত করিতে হইবে।

২। ইহার মাসুল প্রতি সেরে ৮ টাকা। ইহার অর্দ্ধেক ৪ টাকা পাস লইবার সময় ও অপর অর্দ্ধেক যে জেলায় বিক্রয় হইবে তথাকার আবকারি ডেপটি কলেক্টরের সম্মুখে উপস্থিত করিবার সময় দিতে হইবে। যদি পাস লিখিত সময় মধ্যে চরস আনা না হয়, তাহা হইলে সময় বৃদ্ধির জন্য কলেক্টরের নিকট আবেদন করিতে হই[illegible]। ইহা না করিলে পাস লিখিত সমস্ত চরসের পূর্ণ মাসুল [illegible] হইবে। বোঃ ৩

৩। যে কলেক্টরি কা[illegible] হইতে পাস লওয়া হইয়াছে তথায় না পৌঁছিবার পূর্ব্বে [illegible] কিম্বা পাস লিখিত পরিমাণের অধিক পরিমাণে থাকিলে [illegible] আইন অনুসারে দণ্ডনীয় হইতে হইবে। বোঃ ৪

৪। প্রত্যেক চরস আ[illegible]কারের নিম্ন লিখিত মত চরসের প্রাপ্তি ও খরচে[illegible] রাখিতে হইবে। খুচরা বিক্রয়ের ইচ্ছা করিলে [illegible] লাইসেন্স লইতে হইবে।

এই লাইসেন্স হয় নিলাম ডাকে বা অবধারিত মাসুল প্রথায় বোর্ডের ধার্য্য মত দেওয়া হইবে। বোঃ ৫

যত আমদানি হইল			যত বিক্রয় হইল			প্রত্যেক বিক্রেয়ের পর অবশিষ্ট যত মজুত থাকে।
প্রাপ্তির তারিখ	প্রাপ্তির পরিমাণ	পাসের নং ও তারিখ	বিক্রয় তারিখ	যে লাইসন্স প্রাপ্ত বিক্রে-তাকে বিক্রয় করা হইল তাহার নাম	যে পরিমাণ বিক্রয় হইল	
					ম সে ছ	ম সে ছ

উনবিংশ ও বিংশ পরিচ্ছেদ।

আবকারদিগের জানিবার কিছুই নাই।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

আপিল করিতে হইলে আদত হুকুম কিম্বা তাহার নকল সহ দরখাস্ত করিতে হইবে। হুকুম কিম্বা নকল দাখিল কবিতে অপারক হইল তাহার কারণ দর্শাইতে হইবে। কলেক্টরের বিরুদ্ধে কমিসনারের নিকট আপিল করিতে হইলে ॥০ ষ্ট্যাম্প ও কমিসনারের বিরুদ্ধে বোর্ডে করিতে হইলে ২ টাকার ষ্ট্যাম্প দিয়া দরখাস্ত দাখিল করিতে হয়।

আফিম বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের বিধি।

১। ১২ই মার্চ ১৮৮৭। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের আফিম বিষয়ক আইন যাহা ১৮৭৮ খৃ ২১ সে ও ২৮ সে আগষ্ট ও ৪ সেপটেম্বর গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছিল তাহার ৫। ৬। ১৩ ধারা লিখিত বিষয় সম্বন্ধে সুমন্ত্রি সভা গবর্ণর জেনেরাল বাহাদুরের অনুমোদনানুসারে লেফটেনাণ্ট গবর্ণর বাহাদুর নিম্ন নিয়ম করিলেন।

২। যে সকল শব্দ এই বিধিতে ব্যবহার্য্য হইয়াছে তাহার অর্থ।

১ম। "ভারতবর্ষ" অর্থে ইংরাজ অধীকৃত উত্তর দক্ষীন পূর্ব্ব পশ্চিম প্রান্তস্থিত শেষ সীমার মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ।

২য়। "বাঙ্গালা" অর্থে বাঙ্গালার ছোট লাটের শাসনাধীন প্রদেশ।

৩য়। "বোর্ড" অর্থে বঙ্গদেশের ছোটলাট বাহাদুরে শাসনাধীন প্রদেস রেভিনিউ বোর্ড।

৪র্থ। "কমিসনার" অর্থে রাজস্ব সম্বন্ধীয় বিভাগের কমিসনার সাহেব।

৫ম। "কলেকক্টর" অর্থে জেলার স্বাধীন ভার প্রাপ্ত রাজস্ব কর্ম্মচারী। আবকারীর সুপারিন্টেণ্ট বা বোর্ড কর্তৃক ক্ষমতা প্রাপ্ত যে কোন ব্যক্তিকেও কলেক্টর বুঝিতে হইবে।

৬ষ্ঠ। "প্রিভেণ্টিভ অফিসর" (মাসুল চুরী নিবারণের কর্ম্মচারী) আফিম সম্বন্ধীয় আইনের ১৮ ধারা লিখিত কার্য্য বিভাগের যে কোন কার্য্যাধ্যক্ষ।

৭ম। "আফিম" অর্থে পোস্তের গাঢ় রস।

৮ম। "ইণ্টেণ্ডেণ্ট" অর্থে গভর্মেণ্টের কলিকাতাস্থ আফিম গুদামের রক্ষণাবেক্ষণের ভার প্রাপ্ত যে কোন ব্যক্তি।

৯ম। "মাদক দ্রব্য" অর্থে মদত, চণ্ডু, এবং তৎ প্রস্তুত বা তদমিশ্রিত দ্রব্য সকল ও কাফো। ঢেঁড়ি ব্যতিত, আফিম ও পোস্ত হইতে প্রস্তুত সকল প্রকার মাদক ও নেসা জনক দ্রব্য।

১০ম। "ঢেঁড়ি" অর্থে পোস্ত গাছের শুষ্ক ফল।

১১শ। "তোলা" অর্থে ১৮০ গ্রেন।

১২শ। "সের" অর্থে ৮০ তোলা।

১৩শ। "খুচরা বিক্রয়" অর্থে আফিম বা আফিম হইতে প্রস্তুত যে কোন মাদক দ্রব্যের ৫ তোলা এবং পোস্তের

তেঁড়ির ৫ সেরের অনধিক বিক্রয়। ইহার অধিক হইলে "পাইকিরি" বা হোলসেল।

১৪শ। "ইজার দার" অর্থে যে ব্যক্তি কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানের উপর কলেক্টর সাহেবের নিকট হইতে আফিম বা আফিম হইতে প্রস্তুত মাদক দ্রব্যের খুচরা বিক্রয়ের বা লাইসেন্স আদায়ের ক্ষমতা পাইয়াছে।

১৫শ। "লাইসেন্স প্রাপ্ত বিক্রেতা" অর্থে যে ব্যক্তি আফিম বা তৎপ্রস্তুত মাদক দ্রব্য খুচরা বিক্রয়ের জন্য কলেক্টর সাহেবের বা ইজার দারের নিকট হইতে লাইসেন্স পাইয়াছে।

১৬শ। "লাইসেন্স প্রাপ্ত চিকিৎসক" অর্থে যে ব্যক্তি ঔষধের জন্য আফিম বা অন্য কোন মাদক দ্রব্য খুচরা বিক্রয়ের জন্য অনুমতি পত্র পাইয়াছে।

১৭। "আমদানি" "রপ্তানী" ও "চালান" অর্থে ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের আফিম আইনের উল্লিখিত মত বুঝিতে হইবে।

প্রস্তুত করণ।

২। গভর্মেণ্টের জন্য আফিম প্রস্তুত করিতে পারা যায়।

(ক) পাট্টা বা লাইসেন্সের লিখিত বিধি অনুসারে ইজার-দার বা লাইসেন্স প্রাপ্ত বিক্রেতা আফিম হইতে মাদক দ্রব্য প্রস্তুত করিতে পারেন।

(খ) লাইসেন্স প্রাপ্ত চিকিৎসক ঔষধার্থে এক সের পর্য্যন্ত মাদকদ্রব্য প্রস্তুত করিতে পারেন।

(গ) ৫ তোলা পর্য্যন্ত যে কোন ব্যক্তি মাদকদ্রব্য প্রস্তুত করিতে পারেন।

নিকটে রাখা।

৪। ইজারদার বা লাইসেন্স প্রাপ্ত বিক্রেতার নিকট হইতে ক্রীত আফিম বা আফিম হইতে প্রস্তুত মাদকদ্রব্য ৫ তোলা পর্য্যন্ত যে কেহ নিকটে রাখিতে পারেন। লাইসেন্স লিখিত কডার মত ইজারদার বা লাইসেন্স প্রাপ্ত বিক্রেতা যে কোন পরিমাণ আফিম কালেক্টরের আফিস হইতে খরিদ করিয়া কিম্বা ১ সেরের অনধিক কোন লাইসেন্স প্রাপ্ত ভেণ্ডারের নিকট হইতে খরিদ করিয়া নিকটে রাখিতে পারেন। ইজারদার বা লাইসেন্স প্রাপ্ত বিক্রেতা লাইসেন্সের সময় উত্তীর্ণ হইলে যদি নিকটে অবিক্রিয় আফিম, মাদকদ্রব্য, বা পোস্তের ঢেঁড়ী থাকে তাহা হইলে কালেক্টর সাহেবের অনুমতি লইয়া এই বিধিমত ফেরত দেওয়া পর্য্যন্ত কিম্বা কোন রূপে বিক্রয় না করা পর্য্যন্ত নিকটে রাখিতে পারেন। গঃ নিঃ ক হইতে ঙ।

(চ) রিতিমত লাইসেন্স প্রাপ্ত চিকিৎসক, ইজারদার বা লাইসেন্স প্রাপ্ত বিক্রেতা কালেক্টরি হইতে ন্যূনাধিক এক সের আফিম বা মাদকদ্রব্য এবং ৫ সের পর্য্যন্ত পোস্তের ঢেঁড়ী আনিয়া নিকটে রাখিতে পারেন।

(ছ) ভিন্ন দেশীয় অশ্ব বিক্রেতা অশ্ব সহিত ভারতবর্ষে আসিলে ঐ সকল ভিন্ন দেশোৎপন্ন আফিম বা তাহা হইতে

প্রস্তুত অন্য মাদকদ্রব্য প্রত্যেক অশ্বের জন্য ১০ তোলা পর্য্যন্ত রাখিতে পারিবেন।

(জ) ভারতবর্ষের সীমার বহির্ভূত ভিন্ন দেশের পথিক বা দর্শক আপনাদিগের এবং আপনাদিগের ভৃত্যদিগের ব্যবহারের জন্য ঐ সকল ভিন্ন দেশোৎপন্ন আফিম বা তদপ্রস্তুত মাদকদ্রব্য তাঁহার দলস্থ প্রত্যেকে আফিম ৫ তোলা হিসাবে ও অন্য মাদকদ্রব্য ২ সের পর্য্যন্ত সঙ্গে রাখিতে পারিবেন। কিন্তু বিক্রয় বা বিনিময় করিতে পাইবেন না।

(ঝ) এক স্থান হইতে অন্য স্থানে চালানের সময় আফিম, অন্যান্য মাদকদ্রব্য বা চেঁড়ি এই সকল বিধি অনুসারে পাস করা থাকিলে তখন এক ব্যক্তির নিকট ৫ তোলার অধিক বা পাস লিখিতমত থাকিতে পারিবে।

(ঞ) ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ১৩ আইন অনুসারে লাইসেন্স প্রাপ্ত কৃষক পোস্তের প্রথম চাষ হইতে আফিম গবর্ণমেণ্টের এজেণ্টের হস্তে প্রদান পর্য্যন্ত চেঁড়ী ও নূতন বহিষ্কৃত আফিম নিজ লাইসেন্স লিখিত পরিমাণে নিকটে রাখিতে পারিবে।

(ট) যে কোন ব্যক্তি ।৫ সের চেঁড়ি নিকটে রাখিতে পারেন। লাইসেন্স প্রাপ্ত চিকিৎসক দশসের চেঁড়ি রাখিতে পারেন। ইজারদার এবং লাইসেন্স প্রাপ্ত ভেণ্ডার যে কোন পরিমাণ চেঁড়ি রাখিতে পারে।

চালান।

১। কোন ইজারদার বা লাইসেন্স প্রাপ্ত বিক্রেতা আফিম মুল্কদ্রব্য, কিম্বা ঢেঁড়ি চালান দিতে ইচ্ছা করিলে প্রতি চালানের জন্য সতন্ত্র সতন্ত্র বোর্ডের ধার্য্যামত পাস কালেক্টর সাহেবের নিকট হইতে লইবেন।

২। পাসে নিম্নলিখিত বিষয় লেখা থাকিবে।

(ক) যে সময়ের মধ্যে চালান শেষ করিতে হইবে।

(খ) যে স্থান হইতে মাল চালান হইবে, ও যিনি মাল পাঠাইবেন তাঁহার নাম।

(গ) মালের সহিত যে লোক যাইবে তাহার নাম।

(ঘ) যাহার নিকট মাল যাইবে তাঁহার নাম।

(ঙ) প্রত্যেক বাক্সের নম্বর, ওজন ও যাহা তাহাতে আছে

(চ) যথায় মাল যাইবে।

প্রত্যেক বাক্সের উপর, যে কালেক্টর সাহেব পাস দিবেন তাঁহার সম্মুখে গবর্ণমেণ্টের শীলমোহর দেওয়া হইবে। পাসের লিখিত সময় উত্তীর্ণ হইলে তিন দিবসের মধ্যে কালেক্টর সাহেব বা মহকুমার হাকিমের নিকট পাস প্রত্যর্পণ করিতে হইবে।

৩। চালানে যত মাল থাকিবে পথিমধ্যে তাহা আর ভাগ করা চলিবে না। কালেক্টর সাহেব পাসের এইরূপ একটী নিয়ম করিতে পারেন যে যত মালের জন্য পাস দেওয়া হইবে তাহা যতক্ষণ না নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইবে এবং কালেক্টর সাহেব কর্ত্তৃক নিযুক্ত ব্যক্তি দ্বারা পরীক্ষা করা

না হইবে ততক্ষণ সেই মাল খুলিতে, মাপ বা ভাগ করিতে কেহই পারিবে না। কিন্তু এই পরীক্ষা কালেক্টর সাহেবের নিকট মাল পৌছা সম্বাদ পৌছিবার সাত দিবসের মধ্যে হইবে।

৮। প্রিভেণ্টিভ্‌ আফিসার পরিক্ষা করিয়া যদি মাল কম দেখেন তবে তাহা অবিলম্বে কলেক্টর নিকট রিপোর্ট করিবেন।

৯। আফিম, মাদকদ্রব্য কিম্বা চেঁড়ি গবর্ণমেণ্টের ৪র্থ বিধির ছ ও জ লিখিত ব্যক্তি ব্যতিত আর কেহ আমদানি করিতে পারিবে না।

রপ্তানি।

১০। নিম্নলিখিত ব্যক্তি ও স্থানে আফিম মাদকদ্রব্য কিম্বা চেঁড়ি রপ্তানি হইতে পারিবে।

(১) গবর্ণমেণ্ট নিজ কার্য্যের জন্য পারিবেন।

(২) ৪র্থ বিধির ছ ও জ উল্লিখিত ব্যক্তিগণ ও পারিবেন।

(৩) ৫ হইতে ৮ বিধি অনুসারে চন্দন নগর গবর্ণমেণ্টের শাসনাধীন স্থানে রপ্তানি হইতে পারিবে।

(৪) এই বিধির নিয়মানুসারে কলিকাতার বন্দর হইতে ও রপ্তানি হইতে পারিবে।

১১। কলিকাতা হইতে আফিম সমুদ্রপথে চালান হইতে পারে। যদি গবর্ণমেণ্টের নিকট বোর্ড কর্ত্তৃক প্রকাশ্য নিলামে ক্রয় করা হয় এবং যদি বোর্ডের পাস বা সার্টিফিকেট থাকে তাহা

হইলে আফিম কলিকাতার বন্দর হইতে সাগরপথে রপ্তানি হইতে পারিবে।

১২। আফিম রপ্তানি করিবার জন্য জাহাজের চালানপত্র লাল কালিতে ছাপিতে হইবে। রপ্তানির সময় বোর্ডের সার্টি-ফিকেটের সহিত উপরিল্লিখিত চালানপত্র প্রতিলীপি সহ কষ্টমহাউসে উপস্থিত করিতে হইবে। যাহার উপর পাস দেওয়া হইয়াছে তাহা গুদাম হইতে মাল গ্রহণের জন্য রপ্তানিকারকে ফেরত দেওয়া হইবে। অন্য খানি কষ্টমহাউস হইতে আফিম সত্বর যাইবার জন্য ওয়ার্ফের গেট রক্ষকের নিকট প্রেরিত হইবে।

১৩। সাধারণতঃ আফিস দিনে আফিমের দামের জন্য ট্রেসারির রসিদ কিম্বা পাস সাড়ে তিনটার পর বোর্ড লইবেন না। ৪ টার পর সার্টফিকেটও দেওয়া হইবে না। শনিবার রিসিট ও পাস দেড়টা পর্য্যন্ত লওয়া হইবে ও সার্টফিকেট দুইটা পর্য্যন্ত দেওয়া হইবে। নির্দ্দিষ্ট সময়ের পরলইতে হইলে, অতিরিক্ত ৫ টাকা ফি দিতে হইবে।

১৪। বোর্ড দত্ত সার্টফিকিট মাসের শেষে নিয়মিত রূপে ক্যানসেল হইলে বোর্ডে ফেরত দিতে হইবে।

১৫। যে দিবস চিনের জাহাজ যাইবে সেই দিবস ৪ টার পর জাহাজের চালান পত্র উপস্থিত করিলে ৫ টাকা ফি দিতে হইবে।

১৬। সাড়ে চারিটার পর গুদাম হইতে না লইলে রপ্তানির জন্য নির্দ্দিষ্ট সমস্ত আফিম ঢাকা দেওয়া সমস্ত বোজাই নৌকায়

গুদামের সম্মুকস্থ ঘাট হইতে জাহাজ বা ষ্টিমার লইয়া যাওয়া হইবে।

১৭। সাড়ে চাড়িটার পর কোন রপ্তানিকার গভর্মেণ্টের গুদাম হইতে আফিম লইয়া যাইতে ইচ্ছা করিলে তাঁহার ২০ বাক্স পর্য্যন্ত যে কোন সংখ্যার জন্য ২ টাকা ২০ বাক্সের উপর ৫০ বাক্স পর্য্যন্ত ৩ টাকা তদধিকের জন্য ৫ টাকা ফি দিতে হইবে। গঃ নিঃ ২১

১৮। ৯ টা রাত্রের পর আফিম গ্রহণের জন্য আবেদন পত্র ইণ্ডেডেণ্ট কর্ত্তৃক গৃহিত হইবে না। গঃ নিঃ ২৩

১৯। সাধারণ আফিস দিনে বৈকালে ৫ টা হইতে রাত্রি ৯ টা এবং শনিবার ২ টা হইতে রাত্রি ৯ টার মধ্যে আফিম গ্রহণ জন্য আবেদন করিলে প্রত্যেক আবেদনের উপর ১৬ টাকা এবং প্রত্যেক বাক্সের জন্য ৶০ আনা ইণ্টেণ্ডাণ্ট চাহিতে পারিবেন। গঃ নিঃ ২৪

২০। ১৫ হইতে ১৯ বিধি মত কার্য্য সাড়ে চারিটার পর গুদাম হইতে আফিম লইলে বিশিষ্টরূপে বর্ত্তিবে। কিন্তু রপ্তানিকার যদি ইচ্ছা করেন ও ইণ্টেডেণ্টের নিকট আবেদন করেন তাহা হইলে ঐ সময়ের অগ্রে গৃহিত আফিম সম্বন্ধেও ঐরূপ কার্য্য হইতে পারে। গঃ নিঃ ২৫

চণ্ডু রপ্তানি।

২১। সামুদ্রিক কাষ্টম সম্বন্ধীয় নিয়ম যখন যেরূপ চলিত থাকিবে তাহার প্রথানুরূপ কলিকাতার আবকারির সুপারিণ্টেণ্ড সাহেবের কর্তৃক প্রদত্ত পাসে চণ্ডু রপ্তানি করা যাইতে পারে। রপ্তানির জন্য পাস কোন চণ্ডুর লাইসেন্স প্রাপ্ত বিক্রেতাকে যেরূপ মাসুল যখন বোর্ড কর্তৃক ধার্য্য হইবে সেইরূপ মাসুল দেওয়া হইলে প্রদত্ত হইবে। উল্লিখিত পাস রপ্তানির সময় কাষ্টম হাউসে উপস্থিত করিতে হইবে এবং উহাতে লেখা থাকা চাই যে পাস লিখিত চণ্ডু গভর্মেণ্টের আফিস হইতে প্রস্তুত। পঃ নিঃ

হোলসেল বা থোক বিক্রয়।

২২। বাঙ্গলার ছোটলাট মধ্যে মধ্যে যে মূল্য * নির্দ্ধারিত করিয়া কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ করিবেন তাহা দিলে কলেক্টরের আফিস হইতে অন্যূন একসের বা বোর্ডের বিশেষ অনুজ্ঞানুসারে এক সেরের কম আফিম কেবল ইজারদার, লাইসেন্স প্রাপ্ত ভেণ্ডার কিম্বা চিকিৎসককে দেওয়া হইবে।

---

* গভর্মেণ্ট কর্তৃক আফিমের মূল্য নিম্ন লিখিত জেলায় নিম্নলিখিত হারে নির্দ্দিষ্ট হইল।—

কিন্তু লাইসেন্স প্রাপ্ত চিকিৎসককে ১ সেরের অধিক দেওয়া হইবে না। গঃ নিঃ ২৭

২৩। সমুদ্র পথে রপ্তানির জন্য বোর্ড থোক আফিম বিক্রয় করিতে পারেন। গঃ নিঃ ২৮

২৪। লাইসেন্সের লিখিত কড়ার মত ইজারদার লাইসেন্স প্রাপ্ত দোকানদার হোলসেল আফিম বিক্রয় করিতে পারেন

ডিভিসন	জেলা	বিক্রয় মূল্য
বর্দ্ধমান	মেদিনীপুর ও	২৯৲
	অন্যান্য জেলা	২৮৲
প্রেসিডেন্সি	কলিকাতা সহ সমস্ত জেলা	২৮৲
রাজসাহি ও কুচবিহার	সমস্ত জেলা	২৮৲
ঢাকা	সমস্ত জেলা	২৭৲
চট্টগ্রাম	টিপারা	[illegible]
	চাটিগাঁ ও নোয়াখালি	২৮৲
পাটনা	সমস্ত জেলা	১৬৲
ভাগলপুর	মুঙ্গের	২০৲
	ভাগলপুর ও সাঁওতাল পরগণা	২২৲
	পুর্ণিয়া ও মালদা	২৫৲
উড়িষ্যা	সমস্ত জেলা	৩২৲
ছোটনাগপুর	সমস্ত জেলা	২৬৲

লাইসেন্স প্রাপ্ত দোকানদার বা চিকিৎসক ভিন্ন অপরের নিকট বিক্রয় করিতে পারিবে না, কিন্তু চিকিৎসকের নিকট একসের আফিম বা মাদক দ্রব্য এবং ১০ সের পোস্তের ঢেড়ীর অধিক বিক্রয় করিতে পারিবে না। কলেক্টরের অনুমতি পাইলে লাইসেন্সের সময় উত্তীর্ণ হইলে ইজারদার বা লাইসেন্স প্রাপ্ত দোকানদার অপর লাইসেন্স প্রাপ্ত ব্যক্তিকে হোলসেল বিক্রয় করিতে পারেন। বিশেষ অনুমতি প্রাপ্ত ব্যক্তির নিকটও হোলসেল বিক্রয় করা যাইতে পারে। গঃ নিঃ ২৯

খুচরা বিক্রয়। *

২৫। কলেক্টর বা ইজারদারের, নিকট প্রাপ্ত লাইসেন্স এবং ঐ লাইসেন্স লিখিত কড়ারানুরূপ ব্যতীত কেহই আফিম

---

*বোর্ডের বিধি।

১। কলেক্টর সাহেবের নিকট প্রাপ্ত লাইসেন্স ব্যতীত কেহই আফিম, মদত কিম্বা চণ্ডু বিক্রয় করিতে পারিবে না।

২। আফিম, মদত কিম্বা চণ্ডু বিক্রয়ের জন্য লাইসেন্স লইতে হইলে বোর্ড সময় সময় যে দর বা মাসুল ধার্য্য করিবেন তাহা প্রদান করিতে হইবে। এই ফি, ট্যাক্স বা মাসুল লাইসেন্সে লেখা থাকিবে এবং অগ্রিম বা বোর্ডের নির্দ্দেশ মত দিতে হইবে। লাইসেন্স বিক্রয়ের সময় দুই মাসের ফিয়ের সমান টাকা অগ্রিম লওয়া হইবে।

মাদক দ্রব্য বা ঢেঁড়ি বিক্রয় করিতে পাইবেন না। তবে ১৩ আইন মতে কৃষক ইজারদার বা লাইসেন্স প্রাপ্ত ঢেঁড়ি বিক্রয় কারককে ঢেঁড়ি কিম্বা যে ঢেঁড়ি বিক্রয় করিবার লাইসেন্স প্রাপ্ত হইয়াছে ইহারা ঢেঁড়ি বিক্রয় করিতে পারেন। লাইসেন্স প্রাপ্ত চিকিৎসক আফিম, ঢেঁড়ি কিম্বা

৩। লাইসেন্স লইবার সময় লাইসেন্সের লিখিত কড়াব পত্রে স্বাক্ষর করিতে হইবে। এবং ঐ কড়ার মত কার্য্য করিবার জন্য বোর্ডের নির্দ্দেশ মত জামিন বা আমানত রাখিতে হইবে।

৪। আফিম, মদত কিম্বা চণ্ডু বিক্রয়ের জন্য লাইসেন্স প্রাপ্ত বিক্রেতার প্রত্যহ দোকানের বিক্রয়ের হিসাব ছাপান বহিতে রাখিতে হইবে। এই ছাপান বই কলেক্টর সাহেবের আফিসে সামান্য দামে কিনিতে পাওয়া যাইবে।

৫। বোর্ড হইতে বিশেষ অনুমতি ব্যতিরেকে সাধারণতঃ লাইসেন্স এক বৎসরের জন্য দেওয়া হইবে। বৎসর বৎসর লাইসেন্স নূতন করিয়া লইতে হইবে।

৬। ঢেঁড়ি বিক্রয়ের জন্য ক্রোড়পত্রস্থ ফর্ম্ম মত লাইসেন্স যে কেহ আবেদন করিবে তাহাকেই মাসিক এক টাকা ফিতে দেওয়া হইবে।

বোর্ডের সারকিউলার নং ৬, ফেব্রুয়ারি ১৮৭৫

ভবিষ্যতা ও সহরগুলি সহিত সমস্ত জেলায় আফিম খুচরা বিক্রয়ের জন্য লাইসেন্স নিলাম দ্বারা স্থিরীকৃত হইবে।

আফিম হইতে প্রস্তুত মাদক দ্রব্য বিক্রয় করিতে পারেন। গঃ নিঃ ৩০

২৬। ৩০ বিধি অনুসারে লাইসেন্স প্রাপ্ত ব্যক্তি বোর্ড কর্তৃক নির্দ্ধারিত নিয়ম মত খাজনা দিতে হইবে। গঃ নিঃ ৩১

২৭। আফিম ইত্যাদি গবর্ণমেণ্ট আফিসে খুচরা বিক্রয় হইবে না। গঃ নিঃ ৩২

২৮। বোর্ড বিশেষ নিয়ম না করিলে খুচরা বিক্রয়ের লাইসেন্স এক বৎসরের জন্য দেওয়া হইবে। গঃ নিঃ ৩৩

২৯। প্রত্যেক জেলায় নির্দ্ধারিত সংখ্যায় দোকান হইবে। বৎসরের প্রথমে বোর্ড কর্তৃক নির্দ্দেশ মত নিলাম ডাকে দোকান বিক্রয় হইবে। গঃ নিঃ ৩৪

৩০। ৩০ বিধি অনুসারে যে লাইসেন্স দেওয়া হয় তাহা কলেক্টার কর্তৃক লাইসেন্স লিখিত কোন কারণ বশতঃ ক্যানসেল হইতে পারে। যদি লাইসেন্স লিখিত কোন কারণ বশতঃ ক্যানসেল না হয়, তাহা হইলে ১৫ দিনের খাজনা ফেরত দিবেন ও ১৫ দিন অগ্রে লাইসেন্স ক্যানসেল করিবার অভিপ্রায় নোটিস দ্বারায় জানাইবেন। যদি তাহা না করেন তবে কলেক্টরের অনুমতি মত ক্ষতি পূরণ করিবেন। গঃ নিঃ ৩৫

৩১। লাইসেন্স প্রাপ্ত ভেণ্ডার দোকান পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিলে ১ মাস অগ্রে লিখিত নোটীস দিতে হইবে এবং কলেক্টর যে ফি দণ্ড স্বরূপ হইতে চাহেন (৬ মাসের খাজনার মাসিক নহে) তাহা জমা করিতে হইবে। যদি কলেক্টর মনে করেন বিশেষ কারণ জন্য কোন ভেণ্ডার দোকান

ছাড়িতেছে তাহা হইলে তাহাকে এই দণ্ড হইতে মাপ করিতে পারেন।

গঃ নিঃ ৩৬

ইজারা।

৩১। বোর্ডের ধার্য্য মত কলেক্টর সাহেব নিলাম ডাকে বা অন্যমতে অন্যূন ৫ বৎসরের জন্য কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানের খুচরা বিক্রয়ের লাইসেন্স ফি আদায়ের ইজারা দিতে পারেন। ইজারার পাট্টার যুক্তি আদি বোর্ডের নির্দ্দেশানুসারে হইবে। এইরূপ ইজারা লইলে ইজারদার নিজে সকল প্রকার মাদক দ্রব্য প্রস্তুত করিতে পারিবেন কিন্তু আফিম কলেক্টরের আফিস হইতে লইতে হইবে। ক্রোড়পত্রস্থ কর্ম্মের মত ইজারা পত্র দেওয়া হইবে। গঃ নিঃ ৩৭

৩২। বোর্ড যেরূপ সময় সময় ফর্ম্ম নির্দ্দেশ করিবেন, সেই কর্ম্মে ইজারাদারকে তিনি যে সকল লাইসেন্স দিবেন তাহার হিসাব দিতে হইবে। গঃ নিঃ ৩৮

৩৩। কলেক্টরের হস্তে এরূপ লাইসেন্স সম্বন্ধে সমস্ত ক্ষমতা থাকিবে। ইচ্ছা করিলে তিনি যখন তখন লাইসেন্স ক্যানসেল করিতে পারিবেন কিন্তু যদি বিনা দোষে করেন তবে ক্ষতি পূরণ করিবেন। গঃ নিঃ ৩৯

৩৪। লাইসেন্স বা ইজারার সময় অতিক্রান্ত হইলে যদি কোন বিক্রেতা বা ইজারদারের আপন আফিম, মাদক দ্রব্য

বা ঢেঁড়ি অন্য কোন লাইসেন্স প্রাপ্ত বিক্রেতা বা ইজারদারের নিকট কলেক্টর সাহেবের সন্তোষজনক রূপে বিক্রয় করিতে অশক্ত হয় তাহা হইলে তাহা আবকারী রাজস্ব সম্বন্ধীয় কর্ম্মচারির নিকট ফেরত দিতে হইবে। নূতন লাইসেন্স প্রাপ্ত বিক্রেতা বা ইজারদার, এবং যদি লাইসেন্স বা পাট্টা নূতন করিয়া কেহ না লয় তাহা হইলে যে কোন লাইসেন্স প্রাপ্ত বিক্রেতা বা ইজারদার তাঁহাদের দুই মাসের খরচের পরিমাণ দ্রব্য পর্য্যন্ত কলেক্টর যে দর ধার্য্য করিয়া দিবেন তাহাতে লইতে বাধ্য। গঃ নিঃ ৪১

আপিল।

কলেক্টরের আজ্ঞার বিরুদ্ধে আপিল কমিসনার সাহেবের নিকট বা তাঁহার নিকট প্রেরণের জন্য কলেক্টরের নিকট আজ্ঞার তারিখ হইতে ৩০ দিনের মধ্যে আপিলের দরখাস্ত করিতে হইবে।

বোর্ডে আপিল করিতে হইলে ৬০ দিবসের মধ্যে করিতে হইবে।

কমিসনার সাহেবের নিকট আপিল করিতে হইলে দরখাস্ত আট আনার এবং বোর্ডে করিতে হইলে দুই টাকার কোর্ট ফি দিতে হইবে।

১৮৭৮ সালের ১ আইন।

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের প্রণীত

(১৮৭৮ সালের ৯ জানুয়ারি তারিখে শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব কর্ত্তৃক অনুমোদিত।)

আফীন বিষয়ক আইন সংশোধন করণার্থ আইন।

হেতুবাদ — আফীন বিষয়ক আইন সংশোধন করা বিহিত, এই কারণে নিম্নলিখিত বিধান করা গেল,—

সংক্ষেপে নামের কথা। — ১ ধারা। এই আইন "আফীন বিষয়ক ১৮৭৮ সালের আইন" নামে খ্যাত হইতে পারিবে।

যতদূর ব্যাপ্ত হইবে তাহার কথা। — মন্ত্রি সভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব সময়ে সময়ে ইণ্ডিয়া গেজেটে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া নির্দ্ধারিত যে যে স্থানের মধ্যে এই আইন প্রচলিত হইবার আজ্ঞা করেন সেই সেই স্থানে প্রচলিত হইবে।

যে অবধি প্রচলিত হইবে তাহার কথা। — ও মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব সেই প্রকারে যে স্থানে যে দিন অবধি প্রচলিত হইবার আজ্ঞা করেন, সেই

স্থানে সেই দিনাবধি প্রচলিত হইবে।

যে যে আইন রহিত করা গেল তদ্বিষক কথা।

২ ধারা। এই আইনের তফসীলে যে যে আইনের উল্লেখ হইয়াছে, ঐ তফসীলের তৃতীয় ঘরে যত দূর নির্দ্দিষ্ট হইল ঐ ঐ আইন তত দূর রহিত হইবে।

আইন সংশোধনের কথা।

১৮৪৯ সালের ১১ আইনে ও ১৮৫৬ সালের ২১ আইনে ও ১৮৭১ সালের ১৩ আইনে ও ১৮৭৬ সালের বঙ্গীয় ২ আইনে "মাদকদ্রব্য" শব্দ যে স্থলেই প্রয়োগ হউক, তন্মধ্যে আফীন ধরিতে হইবে না।

১৮৩৬ সালের ৭ আইনের ১ ধারা সংশোধনের কথা।

১৮৩৬ সালের ৭ আইনে বোম্বাইয়ের ১৮২৭ সালের ২১ আইনের ও ১৮৩০ সালের ২০ আইনের যে উল্লেখ হইল, তাহা এই আইনের তত্তুল্য ভাবের নানা ধারার উল্লেখ হওয়ার ন্যায় পাঠ করিতে হইবে।

অর্থ করণের ধারা।

৩ ধারা। এই আইন বিষয় বিবেচনায় কিম্বা পূর্ব্বাপর কথার দ্বারা ভাবান্তর বোধ না হইলে,

"আফীন।"

"আফীন" শব্দে পোস্তের ঢেঁরি ও আফীন দ্বারা প্রস্তুত কি মিশ্রিত দ্রব্যও পোস্ত হইতে প্রস্তুত মাদক দ্রব্যও গণ্য।

ম্যাজিষ্ট্রেট"

"ম্যাজিষ্ট্রেট" শব্দে রাজধানীর মধ্যে প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটকে ও অন্য স্থানে প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটকে কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট

দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের প্রতি এই আইন মত মোকদ্দমার বিচার করণার্থে বিশেষ ক্ষমতা প্রদান করিলে তাঁহাকেও জানিতে হইবে।

"আমদানী।" "আমদানী করা" এই শব্দেতে সমুদ্র কিম্বা ভিন্ন রাজ্যাধিকার কিম্বা স্থানীয় কোন গবর্ণমেণ্টের শাসিত দেশ হইতে স্থানীয় অন্য গবর্ণমেণ্টের শাসিত দেশের মধ্যে আনয়ন করা জানিতে হইবে।

"রপ্তানী।" "রপ্তানী করা" এই শব্দেতে স্থানীয় কোন গবর্ণমেণ্টের শাসিত দেশ হইতে সমুদ্রে কিম্বা কোন ভিন্ন রাজ্যাধিকারে কিম্বা কোন স্থানীয় অন্য গবর্ণমেণ্টের শাসিত দেশে লইয়া যাওয়া জানিতে হইবে।

"চালান করা।" "চালান করা" শব্দে একই স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের শাসিত দেশের এক স্থান হইতে অন্য স্থানে চালান করা বুঝাইবে।

পোস্তের চাষ করা ও আফীন নিকট রাখা প্রভৃতির নিষেধের কথা। ৪ ধারা। এই আইন, কিম্বা আফীন বিষয়ক অন্য যে আইন যৎকালে প্রচলিত থাকে সেই আইন অনুসারে, কিম্বা এই আইন বা উক্ত কোন আইনমতে প্রণীত বিধি অনুসারে অনুমতি না থাকিলে, কোন ব্যক্তি—

(ক) পোস্তের চাষ করিবে না,

(খ) আফীন প্রস্তুত করিবে না,

(গ) আফীন নিকটে রাখিবে না,

(ঘ) আফীন চালান করিবে না,

(চ) আফীন আমদানী কি রপ্তানী করিবে না, ও

(ছ) আফীন বিক্রয় করিবে না।

উক্ত বিষয়ের অনুমতি দেওনার্থ বিধি করিবার ক্ষমতার কথা।

৫ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক সময়ে সময়ে স্থানীয় গেজেটে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া স্বীয় শাসনাধীন তাবদ্দেশে কিম্বা নির্দ্দিষ্ট কোন অংশের মধ্যে সম্যক্প্রকারে বা মাসুল দেওনের নিয়মে বা অন্য কোন নিয়মে নিম্নলিখিত সকল কি কোন কার্য্যের অনুমতি দেওনার্থ, এই আইনের সহিত সঙ্গত বিধি করিয়া ঐ ঐ কার্য্যের বিধান করিতে পারিবেন।

(ক) পোস্তের চাষ করণ।

(খ) আফীন প্রস্তুত করণ।

(গ) আফীন নিকটে রাখণ।

(ঘ) আফীন চালান করণ।

(ঙ) আফীন আমদানী কিম্বা রপ্তানী করণ।

(চ) আফীন বিক্রয় করণ ও আফীনের খুচরা বিক্রয়ের উপর যে মাসুল আদায় হইতে পারে তাহার ইজারা দেওন।

পরন্তু সামুদ্রীয় কষ্টম বিষয়ক যে আইন যৎকালে প্রচলিত থাকে তদনুসারে বা তৎক্রমে বা ৬ ধারাক্রমে আমদানী করা যে আফীনের উপর মাসুল ধার্য্য আছে সেই আফীনের উপর উক্ত কোন বিধিক্রমে কোন মাসুল আদায় হইবে না।

৬ ধারা। ব্রিটনীয় ভারতবর্ষে কিম্বা তদন্তর্গত কোন

স্থলপথে যে আফীনের আমদানী হয়, তাহার উপর মাসুলের কথা।

নির্দ্দিষ্ট স্থানে যে আফীন কিম্বা কোন প্রকারের যে আফীন স্থলপথে আমদানী হয়, মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরেল সাহেব সময়ে সময়ে ইণ্ডিয়া গেজেটে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া সেই আফীনের উপর যে মাসুল উচিত্ত বোধ করেন তাহা ধার্য্য করিতে পারিবেন, ও তদ্রূপে নির্দ্ধারিত কোন মাসুল পরিবর্ত্তন করিতে বা উঠাইয়া দিতে পারিবেন।

আফীন গুদামজাত করণের কথা।

৭ ধারা। মন্ত্রি সভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরেল সাহেব ইণ্ডিয়া গেজেটে আজ্ঞাপত্র প্রকাশ করিয়া,

(ক) স্থানীয় কোন গবর্ণমেণ্টের প্রতি ঐ স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের শাসিত দেশে আইনমতে আমদানী করা আফীনের কিম্বা সেই দেশ হইতে যাহা রপ্তানী করিবার অভিপ্রায় থাকে, তাহার গুদাম স্থাপন করিবার অনুমতি দিতে পারিবেন, ও

(খ) উক্ত কোন আজ্ঞা রহিতও করিতে পারিবেন।

ঐ আজ্ঞা যত দিন প্রবল থাকে তত দিন স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট স্থানীয় গেজেটে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া,

(গ) সকল আফীনের বা কোন আফীনের উপর যে মাসুল ধার্য্য হয় তাহা দেওনের পরে বা পূর্ব্বেই হউক, ঐ গবর্ণমেণ্টের শাসিত দেশে কি ঐ দেশের নির্দ্দিষ্ট কোন স্থানে আইনমতে আমদানী হইলে কি তথা হইতে রপ্তানী করিবার অভিপ্রায় থাকিলে সেই আফীন রাখিবার গুদাম বলিয়া কোন স্থান নির্দ্দেশ করিতে পারিবেন, ও

(ঘ) তদ্রূপ নির্দ্দেশ বাক্য রহিতও করিতে পারিবেন।

এই ধারার (খ) প্রকরণমতে কোন আজ্ঞা করা গেলে তাহা উক্ত শাসিত দেশের যে যে স্থানের প্রতি খাটে সেই সেই স্থানে (গ) প্রকরণমতে যে নির্দ্দেশ করা যায় তাহাও রহিত হইবে।

সেই নির্দ্দেশ বাক্য যত দিন প্রবল থাকে, তত দিন সেই সকল আফীনের স্বামীর সেই গুদামে আফীন আনিয়া রাখিতেই হইবে।

গুদামবিষয়ক বিধি করিবার ক্ষমতার কথা।

৮ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনেরল সাহেবের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক সময়ে সময়ে স্থানীয় গেজেটে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া ৭ ধারামতে গুদামজাৎ আফীন নির্ব্বিঘ্নে রক্ষা করণ ও ঐ গুদামজাৎ করণের ফী আদায় করণ, ও বিক্রয় কি রপ্তানী করিবার জন্যে ঐ আফীন স্থানান্তরকরণ বিষয়ে, ও তাহার উপর যে মাসুল আদায় হইতে পারে গুদামজাৎ করণের তারিখ অবধি দ্বাদশ মাসের মধ্যে তাহা না দেওয়া গেলে ঐ আফীন লইয়া যদ্রূপ কার্য্য করা যাইবে, তদ্বিষয়ে এই আইনের সহিত সঙ্গত বিধি করিতে পারিবেন।

বে-আইনীমতে পোস্তের চাষ প্রভৃতি করণের দণ্ডের কথা।

৯ ধারা। কোন ব্যক্তি এই আইনের কিম্বা ৫ কি ৮ ধারামতে প্রণীত ও প্রকাশিত বিধির বিপরীতাচরণ করিয়া,

(ক) পোস্তের চাষ করিলে, কিম্বা

(খ) আফীন প্রস্তুত করিলে কিম্বা

(গ) আফীন নিকটে রাখিলে, কিম্বা

(ঘ) আফীন চালান করিলে, কিম্বা

(ঙ) আফীন আমদানী কি রপ্তানী করিলে, কিম্বা

(চ) আফীন বিক্রয় করিলে, কিম্বা

(ছ) আফীন গুদামজাৎ না করিলে, কিম্বা গুদামজাৎ আফীন বাহির করিয়া লইলে, কি তদ্বিষক কোন কর্ম্ম করিলে,

ও কোন ব্যক্তি অন্য প্রকারে উক্ত কোন বিধির বিপরীতাচরণ করিলে,

কোন ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে অপরাধ নির্ণয় হইলে, তাঁহার উক্ত প্রত্যেক অপরাধের জন্যে এক বৎসরের অনধিক কারাদণ্ড কিম্বা এক সহস্র টাকার অনধিক অর্থদণ্ড বা ঐ উভয় দণ্ড হইতে পারিবে।

অর্থদণ্ডের আজ্ঞা হইলেও না দেওয়া গেলে, ঐ অপরাধনির্ণেতা ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব তৎপ্রযুক্ত অপরাধির ছয় মাসের অনধিক কারাদণ্ডের আজ্ঞা করিবেন। অন্য কারাদণ্ডের আজ্ঞা হইয়া থাকিলে, অর্থদণ্ড না দেওয়া প্রযুক্ত ঐ কারাদণ্ড তদতিরিক্ত হইবে।

৯ ধারামতে অভিযোগ হইলে অনুমানের কথা।

১০ ধারা। ৯ ধারামতে অভিযোগ হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তি যে সকল আফীনের বিষয়ে সুবোধজনক উত্তর দিতে না পারেন, তদ্বিষয়ে এই আইনমত অপরাধ করা গিয়াছে, ইহার বিপরীত প্রমাণ না হওন পর্য্যন্ত এই অনুমান হইবে

আফীন জব্দ করিয়া লওনের কথা।

১১ ধারা। কোন স্থলে ৯ ধারামত কোন অপরাধ করা গেলে,—

(ক) তদ্রূপে চাষ করা পোস্ত,

(খ) যে আফীন লইয়া উক্ত ধারামতে কোন অপরাধ করা গিয়াছে সেই আফীন,

(গ) ঐ ধারার (ঘ) কি (ঙ) প্রকরণমতে অপরাধ হইলে, অপরাধির প্রতি যত আফীন চালান করিবার কিম্বা বিষয় বিশেষ আমদানী কি রপ্তানী করিবার অনুমতি থাকে, তাহার অধিক চালান করিলে কিম্বা অমাদানী কি রপ্তানী করিলে, যত চালান কি আমদানী কি রপ্তানী করেন, সেই সমুদায় আফীন,

(ঘ) ঐ ধারার (চ) প্রকরণমতে অপরাধ হইলে, যে আফীন লইয়া ঐ অপরাধ হইয়াছে, অপরাধির নিকট তদ্ভিন্ন আফীন থাকিলে, ঐ অন্য সকল আফীন,

জব্দ হইতে পারিবে।

এই ধারামতে জব্দ হওয়ার যোগ্য কোন আফীন যে নৌকাদিতেও বস্তায় ও আবরণে পাওয়া যায় তাহা, ও যে নৌকাদিতে কি বস্তায় আফীন গুপ্ত করিয়া রাখা যায়, তন্মধ্যে অন্য দ্রব্য থাকিলে সেই দ্রব্য, ও যে জন্তু দ্বারা ও যে গাড়ী করিয়া আফীন চালান হয় তাহাও জব্দ হইতে পারিবে।

জব্দ করিবার আজ্ঞা করিতে যাঁহার ক্ষমতা থাকে তাঁহার কথা।

১২ ধারা। অপরাধির অপরাধ নির্ণয় হইলে, কিম্বা যে ব্যক্তির নামে আফীন সম্পর্কীয় অপরাধের অভিযোগ হয়, তাঁহাকে নির্দ্দোষ করা গেলেও, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব ঐ আফীন জব্দ হইবার যোগ্য বলিয়া নিষ্পত্তি করিলে, তিনি জব্দ করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

এই আইনমতে জব্দ করিবার অনুমতি হইলে, যে কর্ত্তৃপক্ষ জব্দ করিবার নিষ্পত্তি করেন তিনি জব্দ করণ দণ্ডের পরিবর্ত্তে যত অর্থদণ্ড উচিত বোধ করেন, জব্দ হইবার যোগ্য দ্রব্যের স্বামীকে স্বেচ্ছামতে ঐ অর্থদণ্ড দিবার অনুমতি দিতে পারিবেন।

এই আইনের বিপরীত অপরাধ করা গেলেও যদি অপরাধিকে জানা না যায়, কিম্বা তাহার উদ্দেশ্য পাওয়া না যায়, কিম্বা আস্কীন কোন ব্যক্তির অধিকারে না থাকিয়াও যদি তদ্বিষয়ের হৃদ্বোধজনক সন্ধান পাওয়া যাইতে না পারে, তবে জিলার কলেক্টর সাহেব কিম্বা ডেপুটী কমিশ্যনর, কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এতৎকার্য্য পক্ষে অন্য যে কার্য্যকারককে ক্ষমতা প্রদান করেন, তিনি স্বয়ং কিম্বা আপন পদের সত্বহেতুক সেই বিষয়ের অনুসন্ধান লইয়া নির্ণয় করিবেন, ও জব্দ করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন। কিন্তু যে বিষয় জব্দ করিবার কল্পনা থাকে তাহা ধৃত করণের তারিখ অবধি একমাস গত না হইলে, ও ঐ দ্রব্যের উপর কোন ব্যক্তিদের স্বত্বের দাওয়া থাকিলে তাঁহাদের কথা না শুনিয়া. ও তাঁহারা আপনাদের দাওয়ার পোষকতায় প্রমাণ উপস্থিত করিলে সেই প্রমাণ না শুনিয়া, জব্দ করিবার আজ্ঞা করিতে হইবে না।

নিম্নলিখিত বিষয়ের বিধি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতার কথা।

১৩ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক সময়েং স্থানীয় গেজেটে জ্ঞাপন পত্র প্রকাশ করিয়া এই আইনের সঙ্গত মতে নিম্নলিখিত বিষয়ের বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

জব্দ করা দ্রবা বিক্রয়াদি করণের।

(ক) এই আইনমত জব্দ করা সকল বিষয় বিক্রয়াদি করণের ও

(খ) এই আইনমতে অর্থদণ্ড ও জব্দ করা দ্রব্যদ্বারা যে টাকা উৎপন্ন হয় তাহা হইতে কর্ম্মকারকদিগকে ও গোয়েন্দাদিগকে পুরস্কার দেওনের বিধি।

ও পারিতোষিক দেওনের।

১৪ ধারা। কোন আবৃত্ত স্থানে আফীন যে-অইনমীতে রাখিবার সন্ধান পাওয়া গেলে প্রবেশ করিয়া গ্রেফ্তার করিবার ও হরিবার ও ধরিয়া লইবার ক্ষমতার কথা।

আবকারী কি পোলীস কষ্টম কি নিমক কি আফীন কি রাজস্বসংক্রান্ত কর্ম্মবিভাগের পেয়াদার কি কনষ্টবলের শ্রেণী হইতে উচ্চ শ্রেণীর যে কার্য্যকারক স্বীয়পদের স্বত্বহেতুক স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক এতৎ পার্থ্যপক্ষে ক্ষমতা প্রাপ্ত হন, এই আইনমতে জব্দ করিবার যোগ্য আফীন কোন ঘরে কি নৌকাদিতে কি আবৃত স্থানে প্রস্তুত করা কি রাখা কি লুকাইয়া রাখা যাইতেছে, নিজ জ্ঞানমতে কিম্বা অন্যের স্থানে প্রাপ্ত ও লিপিবদ্ধ সন্ধান ক্রমে তাঁহার এমত বিশ্বাস করিবার কারণ থাকিলে, তিনি সূর্য্যের উদয় ও অস্ত হইবার মধ্যে কোন সময়ে,

(ক) সেই গৃহে কি নৌকায় কি স্থানে প্রবেশ করিয়া,

(খ) ও বাধা পাইলে কোন দ্বার ভাঙ্গিয়া খুলিয়া ও তদ্রূপে প্রবেশ করিবার বাধাজনক অন্য বিষয় সরাইয়া দিয়া,

(গ) ঐ আফীন ও তাহা প্রস্তুত করণার্থ সকল সরঞ্জাম ধরিয়া লইতে, ও ১১ ধারামতে কিম্বা আফীন বিষয়ক অন্য যে আইন যৎকালে প্রবল থাকে তদনুসারে আর যে যে বিষয় জব্দ করিবার যোগ্য বলিয়া জ্ঞান করিবার কারণ থাকে, সেই সেই বিষয় ধরিয়া লইতে, ও

(ঘ) আইনমতে কিম্বা আফীন বিষয়ক অন্য কোন আইন যৎকালে প্রবল থাকে সেই আইন অনুসারে যে ব্যক্তিকে ঐ আফীন বিষয়ক কোন অপরাধের অপরাধী বলিয়া জ্ঞান করিবার কারণ থাকে, তাঁহাকে আটক করিয়া তাঁহার গাত্রে অন্বেষণ করিতে ও উচিত বোধ করিলে তাঁহাকে গ্রেফ্‌তার করিতে পারিবেন।

খোলা স্থানে আফীন ধরিয়া লইবার কথা।

১৫ ধারা। পূর্ব্বোক্ত কোন কর্ম্মবিভাগের কোন কার্য্যকারক,

(ক) কোন খোলা স্থানে, কিম্বা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে প্রেরণ সময়ে কোন আফীন, কি অন্য কোন দ্রব্য ১১ ধারামতে, কিম্বা আফীন বিষয়ক অন্য যে আইন যৎকালে প্রচলিত থাকে সেই আইনমতে, জব্দ করিবার যোগ্য বলিয়া জ্ঞান করিলে, তাহা ধরিয়া লইতে পারিবেন।

(খ) ও কোন ব্যক্তিকে এই আইনের কিম্বা এতদ্রূপ অন্য কোন আইনের বিপরীত কোন অপরাধের অপরাধী বলিয়া জ্ঞান করিবার কারণ থাকিলে, তাঁহাকে আটক রাখিয়া তাঁহার গাত্রে অন্বেষণ করিতে পারিবেন, ও তাঁহার নিকট আফীন থাকিলে, তাঁহাকে ও তাঁহার সঙ্গী অন্য কোন ব্যক্তিদিগকে গ্রেফ্‌তার করিতে পারিবেন।

আটক রাখা ও তল্লাশ গ্রেফ্‌তার করিবার ক্ষমতার কথা।

১৬ ধারা। ১৪ কি ১৫ ধারামতে অন্বেষণের সকল কার্য্য ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের বিধানমতে করা যাইবে।

তল্লাশ যেরূপে করিতে হইবে তাহার কথা।

১৭ধারা। ১৪ ধারার উল্লিখিত নানা কর্ম্মবিভাগের কার্য্যকারকেরা নোটিস পাইলে, কি তাঁহাদের নিকট আদেশ করা গেলে, তাঁহারা এই আইনের বিধান সফল করণার্থে পরস্পরের সাহায্য করিতে আইনমতে বদ্ধ থাকিবেন।

কর্ম্মকারকদের পরস্পর সাহায্য করিতে হইবার কথা।

১৮ ধারা। উক্ত কোন কর্ম্মবিভাগের কোন কার্য্যকারক সন্দেহ করিবার সঙ্গত কারণ না থাকিলেও কোন ঘরে কি নৌকাদিতে কি স্থানে প্রবেশ কি অন্বেষণ করিলে কিম্বা অন্যদ্বারা প্রবেশ কি অন্বেষণ করাইলে, কিম্বা আফীন কি এই আইনমতে জব্দ করিবার যোগ্য অন্য দ্রব্য ধরিয়া লইবার কি অন্বেষণ করিবার ছলে ক্লেশ জনক ভাবে ও অনাবশ্যকমতে কোন ব্যক্তির দ্রব্য ধরিয়া লইলে,

ক্লেশজনক ভাবে গৃহাদিতে প্রবেশ ও তল্লাশ করণের ও দ্রব্য ও ব্যক্তিকে ধৃত করণের কথা।

কিম্বা ক্লেশজনকভাবে ও অনাবশ্যকমতে কোন ব্যক্তিকে আটক রাখিলে কি তাঁহার গাত্রে অন্বেষণ করিলে কি তাহাকে গ্রেপ্তার করিলে,

তাঁহার উক্ত প্রত্যেক অপরাধের জন্যে পাঁচ শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইবে।

১৯ ধারা। কোন ব্যক্তি আফীনবিষয়ক অপরাধ করিয়াছে এমত জ্ঞান করিবার কারণ থাকিলে, জিলার কালেক্টর সাহেব কিম্বা ডেপুটী কমিশ্যনর কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক এতৎকার্য্যপক্ষে ক্ষমতা প্রাপ্ত অন্য কার্য্যকারক, স্বয়ং কিম্বা আপন পদের স্বত্বক্রমে, কিম্বা কোন মাজিষ্ট্রেট সেই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিবার পরওয়ানা দিতে পারিবেন, কিম্বা

পরওয়ানা দিবার কথা।

জব্দ করিবার যোগ্য আফীম কোন ঘরে কি নৌকাদিতে কি স্থানে রাখা কি লুকাইয়া রাখা গিয়াছে তাঁহার এমত জ্ঞান করিবার কারণ থাকিলে তিনি দিনে বা রাত্রিতেও সেই গৃহাদিতে অন্বেষণ করিবার পরওয়ানা দিতে পারিবেন।

এই ধারামতে যে সকল পরওয়ানা দেওয়া যায় তাহা ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্য প্রণালীবিষয়ক আইনের বিধান মতে জারী করা যাইবে।

ধৃত ব্যক্তিকে কি দ্রব্য লইয়া যাহা করিতে হইবে তাহার কথা।

২০ ধারা। ১৪ কি ১৫ ধারামতে ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা ও দ্রব্য ধরিয়া লওয়া গেলে অবিলম্বে অতি নিকট পোলীস থানার কর্ত্তৃপক্ষের কাছে চালান করিতে হইবে; ও ১৯ ধারামতে ব্যক্তিকে গ্রেফ্তার করা ও দ্রব্য ধরিয়া লওয়া গেলে যে কার্য্যকারক পরওয়ানা বাহির করিয়া দিলেন তাঁহার নিকট ঐ ব্যক্তিকে ও ঐ দ্রব্য অগৌণেই চালান করিতে হইবে।

এই ধারামতে যে কার্য্যকারকের নিকট কোন ব্যক্তিকে কি কোন দ্রব্য চালান করা যায়, সেই ব্যক্তিকে কি সেই দ্রব্য লইয়া আইনমতে কার্য্য হইবার জন্যে যে সকল উপায় করা আবশ্যক, তিনি সুবিধামতে ত্বরায় সেই উপায় করিবেন।

ব্যক্তিকে গ্রেফ্তার করিবার ও দ্রব্য ধরিয়া লইবার রিপোর্টের কথা।

২১ ধারা। কোন কর্ম্মকারক এই আইনমতে কোন ব্যক্তিকে গ্রেফ্তার করিলে কি কোন দ্রব্য ধরিয়া লইলে, তিনি তৎপরে আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে আপনার উপরিস্থ কার্য্যকারকের নিকট সেই ব্যক্তিকে গ্রেফ্তার করিবার

কিম্বা সেই দ্রব্য ধরিয়া লইবার সবিশেষ বৃত্তান্তের সম্পূর্ণ রিপোর্ট করিবেন।

বে-আইনীমতে পোস্তের চাষ হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

২২ ধারা। বে-আইনীমতে পোস্তের চাষ হইতেছে এমত কথিত হইলে, ঐ ফসল কাটিয়া লইয়া যাইতে হইবে না, কিন্তু পেয়াদার কি কনষ্টবলের শ্রেণী অপেক্ষা উচ্চ শ্রেণীর যে কার্য্যকারক স্বীয় পদের স্বত্বহেতুক এতৎকার্য্যপক্ষে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট হইতে ক্ষমতা প্রাপ্ত হন, তিনি ঐ মোকদ্দমার নিষ্পত্তি না হওন পর্য্যন্ত ঐ ফসল ক্রোক করিয়া রাখিবেন; ও যে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের দ্বারা ঐ মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইবে, চাষী তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হয় এতদর্থে উক্ত কার্য্যকারক সঙ্গত যত টাকা জামিন নির্দ্ধার্য্য করেন, তাঁহার স্থানে তত টাকার হাজিরজামিন লইবেন। ঐ চাষী সঙ্গত কালের মধ্যে ঐ হাজিরজামিন দিবার ত্রুটি না করিলে তাঁহাকে গ্রেফ্তার করিতে হইবে না।

পরন্ত বঙ্গদেশস্থ ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর অধীন দেশে পোস্তের চাষ ও আফীন প্রস্তুতকরণ বিষয়ক আইন সংগ্রহ ও সংশোধনার্থ ১৮৫৭ সালের ১৩ আইন কি তাহার কোন অংশ যে যে স্থানে প্রবল আছে সেই সেই স্থানে পোস্তের চাষ করণের প্রতি এই ধারার কোন কথা খাটিবে না।

বাকী ফী ও মাসুল প্রভৃতি আদায় করিবার কথা।

২৩ ধারা। এই আইনমতে, কিম্বা এই আইনক্রমে প্রণীত কোন বিধিমতে, যে ফী কি মাসুল ধার্য্য হয় তাহা বাকী পড়িলে।

ও আফীনের রাজস্বের কোন ইজারদারের স্থানে বাকী পাওনা থাকিলে।

যে ব্যক্তি গবর্ণমেণ্টে ঐ টাকা দিবার প্রধান দায়ী হন, ভূমির বাকী রাজস্বের ন্যায় তাঁহার স্থানে, কিম্বা তাঁহার জামিন থাকিলে ঐ জামিনের স্থানে আদায় হইতে পারিবে।

পাট্টাদারের নিকট ইজারদারের পাওনা টাকা আদায় করণার্থে কালেক্টর সাহেবের কি অন্য কার্য্যকারকের নিকট প্রার্থনা করিবার কথা।

২৪ ধারা। আফীনের রাজস্বের ইজারদার পাট্টা দিয়া তৎসম্পর্কে পাট্টাদারের নিকট তাঁহার টাকা পাওনা থাকিলে, ঐ ইজারদার জিলার কালেক্টর সাহেবের কিম্বা ডেপুটী কমিশ্যনরের নিকট, কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এই কার্য্যপক্ষে যে কার্য্যকারকের প্রতি ক্ষমতা দেন তাঁহার নিকট, দরখাস্ত করিয়া আপনার নিমিত্ত ঐ টাকা আদায় করিবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন। ঐ কালেক্টর সাহেব কি ডেপুটী কমিশ্যনর কি উক্ত কার্য্যকারক ঐ দরখাস্ত পাইলে স্বীয় বিবেচনানুসারে ভূমির বাকী রাজস্বের ন্যায় তাহা আদায় করিয়া যত টাকা পান দরখাস্তকারিকে দিতে পারিবেন।

কিন্তু পাট্টাদার ঐ ইজারদারের দাওয়ার বিচারার্থে দেওয়ানী আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করিলে ও দেওয়ানী আদালত ইজারদারের প্রাপ্য বলিয়া যত টাকা নির্দ্ধার্য্য করিবেন পাট্টাদার উক্ত কালেক্টর সাহেবের কি ডেপুটী কমিশ্যনরের কি অন্য কার্য্যকারকের হৃদ্বোধমতে তত টাকার জামিন দিলে, ঐ টাকা আদায়ের নিমিত্ত উক্ত কার্য্যকারকের পরওয়ানা বাহির হইলেও স্থগিত থাকিবে।

আরো তদ্রূপ পাট্টাদারের স্থানে আফীনের রাজস্বের ইজার-দারের প্রাপ্য টাকা কোন দেওয়ানী আদালতে কি প্রকারান্তরে আদায় করিবার যে স্বত্ব আছে, এই ধারার লিখিত কোন কথাহেতুক বা এই ধারাক্রমে কৃত কোন কার্য্যহেতুক সেই স্বত্বের ব্যাঘাত হইবে না।

শংক্রমে যে দণ্ডের টাকা প্রাপ্য হয় তাহা আদায়ের কথা।

২৫ ধারা। আইনক্রমে প্রণীত কোন বিধি অনুসারে কোন ব্যক্তি কোন কর্ত্তব্য কর্ম্ম কিম্বা কোন ক্রিয়া করিবার নিবন্ধনপত্র লিখিয়া দিলে, সেই কর্ত্তব্য কর্ম্ম বা ক্রিয়া ভারতবর্ষীয় চুক্তিবিষয়ক ১৮৭২ সালের আইনের ৭৪ ধারার অর্থানুসারে সাধারণের নিকট কর্ত্তব্য বলিয়া, কিম্বা বিষয় বিশেষে যাহাতে সাধারণের স্বার্থ আছে এমত ক্রিয়া বলিয়া জ্ঞান হইবে, ও সেই ব্যক্তি ঐ নিবন্ধ পত্রের লিখিত কোন নিয়ম ভঙ্গ করিলে ঐ পত্রমধ্যে তাহার যত টাকা দণ্ড দিবার কথা আছে সেই সমুদয় টাকা ভূমির বাকী রাজস্বের ন্যায় তাহার স্থানে আদায় হইতে পারিবে।

১৮৭৮ সালের ৭ আইন।

-•:•:•-

বঙ্গদেশের মন্ত্রি সভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের প্রণীত।

(শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব ১৮৭৮ সালের মে মাসের ১ তারিখে ও শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব ১৮৭৮ সালের জুলাই মাসের ৩ তারিখে সম্মতি প্রকাশ করেন।)

বঙ্গদেশস্থ ফোর্টউইলিয়ম রাজধানীর অধীন দেশে আবকারী রাজস্ব বিষয়ক আইন সংগ্রহ ও সংশোধন করণার্থ আইন।

হেতুবাদ। আবকারী মাসুলযোগ্য দ্রব্য প্রস্তুত ও বিক্রয় করণ নিকটে ও রাখণ বিষয়ক তদুৎপন্ন রাজস্ব আদায় করণ বিষয়ক আইন সংগ্রহ ও সংশোধন করা বিহিত, এই কারণে এই এই বিধান করা গেল।

প্রথম খণ্ড।

পারিভাষিক।

১ ধারা। "বঙ্গদেশীয় ১৮৭৮ সালের 'আবকারী আইন

সংক্ষেপ নামের কথা। নামে এই আইনের উল্লেখ হইতে পারিবে।

২ ধারা। পশ্চাদ্ভাগে যে স্থলের স্পষ্ট নির্দ্দেশ হইল তদ্ভিন্ন

যতদূর ব্যাপ্ত হইবে ও যে অবধি প্রচলিত হইবে তদ্বিষয়ক কথা।

স্থলে যৎকালে যে দেশ বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের শাসনাধীন থাকে এই আইন সেই সমস্ত দেশে প্রচলিত হইবে, ও যে তারিখে শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের সম্মতি পূর্ব্বক কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ করা যায় সেই তারিখ অবধি প্রবল করা যাইবে।

৩ ধারা। এই আইনের তফসীলে যে যে আইন নির্দ্দিষ্ট

যে যে আইন রহিত হইল তদ্বিষয়ক কথা।

হইল, তাহা ঐ তফসীলের তৃতীয় ঘরে যত দূর উল্লেখ হইয়াছে তত দূর রহিত করা গেল।

রহিত হইলেও উক্ত কোন আইন দ্বারা যে পদ কি ক্ষমতা কি বিষয় উঠাইয়া দেওয়া গিয়াছে তাহা পুনঃ স্থাপিত হইবে না ও এই আইন প্রচলিত হওনের পূর্ব্বে যে কোন কার্য্য করা কি ভোগ করা গিয়াছে ও যে কোন স্বত্ব কি অধিকার কি কর্ত্তব্য কর্ম্ম কি দায় ঘটিয়াছে তাহার সিদ্ধতার ব্যতিক্রম হইবে না।

ও উক্ত কোন আইনদ্বারা যে যে বিধি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ও যে যে নিয়োগ করা ও যে যে ক্ষমতা প্রদান করা ও যে যে লাইসেন্স দেওয়া ও যে যে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করা গিয়াছে তাহা, এবং এই আইনে যে যে বিষয়ের বিধান হইয়াছে তৎ-সম্পর্কীয় অন্য যে সকল বিধি এইক্ষণে প্রবল আছে তাহা, এই আইনের সহিত যতদূর সঙ্গত হয় ততদূর, এই আইনমতে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ও করা ও প্রদান করা ও দেওয়া ও প্রকাশ করা গিয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

ও উক্ত কোন আইনের উল্লেখ হইলে, যত দূর হইতে পারে ততদূর এই আইনের উল্লেখ হইল বলিয়া জ্ঞান হইবে।

ও উক্ত কোন আইনমতে মোকদ্দমাঘটিত যে কার্য্য আরম্ভ হইয়া এইক্ষণে উপস্থিত থাকে, তাহা এই আইনমতে আরম্ভ করা গেল বলিয়া জ্ঞান হইবে।

৪ ধারা। বিষয় বিবেচনায় কি পূর্ব্বাপর কথার দ্বারা ভাবা-ন্তর বোধ না হইলে এই আইনে,

অর্থ করণের ধারা।

"বোর্ড" শব্দে যৎকালে যে যে প্রদেশ বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের শাসনাধীন থাকে সেই সেই প্রদেশের "রেবিনিউ বোর্ড" জানিতে হইবে।

"বোর্ড"

"কালেক্টর" শব্দে ডেপুটী কালেক্টর কিম্বা রাজস্বের অন্য যে কার্য্যকারক স্বাধীনভাবে জিলার অধ্যক্ষতা ভার প্রাপ্ত হন তিনিও আবকারী রাজস্বের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট গণ্য

"কালেক্টর"

এবং কালেক্টর সাহেব কমিশনর সাহেবের অনুমতি গ্রহণ

পূর্ব্বক এই আইনমত আপনার কোন ক্ষমতা কি কর্ত্তব্য কর্ম্ম চিহ্নিত কি অচিহ্নিত কোন কার্য্যকারকের প্রতি অর্পণ করিতে এতৎক্রমে সক্ষম হইলেন। অর্পণ করিলে "কালেক্টর" শব্দে ঐ কার্য্যকারকও গণ্য।

'কমিশ্যনর'

"কমিশ্যনর" শব্দে রাজস্ব সংক্রান্ত দেশখণ্ডের কমিশ্যনর সাহেবকে জানিতে হইবে।

'আবকারী মাসুলযোগ্য দ্রব্য।"

"আবকারী মাসুলযোগ্য দ্রব্য" এই শব্দে যাহা এই আইনের নির্ণীত অর্থানুসারে উগ্র শরাব ও গাঁজলা শরাব ও মাদক দ্রব্য হয় তাহাও গণ্য।

"ভিন্নদেশীয় আবকারী মাসুলযোগ্য দ্রব্য।"

ব্রিটিষ ভারতবর্ষের সীমার বহিঃস্থ কোন স্থানে যে আবকারী মাসুলযোগ্য দ্রব্য প্রস্তুত বা উৎপন্ন হয়, কিম্বা ব্রিটিষ ভারতবর্ষের অন্তর্গত যে স্থানে উক্ত দ্রব্য প্রস্তুত বা উৎপন্ন হইলে, উহার উপর আবকারী মাসুল আদায় করা হয় না, সেই স্থানে যে আবকারী মাসুলযোগ্য দ্রব্য প্রস্তুত বা উৎপন্ন হয়, "ভিন্নদেশীয় আবকারী মাসুল যোগ্য দ্রব্য" বলিলে তাহা বুঝাইবে। [১৮৮১ সালের বঙ্গীয় ৪ আইন ৩ ধারা।

"গাঁজলা শরাব" শব্দে

'গাঁজলা শরাব"

সকল প্রকারের যবসুরা, ও টাট কা কি গাঁজলা বা তাড়ী,

ও মিশ্রিত বা অমিশ্রিত পচুই,

ও অন্য যে প্রকারের মাদক শরাব। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে

সময়ে এই শব্দের অর্থের মধ্যে আইসে বলিয়া নির্দ্দেশ করেন তাহাও গণ্য।

"মাদক দ্রব্য" শব্দে

"মাদক দ্রব্য।"

গাঁজা,

ভাঙ্গ বা সিদ্ধি,

চরস,

ও তাহা দিয়া প্রস্তুত ও মিশ্রিত সকল দ্রব্য,

ও অন্য যে যে প্রকারের মাদকদ্রব্য স্থানীয় গবর্ণমেণ্টে সময়ে সময়ে এই শব্দের অর্থ মধ্যে আইসে বলিয়া নির্দ্দেশ করেন তাহাও গণ্য।

"স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট।"

যিনি যৎকালে বঙ্গদেশের লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর হন কিম্বা ঐ পদের কর্ম্ম নির্ব্বাহ করেন, "স্থানীয় গবর্ণমেণ্টে" শব্দে তাঁহাকে জানিতে হইবে।

"ধারা।"

"ধারা" শব্দে এই আইনের ধারা জানিতে হইবে।

"উগ্রশরাব।"

উগ্র যে শরাব ভারতবর্ষে আমদানী হয় বা চোয়াইবার কোন নিয়মানুসারে ভারতবর্ষের মধ্যে চোয়ান যায় তাহাও "উগ্র শরাব" শব্দে গণ্য।

"কলিকাতা নগর।"

বঙ্গদেশস্থ ফোর্ট উইলিয়ম রাজধানীর হাই কোর্ট যে সীমার মধ্যে দেওয়ানী মোকদ্দমা আদৌ বিচার করণের সাধারণ ক্ষমতাপন্ন হন, সেই সীমার অন্তর্গত সকল স্থান "কলিকাতা নগর" শব্দে গণ্য।

কলিকাতা স্বতন্ত্র জিলা হওয়ার কথা।

এই আইনের কার্য্যপক্ষে কলিকাতা নগর স্বতন্ত্র জিলা বলিয়া জ্ঞান হইবে।

"লাইসেন্সপ্রাপ্ত বিক্রেতা বা প্রস্তুতকারী।"

"লাইসেন্স প্রাপ্ত বিক্রেতা বা প্রস্তুতকারী" শব্দের এই আইনমতে লাইসেন্স প্রাপ্ত বিক্রেতা বা প্রস্তুতকারী বুঝাইবে। [১৮৮৩ সালের বঙ্গীয় ১ আইনের ২ ধারা।]

"তাড়ী।"

"তাড়ী" শব্দে তালজাতীয় কোন বৃক্ষের রস বুঝাইবে।

দ্বিতীয় খণ্ড।

—০:০—

আবকারী মাসুলযোগ্য দ্রব্য প্রস্তুত করণ বিষয়ক বিধি।

লাইসেন্স বিনা মাসুল যোগ্য দ্রব্য প্রস্তুত বা গাছের চাষ করিতে না হইবার কথা।

৫ ধারা। কোন ব্যক্তি কালেক্টর সাহেবের স্থানে লাইসেন্স না পাইলে, আবকারী মাসুলযোগ্য কোন দ্রব্য প্রস্তুত করিবেন না, বা মাদক দ্রব্য যাহা হইতে উৎপন্ন হয় এমত কোন গাছের চাষ করিবেন না।

লাইসেন্স বিনা মদচুয়া প্রস্তুত করিবার স্থান প্রস্তুত করণের ও তাহার কার্য্য চালাওনের নিষেধের কথা।

৬ ধারা। কোন ব্যক্তি কালেক্টর সাহেবের স্থানে লাইসেন্স না পাইলে মদচুয়া চোয়াইবার স্থান প্রস্তুত করিতে কি তাহার কার্য্য চালাইতে পারিবেন না।

লাইসেন্স বিনা ইউরোপীয় নিয়ম মত ভাটীখানা স্থাপন করিতে ও তাহার কার্য্য চালাইতে না হইবার কথা।

৭ ধারা। ইউরোপে যেরূপ ভাটীখানা নির্ম্মাণ হইয়া থাকে ও তাহার কার্য্য যেরূপে চালান যায় কোন ব্যক্তি কোন জিলার মধ্যে তদ্রূপ ভাটীখানা স্থাপন করিতে চাহিলে, সেই জিলার কালেক্টর সাহেবের স্বাক্ষরিত লাইসেন্স না পাইলে, কিম্বা কলিকাতা হইতে বিশ মাইলের মধ্যে কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে সময়ে বিশ মাইলের কম যতদূর নির্দ্ধার্য্য করেন তাহার মধ্যে কোন স্থানে ঐ ভাটীখানা স্থাপন করিতে চাহিলে কলিকাতার কালেক্টর সাহেবের স্বাক্ষরিত লাইসেন্স না পাইলে, তদ্রূপ ভাটীখানা প্রস্তুত করিতে কি তাহার কার্য্য চালাইতে পারিবেন না।

ইউরোপীয় ভাটীখানাও যবসুরা চোযাইবার স্থানের বিধি বোর্ডের প্রণয়ন করিতে পারিবার কথা।

৮ ধারা। বোর্ডের সাহেবেরা সময়ে সময়ে ইহার পূর্ব্ব দুই ধারা মতে লাইসেন্স দেওন বিষয়ক।

ও উক্ত দুই ধারামতে স্থাপিত ভাটীখানার ও যবসুরা চোয়াইবার স্থানের কার্য্য চালাওন বিষয়ক।

ও তথা হইতে উগ্র ও গ'জলা শরাব চালান করণ বিষযক বিধি করিতে পারিবেন।

শরাব চোয়াইবার দেশীয ভাটীখানা কালেক্টর সাহেবের স্থাপন করিতে পারিবার কথা।

৯ ধারা। কালেক্টর সাহেব বোর্ডের অনুমতি লইয়া স্বাপন এলাকার অন্তর্গত কোন স্থানে দেশীয় নিয়মমতে উগ্র শরাব চোয়াইবার ভাটীখানা স্থাপন করিতে পারিবেন,

ও কালেক্টর সাহেবের ছাড়পত্র না থাকিলে যে যে সীমার

মধ্যে সেই ভাটীখানার চোয়ান মদিরা ভিন্ন কোন মদিরা আনিতে বা বিক্রয় করিতে হইবে না ও ঐ ভাটীখানা ছাড়া কোন ভাটীখানায় ভাটী প্রস্তুত করা যাইতে কি তাহার কার্য্য চালান যাইতে কি উগ্র শরাব চোয়ান যাইতে পারিবে না, তিনি সময়ে সময়ে এমত সীমা নির্দ্ধার্য্য করিতে পারিবেন।

ও পূর্ব্বোক্তমতে স্থাপিত কোন ভাটীখানা উঠাইয়া দিতে পারিবেন।

কালেক্টর সাহেব বোর্ডের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক ৭ ধারা মতে স্থাপিত ভাটীখানায় দেশীয় নিয়মমতে উগ্র শরাব চোয়াইবার লাইসেন্স যে দিতে পারিবেন না, এই ধারার কিম্বা ৭ ধারার কোন কথা ক্রমে এরূপ বুঝিতে হইবে না। [১৮৮১ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনের ৪ ধারা।]

দেশীয় ভাটীখানার বিধি বোর্ড করিতে পারিবেন কথা।

১০ ধারা। বোর্ডের সাহেবেরা সময়ে সময়ে ইহার পূর্ব্ব ধারামতে স্থাপিত ভাটীখানার কার্য্য চালাওন বিষয়ক, ও ঐ ঐ ভাটীখানার উগ্র শরাব চোয়াইবার নিয়ম বিষয়ক, ও তথা হইতে ঐ মদিরা চালান করণ বিষয়ক বিধি করিতে পারিবেন।

লাইসেন্স না পাইলে ভাটী রাখা নিষিদ্ধ হইবার কথা।

১০ক ধারা। কোন ব্যক্তি উগ্র শরাব প্রস্তুত করিবার ভাটীর লাইসেন্স না পাইলে ঐরূপ কোন ভাটী রাখিবেন না। [১৮৮৩ সালের বঙ্গীয় ১ আইনের ৩ ধারা।]

তৃতীয় খণ্ড।

আবকারী মাস্তুলযোগ্য দ্রব্য বিক্রয় করণ ও নিকটে রাখন বিষয়ক বিধি।

লাইসেন্স বিনা আবকারী মাস্তুলযোগ্য দ্রব্য বিক্রয় করিতে না হইবার কথা।

১১ ধারা। কোন ব্যক্তি কালেক্টর সাহেবের স্থানে লাইসেন্স না পাইলে আবকারী মাস্তুলযোগ্য কোন দ্রব্য বিক্রয় করিবেন না।

থোকে বিক্রয়ের লাইসেন্স ফীস কথা

১২ ধারা। যাঁহারা উগ্র ও গাঁজলা শরাব থোকে বিক্রয় করিবার লাইসেন্স লন, বোর্ডের সাহেবেরা সময়ে সময়ে যত টাকা নিষ্কার্য্য করেন তাঁহাদের ঐ প্রত্যেক লাইসেন্সের নিমিত্ত তত টাকা দিতে হইবে।

লাইসেন্স যে জিলায় দেওয়া যায় কেবল সেই জিলায় প্রবল থাকিবে।

কিন্তু যাঁহারা দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া বাণিজ্য করেন তাঁহারা ভ্রমণ করিতে করিতে যে যে জিলায় যান, সেই সেই জিলার নিমিত্ত নতন নতন লাইসেন্স না লইয়া বোর্ডের সাহেবেরা সময় সময় যে যে বিধি ও যে যে সীমা নির্দ্ধার্য্য করেন, সেই সেই বিধি ও সেই সেই সীমানুসারে সেই সেই জিলার থোকে বিক্রয় করিবার অনুমতি সূচক সাধারণ একই লাইসেন্স পাইতে পারিবেন।

খুজরা বিক্রয় করিবার লাইসেন্স ফীর কথা।

১৩ ধারা। যাঁহারা আবকারী মাসুলযোগ্য দ্রব্যের খুজরা বিক্রয়ের কিম্বা বাহির ভাটীখানা স্থাপন করিবার ও তৎস্থানে চোয়ান মদিরা বিক্রয় করিবার লাইসেন্স লন, বোর্ডের অনুমতি ক্রমে সময়ে সময়ে যে ফী কি মাসুল নির্দ্ধারিত হয়, কিম্বা বোর্ডের সাহেবেরা যে প্রকারে আজ্ঞা করেন ও যে বিধি নির্দ্ধার্য্য করেন সেই প্রকারে ও সেই বিধিমতে যে ফী কি মাসুল নিরূপণ করা যায় উক্ত প্রত্যেক লাইসেন্সের নিমিত্ত ঐ ব্যক্তিদের সেই ফী কি মাসুল দিতে হইবে।

ঐ ফী কি মাসুল ঐ লাইসেন্স নির্দ্দিষ্ট থাকিবে, এবং বোর্ডের সাহেবেরা যে যে সময় নিরূপণ করেন সেই সেই সময়ে দেওয়া যাইবে।

তাড়ী বিষয়ক বিধান স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের স্থগিত রাখিতে পারিবার কথা।

১৪ ধারা। কোন জিলায় অত্যল্প গাঁজলা তাড়ীর ব্যবহার হইলে তৎসম্পর্কে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট তাড়ী বিষয়ে এই আইনের সকল বিধানের প্রচলন স্থগিত করিতে পারিবেন। তাহা হইলে এই আইনে ভাবান্তরের বিধান থাকিলেও উক্ত কোন জিলায় লাইসেন্স বিনা তাড়ী নিকটে রাখা ও বিক্রয় করা যাইতে পারিবে।

থোকে ও খুজরা বিক্রয়ের কথা।

১৫ ধারা। * আবকারী মাসুলযোগ্য কোন দ্রব্য নিম্নলিখিত পরিমাণের অধিক পরিমাণে বিক্রয় হইলে, তাহা থোকে বিক্রয়

* ১৮৮১ সালের বঙ্গীয় ১ আইনের ৪ ধারা।

এবং অন্য কোন পরিমাণে বিক্রয় হইলে তাহা খুজরা বিক্রয় বলিয়া জ্ঞান হইবে। কিন্তু বোর্ড সময়ে সময়ে বিধিক্রমে আবকারী মাসুল যোগ্য কোন দ্রব্যের খুজরা বিক্রয়ের সীমা বলিয়া কোন অধিকতর পরিমাণ ধার্য্য করিতে পারিবেন।

সমুদ্রপথে আমদানী করা উগ্র কি গাঁজলা শরাবের দুই ইম্পিরিয়ল গ্যালন বা কুয়ার্ট বোতল বলিয়া খ্যাত বার বোতল।

তাড়ী ও পচুই ছাড়া অন্য উগ্র বা গাঁজলা শরাবের একসের কিম্বা কুয়ার্ট বোতল বলিয়া খ্যাত এক বোতল।

তাড়ীর কি পচুইর চারি সের।

গাঁজা কি সিদ্ধি কি ভাঙ্গের কি তাহাতে প্রস্তুত কি মিশ্রিত দ্রব্যের এক পোয়া।

চরস কি তাহাতে প্রস্তুত কি মিশ্রিত দ্রব্যের পাঁচ তোলা।

লাইসেন্স প্রাপ্ত থোকে বিক্রেতা খুজরা বিক্রয় করিবেন না, ও লাইসেন্স প্রাপ্ত খুজরা বিক্রেতা থোকে বিক্রয় করিবেন না।

নানা প্রকারের দ্রব্য বিক্রয়ের কথা।

এই ধারামতে লাইসেন্সপ্রাপ্ত থোকে বিক্রেতার প্রতি উগ্র কি গাঁজলা নানা প্রকারের শরাব সাজাইয়া পূর্ব্বোক্ত পরিমাণে বা তাহার ন্যূন পরিমাণে, ও লাইসেন্সপ্রাপ্ত খুজরা বিক্রেতার প্রতি পূর্ব্বোক্ত পরিমাণের অধিক পরিমাণে, বিক্রয় করিতে নিষেধ হইল।

এই ধারার কার্য্য পক্ষে "শরাব সাজান" শব্দে যাহা জানিতে হইবে বোর্ডের সাহেবেরা বিধি প্রণয়ন করিয়া ইহা নির্ণয় করিতে পারিবেন।

এই আইনমতে মাদক দ্রব্য শব্দে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যে যে দ্রব্য গণ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, সেই সেই দ্রব্যের খুজরা বিক্রয় বলিয়া যাহা জ্ঞান হইবে, বোর্ডের সাহেবেরা সময়ে সময়ে ইহাও নির্ণয় করিতে পারিবেন।

১৬ ধারা। গাঁজা কি ভাঙ্গ যে গাছে হয় সেই গাছের চাষী ঐ গাছ কি তাহা হইতে উৎপন্ন গাঁজা কি ভাঙ্গ, কালেক্টর সাহেবের ছাড়পত্র বা লাইসেন্সের দ্বারা নিয়মিত রূপে ক্রয় করিবার অনুমতি প্রাপ্ত ব্যক্তি ছাড়া কোন ব্যক্তির নিকট বিক্রয় করিবেন না।

গাঁজা ও ভাঙ্গ বিক্রয় করণ সম্পর্কীয় নিষেধের কথা।

১৭ ধারা। কোন ব্যক্তি লাইসেন্স প্রাপ্ত প্রস্তুতকারী বা বিক্রেতা না হইলে, কিম্বা লাইসেন্স-প্রাপ্ত বিক্রেতাকে আবকারী মাসুল-যোগ্য দ্রব্য যোগাইবার ক্ষমতা নিয়মমতে প্রাপ্ত না হইলে ১৫ ধারার নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের অধিক কিম্বা উক্ত কোন দ্রব্যের খুজরা বিক্রয়ের সীমা বলিয়া বোর্ড উক্ত ধারামতে যে পরিমাণ ধার্য্য করেন সেই পরিমাণের অধিক, ঐরূপ দ্রব্য নিকটে রাখিবেন না। [১৮৮৩ সালের বঙ্গীয় ১ আইনের ৫ ধারা]

যে আইনীমতে নিকটে রাখিবার কথা।

১৭ ক ধারা। যে উগ্র গাঁজলা শরাব সমুদ্রপথে আমদানী

ভিন্ন দেশীয় আবকারী মাস্থলযোগ্য কোন২ দ্রব্য সম্বন্ধীয় নিষেধের কথা।

করা যায় ও কেবল ব্যক্তি বিশেষের ভোগ ও ব্যবহারের নিমিত্ত রাখা হয় বিক্রয়ের নিমিত্ত নয় তদ্ভিন্ন কোন ভিন্নদেশীয় আবকারী মাস্থল-যোগ্য দ্রব্য সম্বন্ধে বোর্ড স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক সময়ে সময়ে কলিকাতা গেজেটে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারিবেন যে,

(১) ঐ জ্ঞাপন পত্রের নির্দ্দিষ্ট জিলায় বা ভূখণ্ডে কোন পরিমাণে উক্ত ভিন্নদেশীয় মাস্থলযোগ্য দ্রব্য নিকটে রাখা একেবারে নিষিদ্ধ কিম্বা

(২) নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের অধিক ঐ দ্রব্য নিকটে রাখা হইবে না। কিন্তু কালেক্টর সাহেবের কিম্বা এতদর্থে নিয়মিত-রূপে ক্ষমতা প্রাপ্ত অন্য কোন কার্য্যকারকের প্রদত্ত লাইসেন্সের বলে ঐ নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের অধিক দ্রব্য রাখা যাইতে পারিবে। বোর্ড সময়ে সময়ে বিহিত বোধ করিলে ঐ লাইসেন্সের নিমিত্ত যে ফী বা মাস্থল দিতে হইবে তাহা ধার্য্য করিতে পারিবেন। [১৮৮১ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনের ৫ ধারা।]

চতুর্থ খণ্ড।

মাসুল বিষয়ক বিধি।

ভাটীখানা হইতে উগ্রশরাব স্থানান্তর করিবার কথা।

১৮ ধারা। তারিখ বিষয়ক যে আইন যৎকালে প্রচলিত থাকে তদনুসারে উগ্র শরাবের উপর মাসুল যে হারে লওয়া যাইতে পারে সেই হারে মাসুল না দেওয়া গেলে কিম্বা সেই মাসুলের নিমিত্ত বাণ্ড লিখিয়া দেওয়া না গেলে কোন ভাটীখানা হইতে কিম্বা তৎসংক্রান্ত গুদাম হইতে কোন উগ্র শরাব বাহির করিয়া লওয়া যাইবে না।

মাসুল দিয়া কিম্বা বাণ্ড লিখিয়া দিয়া যে সকল উগ্র শরাব বাহির করিয়া লওয়া যায়, কালেক্টর সাহেব তাহার ছাড়পত্র দিবেন।

ঐ মদ যে পরিমাণের ও যে প্রকারের হয়,

ও যে স্থানে পঁহুছাইয়া দেওয়া যাইবে,

ও তাহার যত টাকা মাসুল,

ও যে ব্যক্তির নিকট পঁহুছাইয়া দিতে হইবে,

ও তাহার মাসুল দেওয়া গেল কি মাসুলের বাণ্ড দেওয়া গেল;

ও ছাড়পত্র যত দিন প্রবল থাকিবে,

ঐ ছাড়পত্রে এই সকল কথা নির্দ্দিষ্ট থাকিবে।

১৯ ধারা। ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের সীমার বহির্ভূত ভারতবর্ষের কোন স্থানে * কিম্বা ব্রিটীষ ভারতবর্ষের যে স্থানে উগ্র শরাব চোয়ান গেলে উহার উপর আবকারী মাসুল আদায় করা হয় না সেই স্থানে * উগ্র সরাব চোয়ান গিয়া এই আইন যে দেশের প্রতি খাটে সেই দেশের সীমাঞ্চল পার হইলেই, ইহার পূর্ব্ব ধারায় উগ্র শরাবের উপর যে মাসুল ধার্য্য হইল ঐ উগ্র শরাবের উপর সেই মাসুল লওয়া যাইবে।

ভিন্নদেশ হইতে আনীত উগ্র শরাবের উপর মাসুল লাগিবার কথা।

* ১৮৮১ সালের বঙ্গীয় ২ আইনের ৬ ধারা।

১৯ ক ধারা। এই আইন যে দেশে বর্ত্তে তাহার সীমার বাহিরে ব্রিটিষ ভারতবর্ষের অন্তর্গত কোন স্থানে যে যে আবকারী মাসুলযোগ্য দ্রব্য প্রস্তুত হয়, তৎসম্বন্ধে যে যে নিয়মের অধীনে ঐ ঐ দ্রব্য আমদানী করা যাইতে পারিবে সেই সেই নিয়ম নির্দ্দেশ করণার্থে এবং ঐ ঐ দ্রব্যের উপর পূর্ব্বে মাসুল লওয়া না গেলে যে যে নিয়মের অধীনে তাহা উক্ত সীমার মধ্যে আমদানী ও বাণ্ড করা যাইতে পারিবে সেই সেই নিয়ম নির্দ্দেশ করণার্থে বোর্ড সময়ে সময়ে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন। [১৮৮৩ সালের বঙ্গীয় ১ আইনের ৬ ধারা।]

* আইনের সীমার বাহিরে যে যে আবকারী মাসুলযোগ্য দ্রব্য প্রস্তুত হয় তাহা আমদানী ও বাণ্ড করিবার বিধির কথা।

৫ পঞ্চম খণ্ড।

মাসুল ইজারা দেওন বিষয়ক বিধি।

বোর্ডের অনুমতি লইয়া কালেক্টর সাহেবের মাসুল ইজারা দেওয়ার কথা।

২০ ধারা। কোন জিলায় কিম্বা জিলার বিভাগে আবকারী মাসুলযোগ্য দ্রব্য গুলি কি তন্মধ্যে কোন দ্রব্য খুজরা বিক্রয় করিয়া যে মাসুল আদায় হইতে পারে কালেক্টর সাহেব বোর্ডের সাহেবদের অনুমতিক্রমে সেই মাসুল ইজারা দিতে পারিবেন।

বোর্ডের বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবার কথা।

২১ ধারা। বোর্ডের সাহেবেরা এই এই বিষয়ের বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

যাঁহারা ইজারা লইতে চাহেন তাঁহারা যত দিবেন ইহার পত্র লিখিয়া দিতে বলিবার ও তাহা গ্রাহ্য করিবার বিধি।

ইজারদারদের কবার অনুসারে নিয়মমতে কার্য্য করিবার জামিন লওনের বিধি।

পাট্টা লিখিবার পাঠের ও নিয়মের বিধি।

উক্ত কোন বিধি লঙ্ঘন হইলে ঐ পাট্টা বাতিল হইতে পারিবে।

২২ ধারা। আবকারী মাস্থলযোগ্য কোন দ্রব্যের উপর যে মাস্থল আদায় হইতে পারে তাহা ইজারা দেওয়া গেলে, ইজার-দার আপন ইজারার সীমার মধ্যে ঐ ঐ দ্রব্য প্রস্তুতকারীদের ও বিক্রেতাদের সঙ্গে যে বন্দোবস্ত চাহেন করিতে পারিবেন।

ঐ ঐ দ্রব্য প্রস্তুতকারি-দের ও বিক্রেতাদের সঙ্গে ইজারদারের বন্দোবস্ত করিবার কথা।

ও তদ্রূপ কোন দ্রব্য যেআইনীমতে প্রস্তুত কি বিক্রয় করণ কি নিকট রাখনহেতুক ইহার পশ্চাদ্ভাগে যে যে অর্থ দণ্ডের বিধান হইল কোন ব্যক্তি ইজারদারের স্থানে লাইসেন্স বা ক্ষমতা প্রাপ্ত না হইয়া সেই সেই দ্রব্য প্রস্তুত বা বিক্রয় করিলে বা নিকটে রাখিলে তাঁহার সেই সেই অর্থ-দণ্ড হইবে।

২৩ ধারা। উক্ত প্রত্যেক ইজারদার যে সকল লাইসেন্স দেন তাহার নির্ঘণ্ট পত্র বোর্ডের সাহেবদের নির্দ্ধারিত পাঠে লিখিয়া কালেক্টরী কাছারীতে গাঁথিয়া রাখিবেন।

ইজারদার যে যে লাই-সেন্স দেন তাহা গাঁথিয়া রাখিবার কথা।

কালেক্টর সাহেব উক্ত প্রকারের কোন ইজারার বন্দোবস্ত করণের পূর্ব্বে বোর্ডের অনুমতি লইয়া পাট্টা দেওন সম্পর্কীয় যে যে নিষেধের বা সীমা অবধারণের নিয়ম উচিত বোধ করেন তাহা করিতে পারিবেন।

লাইসেন্স দেওনের সীমা অবধারণের কথা।

২৪ ধারা। এই আইনমতে যে পাট্টা দেওয়া যায়, কালেক্টর

পাট্টা বাতিল করিবার কথা।

সাহেব বোর্ডের অনুমতি লইয়া তাহা বাতিল করিতে কিম্বা পাট্টার মিয়াদের মধ্যে ইজারদারের উপর নিষেধসূচক কোন নূতন নিয়ম ধার্য্য করিতে পারিবেন।

কোন্ কোন্ স্থলে ইজারদারের হানিপূরণ পাইতে পারিবার কথা।

ইজারদারের দ্বারা পাট্টার নিয়ম ভঙ্গ হওয়ার কারণ ভিন্ন কোন কারণে পাট্টা বাতিল করা গেলে কিম্বা পাট্টার মিয়াদ চলন সময়ে লাইসেন্স দেওনবিষয়ক কোন নিষেধ কি সীমা অবধারণের নিয়ম করা গেলে তদ্দ্বারা ইজারদারের যে হানি হয় তাহার প্রতিকার স্বরূপ বোর্ডের সাহেবেরা যত দেওয়া উচিত বোধ করেন তাঁহারা ততই পাইবার অধিকার থাকিবে।

ইজারদারের বাকী ফী কি মাসুল আদায় করিবার কথা।

২৫ ধারা। প্রজাদের স্থানে জমীদারের ও ভূমির ইজারদারের বাকী খাজনা আদায় করিবার আইনমতে যে উপায় ও যে কার্য্যপ্রণালী আছে আবকারী রাজস্বের প্রত্যেক ইজারদারও সেই উপায়ে ও সেই কার্য্য প্রণালীমতে অনুমতি প্রাপ্ত বিক্রেতার নিকট আপনার প্রাপ্য বাকী ফী কি মাসুল আদায় করিতে পারিবেন।

৬ ষষ্ঠ খণ্ড।

লাইসেন্স বিষয়ক বিধি।

লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের কবুলিয়তে দস্তখত করিয়া জামিন দিবার কথা।

* ১৮৮৩ সালের বঙ্গীয় ১ আইনের ৭ ধারা।

২৬ ধারা। কোন ব্যক্তি এই আইনমতে লাইসেন্স গ্রহণ করিলে তিনি* কালেক্টরের আদেশ পাইলে* সেই লাইসেন্সের মর্ম্মানুযায়ী কবুলিয়ৎ লিখিয়া দিবেন, ও কালেক্টর সাহেব তাঁহার করারমতে কর্ম্ম করিবার যে জামিন চাহেন তাহা দিবেন কিম্বা জামিনের পরিবর্ত্তে যত টাকা আমানৎ করিতে বলেন করিবেন।

লাইসেন্স যত দিন প্রবল থাকিবে তাহার ও নূতন করিয়া লওনের কথা।

২৭ ধারা। বোর্ডের সাহেবেরা প্রকারন্তারের বিশেষ অনুমতি না দিলে প্রত্যেক লাইসেন্স কেবল এক বৎসরের নিমিত্ত দেওয়া যাইবে ও লাইসেন্স প্রাপ্ত ব্যক্তির সেই কার্য্য করিতে থাকিবার অনুমতি হইলে বৎসর বৎসর তাহা দাঁড়ামত নূতন করিয়া লইতে হইবে।

কিন্তু লাইসেন্স প্রাপ্ত কোন ব্যক্তি তাহা নূতন করিয়া না লইবার মনস্থ করিলে বৎসরের অবসানের পূর্ব্বে ন্যূনকল্পে ১৫ পঞ্চদশ দিন থাকিতে কালেক্টর সাহেবকে তাঁহার সেই মনস্থের নোটিস দিতে হইবে।

ঐ নোটীস না দেওয়া গেলে ও কালেক্টর সাহেব সেই লাই-সেন্স রহিত না করিলে উক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির যে লাইসেন্স আছে ও তিনি যে কবুলিয়ত দিলেন কালেক্টর সাহেব যত দিন উচিত বোধ করেন তাহা দাঁড়ামতে নূতন করিয়া লওনের ন্যায় ততদিন প্রবল থাকিবে।

লাইসেন্স লিখিবার ও পাট্টের বিধান বোর্ডের করিতে পারিবার কথা।

২৮ ধারা। বোর্ডের সাহেবেরা এই আইনমতে দত্ত সকল লাইসেন্স লিখিবার পাট্টের ও নিয়মের বিধান করিতে পারিবেন।

কোন কোন স্থলে লাই-সেন্স বাতিল বা ফিরিয়া লইবার কথা।

২৯ ধারা। লাইসেন্সে যে ফী কি মাসুল নির্দ্দিষ্ট থাকে তাহা নিয়ম মতে না দেওয়া গেলে কিম্বা লাইসেন্সের অন্য কোন নিয়ম ভঙ্গ হইলে কিম্বা ফৌজদারী যে-অপরাধ হইলে হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে না লাইসেন্স প্রাপ্ত ব্যক্তির এমন কোন অপরাধ নির্ণয় হইলে কালেক্টর সাহেব এই আইন মতে প্রদত্ত কোন লাইসেন্স করিতে পারিবেন।

তদ্রূপ স্থলে ঐ লাইসেন্স প্রাপ্ত ব্যক্তি লাইসেন্সমতে কলেক্টর সাহেবকে অগ্রিম যে ফী কি মাসুল দিয়া থাকেন তাহার কোন অংশ তাঁহার ফিরিয়া পাইবার অধিকার নাই।

কালেক্টর সাহেব পূর্ব্বোক্ত কারণ ভিন্ন কোন কারণে লাই-সেন্স বাতিল করিতে চাহিলে তিনি ১৫ পনের দিন থাকিতে* লিখিয়া* নোটীস দিয়া পনের দিনের ফী কি মাসুলের তুল্য টাকা ক্ষমা

*১৮৮৩ সালের বঙ্গীয় আইনের ৮ ধারা।

করিবেন কিম্বা* ঐরূপ* নোটিস না দিলে তাঁহার নোটিস না দেওয়াতে যে হানি হয় কমিশ্যনর সাহেব কিম্বা বোর্ডের সাহেবেরা যত টাকার আজ্ঞা করেন তিনি সেই হানি পূরণ স্বরূপ আর তত টাকা দিবেন।

তদ্রূপ সকল স্থলে যে ফী কি মাসুল অগ্রিম দেওয়া গেল তাহা ফিরিয়া দেওয়া যাইবে।

লাইসেন্স ফিরিয়া দিবার কথা।

*১৮৮৩ সালের বঙ্গীয় ১ আইনের ৯ ধারা।

৩০ ধারা। লাইসেন্স প্রাপ্ত কোন বিক্রেতা ১৫ পনের দিন থাকিতে কালেক্টর সাহেবকে* লিখিয়া* নোটীস দিয়া ও লাইসেন্স অনুসারে তাঁহার যত টাকা দিতে হয় তদতিরিক্ত পনের দিনের ফীর কি মাসুলের তুল্য টাকা দিয়া আপনার লাইসেন্স ফিরিয়া দিতে পারিবেন।

৭ সপ্তম খণ্ড।

কর্ত্তৃপক্ষদের ক্ষমতাবিষয়ক কথা।

আবকারী রাজস্বের অধ্যক্ষতাভার কালেক্টর সাহেবদের প্রতি বর্ত্তিবার কথা।

৩১ ধারা। আবকারী মাসুলযোগ্য দ্রব্য প্রস্তুত ও বিক্রয় করণ দ্বারা যে রাজস্ব উৎপন্ন হয়, তাহা আদায় করণের অধ্যক্ষতাকার্য্যের ভার সামান্যতঃ জিলার কালেক্টর সাহেবদের প্রতি বর্ত্তিবে, তাঁহারা কমিশ্যনর সাহেব

দের ও বোর্ডের সাহেবদের কর্তৃত্ব ও আজ্ঞার অধীনে তৎসম্পর্কীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন।

ও কালেক্টর সাহেবেরা যে যে কার্য্যানুষ্ঠান করেন তাহার উপর আপীল হইলে বা না হইলেও কমিশ্যনর সাহেবেরা তাহার পুনরালোচনা করিতে পারিবেন।

কালেক্টর ও কমিশ্যনর সাহেবেরা যে যে কার্য্যানুষ্ঠান করেন বোর্ডের সাহেবেরা তাহারও তদ্রূপে পুনরালোচনা করিতে পারিবেন।

আবকারী সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টকে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিযুক্ত করিতে পারিবার কথা।

৩২ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কোন জিলায় কি স্থানে আবকারী রাজস্বের কিম্বা আবকারী রাজস্বের কোন শাখার সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট স্বরূপ কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন; ও এই আইনে কালেক্টর সাহেবের প্রতি যে শক্তি ও ক্ষমতা প্রদান করা গেল তদ্রূপ নিযুক্ত ব্যক্তি সেই জিলায় কি স্থানে কিম্বা আবকারী রাজস্বের সেই শাখা সম্পর্কে সেই সকল শক্তি ও ক্ষমতামতে কার্য্য করিবেন, ও সেই নিয়োগ যত দিন প্রবল থাকে ততদিন কালেক্টর সাহেব ঐ জিলায় কি স্থানে কিম্বা আবকারী রাজস্বের সেই শাখা সম্পর্কে সেই শক্তি ও ক্ষমতামতে আর কার্য্য করিবেন না।

আবকারী কমিশ্যনরদিগকে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিযুক্ত করিতে পারিবার কথা।

৩৩ ধারা। কোন এক কি কএক জিলায় যে কার্য্যকারকেরা আবকারী রাজস্বের অধ্যক্ষতা ভার প্রাপ্ত হন তাঁহাদের উপর কর্তৃত্ব করণার্থে ও তাঁহাদিগকে

আদেশ দেওনার্থে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এক কি কএকজন কমিশ্যনর-কেও নিযুক্ত করিতে পারিবেন। তদ্রূপ ব্যক্তিদিগকে নিযুক্ত করা গেলে, এই আইনে রাজস্বের কমিশ্যনরদের প্রতি যে যে শক্তি ও ক্ষমতা প্রদান করা গেল, ঐ কি ঐ ঐ জিলার মধ্যে ঐ আবকারী কমিশ্যনর সেই সেই শক্তি ও ক্ষমতামতে কার্য্য করিবেন ও সেই নিয়োগ যতদিন প্রবল থাকে ততদিন রাজস্বের কমিশ্যনর সাহেব ঐ বা ঐঐ জিলায় সেই সেই শক্তি ও ক্ষমতা-মতে আর কার্য্য করিবেন না।

আবকারী কার্য্যকারক-দিগকে কালেক্টর সাহেবদের নিযুক্ত করিতে পারিবার কথা।

৩৪ ধারা। আবকারী রাজস্ব আদায় করণার্থে ও মাসুল এড়ান নিবারণার্থে যে যে কার্য্যকারক আবশ্যক, কালেক্টর সাহেবেরা তাঁহা-দিগকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন; ও আপন আপন পদসম্পর্কীয় নাম ভিন্ন ঐ কার্য্যকারকদিগকে "আবকারী কার্য্যকারক" নামেও বলা যাইবে।

লাইসেন্সপ্রাপ্ত বিক্রেতাদিগকে তাড়ী ও মাদক দ্রব্য যোগাইয়া দিবার বিধান বোর্ডের করিতে পারিবার কথা।

৩৫ ধারা। লাইসেন্স প্রাপ্ত বিক্রেতাদিগকে তাড়ী যে প্রকারে যোগাইয়া দেওয়া যাইবে বোর্ডের সাহেবেরা ইহার বিধান করিতে পারিবেন ও যাঁহারা লাই-সেন্সপ্রাপ্ত বিক্রেতাদিগকে যোগাইয়া দিবার নিমিত্ত গাঁজা কি ভাঙ্গ কি সিদ্ধি কি চরস ক্রয় কি চালান করেন কি সঞ্চয় করিয়া রাখেন তাঁহাদিগকে লাইসেন্স কি ছাড়পত্র দিবার বিধি করিতে পারিবেন।

আরো সেই সেই মাদক দ্রব্যের উপর মাসুল নিশ্চিতরূপে

পাইবার নিমিত্ত যদ্রূপ তত্ত্ব বিধান করা আবশ্যক জ্ঞান হয়, বোর্ডের সাহেবেরা ঐঐ দ্রব্যজনক গাছের চাষ ও ঐ ঐ দ্রব্য প্রস্তুত ও সঞ্চয় করিয়া রাখন কার্য্য এমত তত্ত্বাধীনে রাখিতে পারিবেন।

৩৬ ধারা। এই আইনমতে যে লাইসেন্স দেওয়া যায়, তাহার নিমিত্ত কোন ফী কি মাসুল বাকী পড়িলে,

বাকী ফী কি মাসুল আদায় করিবার কথা।

কিম্বা আবকারী রাজস্বের কোন ইজারদারের বাকী পড়িলে,

যাঁহার যে বাকী থাকে কালেক্টর সাহেব নিজ তাঁহার কিম্বা তাঁহার জামিনের অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক ও নীলাম করিয়া, কিম্বা ১৮৬৮ সালের বঙ্গীয় ৭ আইনের নির্দ্দিষ্ট কার্য্যপ্রণালীমতে, ঐ বাকী আদায় করিতে পারিবেন।

৩৭ ধারা। লাইসেন্স প্রাপ্ত কোন ভাটীদার কি খুজরা বিক্রেতা যে দোকানের কি বাড়ীর মধ্যে উগ্র কি গাঁজলা শরাব চোয়ান কিম্বা আবকারী মাসুলযোগ্য দ্রব্য বিক্রয় করেন, কালেক্টর সাহেব আপনার স্বাক্ষরিত পরওয়ানাক্রমে পেয়াদার ঊর্দ্ধ শ্রেণীর আবকারী কোন কার্য্যকারককে দিনে বা রাত্রিতে কোন সময়ে সেই ঘরে কি দোকানে প্রবেশ করিয়া দেখিবার এবং আবকারী কোন কার্য্যকারককেও কেবল দিনে তদ্রূপে প্রবেশ করিয়া দেখিবার অনুমতি দিতে পারিবেন।

লাইসেন্সপ্রাপ্ত বিক্রেতার দোকানে আবকারী কর্ম্মকারকের প্রবেশ করিয়া দেখিবার ক্ষমতার কথা।

৩৮ ধারা। আবকারী মাসুলযোগ্য যে দ্রব্য ৭৫ ধারামতে জব্দ হইবার যোগ্য, কোন ব্যক্তি

আবকারী মাসুলযোগ্য

যে দ্রব্য জব্দ হইতে পারে তাহা লইয়া যাইতেছে এমত সময়ে তদ্বাহক ব্যক্তিদিগকে গ্রেপ্তার করিতে পারিবার কথা।

কালেক্টর সাহেব আপনার স্বাক্ষরিত পরওয়ানাক্রমে আবকারী কোন কর্ম্মকারকের প্রতি তাঁহাকে থামাইয়া আটক রাখিবার ক্ষমতা দিতে পারিবেন।

ও উক্ত প্রকারের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন আবকারী কার্য্যকারক ঐ ঐ দ্রব্য ধৃত করিতে, ও যে ব্যক্তির নিকট তাহা পাওয়া যায় তাঁহাকেও গ্রেপ্তার করিতে পারিবেন।

৩৯ ধারা। কোন ব্যক্তির নিকট লাইসেন্স বিনা ভাটী কিম্বা ৭৫ ধারামতে জব্দ হইবার যোগ্য আবকারী মাস্থলযোগ্য দ্রব্য থাকিলে, কিম্বা কোন ব্যক্তি আবকারী মাস্থলযোগ্য তদ্রূপ দ্রব্য বেআইনীমতে প্রস্তুত বা বিক্রয় করণে লিপ্ত থাকিলে পেয়াদা হইতে উচ্চশ্রেণীর কোন আবকারী কার্য্যকারক তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিতে,

ও লাইসেন্স অপ্রাপ্ত ভাটীদার প্রভৃতিকে গ্রেপ্তার করিবার কথা।

ও ঐ ভাটী ও উক্ত সকল দ্রব্য ও সেই দ্রব্য প্রস্তুত করণের সকল মাল মসালা ধৃত করিয়া লইতে পারিবেন।

৪০ ধারা। আবকারী মাস্থলযোগ্য দ্রব্য কোন স্থানে বেআইনীমতে প্রস্তুত করা যাইতেছে, কিম্বা আবকারী মাস্থলযোগ্য যে দ্রব্য ৭৫ ধারামতে জব্দ হওয়ার যোগ্য এমত দ্রব্য কোন ঘরে কি নৌকায় কি অন্য স্থানে রাখা গিয়াছে কি গোপন করা গিয়াছে,

সন্ধান পাইলে বিনানুমতির গোযান কি নিকট রাখা মদিরাদির তল্লাশ করিবার ক্ষমতার কথা।

কোন ব্যক্তির স্থানে সন্ধান পাইয়া পেয়াদা হইতে উচ্চ

শ্রেণীর কোন আবকারী কার্য্যকারকের এমত বিশ্বাস করিবার কারণ থাকিলে (সেই সন্ধান লিখিয়া লওয়া যাইবে)—

সেই কার্য্যকারক, সর্ব্বদাই কর্পরাল বা হেড কনষ্টাবলের অনধীন শ্রেণীর পোলীসের কোন কার্য্যকারকের সাক্ষাৎ, উক্ত কোন ঘরে কি নৌকায় কি স্থানে প্রবেশ করিতে পারিবেন;

ও বাধা দেওয়া গেলে কোন দ্বার ভাঙ্গিয়া খুলিতেও তাঁহার প্রবেশ করিবার বাধাজনক কোন বিষয় বলপূর্ব্বক স্থানান্তর করিতে পারিবেন;

এবং সেই প্রস্তুত করণ কার্য্যে যে সকল ভাটীর ও সরঞ্জামের ব্যবহার হয় তাহা ও আবকারী মাসুলযোগ্য উক্ত সকল দ্রব্য ধরিয়া লইয়া যাইতে পারিবে।

ও সেই ঘরের কি নৌকার কি স্থানের দখলীকারকে ও ঐ দ্রব্য প্রস্তুত করণ কিম্বা দ্রব্য রাখণ কি গোপন করণ কার্য্যে অন্য যে সকল ব্যক্তির সম্পর্ক থাকে তাঁহাদিগকেও গ্রেপ্তার করিতে পারিবেন।

৪১ ধারা। ইহার পূর্ব্ব দুই ধারাক্রমে আবকারী মাসুলযোগ্য দ্রব্য ধৃত ও অন্বেষণ করিবার ও তাহা যে ব্যক্তিদের অধিকারে পাওয়া যায় তাঁহাদিগকে গ্রেপ্তার করণের যে সকল ক্ষমতা আবকারী কর্ম্মকারকদের প্রতি প্রদান করা গেল, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট পোলীস ও কষ্টম ও রাজস্ব কর্ম্মবিভাগের কার্য্যকারকদের কিম্বা তাঁহাদের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তিদের প্রতিও সেই সেই ক্ষমতা প্রদান [illegible]বেন।

পোলীস ও কষ্টম ও রাজস্ব-কর্ম্ম বিভাগের কার্য্যকারকদের প্রতি আবকারী কার্য্যকারকদের তুল্য ক্ষমতাপ্রদান করিবার কথা।

উক্ত সকল কর্ম্মকারক তদ্রূপ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলে তাঁহাদিগকে এই আইনের মর্ম্মানুসারে আবকারী কর্ম্মকারক বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

৪২ ধারা। কলিকাতা নগরে পোলীসের কমিশ্যনর সাহেব এতৎ কার্য্যপক্ষে পোলীসের যে কর্ম্মকারদিগকে বিশেষমতে মনোনীত করেন তাঁহারাও উক্ত ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতে পারিবেন।

কলিকাতায় পোলীসের কর্ম্মকারকদের তদ্রূপ ক্ষমতা পাইরে কার্য্য করিবার কথা।

এবং আবকারী কর্ম্মকারকদের নামে পরওয়ানা দেওন বিষয়ে যে যে ক্ষমতা এই আইনক্রমে কালেক্টর সাহেবদের প্রতি অর্পিত হইল, উক্ত নগরে পূর্ব্বোক্ত মতে মনোনীত পোলীসের কর্ম্মকারকদের নামে পরওয়ানা জারী করণ বিষয়ে সেই সেই ক্ষমতামতে পোলীসের কমিশ্যনর সাহেবও কার্য্য করিতে পারিবেন।

কিন্তু কালেক্টর সাহেব পোলীসের কোন কর্ম্মকারকের নামে পরওয়ানা দিবেন না ও পোলীসের কমিশ্যনর সাহেব কোন আবকারী কর্ম্মকারকের নামে পরওয়ানা দিবেন না।

৪৩ ধারা। কলিকাতা নগরের কি সহরতলীর কি হাবড়ার অন্তর্গত কিমীয় কি ঔষধীয় দ্রব্যবিক্রেতা কি ঔষধ প্রস্তুতকারক কি ঔষধালয়ের রক্ষক সূর্য্যাস্ত ও সূর্য্যোদয় কালের মধ্যে কোন সময়ে আপনার কর্ম্মে নিযুক্ত ব্যক্তি ভিন্ন অন্য ব্যক্তিকে আপনার ব্যবসায়ের বাড়ীর মধ্যে উগ্র কি গাঁজলা যে মদিরার সহিত প্রকৃত প্রস্তাবে ঔষধীয়

কিমীয় দ্রব্য বিক্রেতা প্রভৃতির বাড়ীর মধ্যে কোন ব্যক্তি মদ খাইলে তাহাকে ও শরাব ধৃত করিতে, আবকারী কি পোলীসের কার্য্যকারকের ক্ষমতার কথা।

দ্রব্য মিশ্রিত হয় নাই এমত মদিরা পান করিতে অনুমতি দিয়া থাকেন, পেয়াদার কি কনষ্টাবলের ঊর্দ্ধ শ্রেণীর কোন আবকারী কার্য্যাকারকের কিম্বা পোলীসের কোন কার্য্যকারকের এমত জ্ঞান করিবার কারণ থাকিলে,

তিনি সেই বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া ঐ শরাব ধরিয়া লইয়া যাইতে পারিবেন,

ও বাধা দেওয়া গেলে, দ্বার ভাঙ্গিয়া ও উক্ত মতে প্রবেশ ও ধৃত করিবার বাধা জনক কোন বিষয় বলপূর্ব্বক স্থানান্তর করিয়া,

ঐ বাটীর স্বামীকে কি দখলীকারকে ও সেই শরাব বে-আইনী মতে পান করিবার কার্য্যে যাঁহাদের সম্পর্ক থাকে তাঁহাদের সকলকে গ্রেপ্তার ও আটক করিয়া রাখিতে পারিবেন।

৪৪ ধারা। "আবকারী কোন কর্ম্মকারক এই আইনমতে কোন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিলে, কিম্বা কোন বিষয় ধৃত করিলে, কিম্বা কোন স্থানে অন্বেষণ করিলে, তিনি তৎপরে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে পদসম্পর্কে আপন উচ্চ কার্য্যকারকের নিকট ঐ ব্যাপারের সকল বৃত্তান্তের বিস্তারিত রিপোর্ট করিবেন, ও কালেক্টর সাহেবের পরওয়ানামতে ঐ কার্য্য না করিয়া থাকিলে, সাধ্যমতে ত্বরায় ঐ ধৃত ব্যক্তিকে কি দ্রব্য জেলা মাজিষ্ট্রেটের নিকটে, কিম্বা কলিকাতা নগরে সেই ব্যক্তিকে কিম্বা সেই দ্রব্য ধৃত বা অন্বেষণ করা গেলে, কোন প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের নিকট লইয়া যাইবেন।

আবকারী কর্ম্মকারক কোন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিলে কি মদিরাদি ধৃত কি অন্বেষণ করিলে তাঁহার উপরিস্থ কার্য্যকারকের নিকট রিপোর্ট করিবার ও ধৃত ব্যক্তিকে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট লইয়া যাইবার কথা।

৪৫ ধারা। পোলীসের কোন কর্ম্মকারক কলিকাতা নগরের মধ্যে এই আইনমতে কোন ব্যক্তিকে কি কোন দ্রব্য ধৃত করিলে কি অন্বেষণ করিলে, তিনি তৎপরে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে পোলীস কমিশ্যনর সাহেবের নিকট সকল বৃত্তান্তের সম্পূর্ণ রিপোর্ট করিবেন, ও গ্রেপ্তার করা ব্যক্তিকে ও ধৃত দ্রব্য সুবিধামতে ত্বরায় প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে লইয়া যাইবেন,

কলিকাতার পোলীস কমিশ্যনর সাহেবের নিকট পোলীসের কর্ম্মকারকের রিপোর্ট করিবার কথা।

ও পোলীসের কমিশ্যনর সাহেব তৎকালেই কালেক্টর সাহেবকে ঐ ব্যক্তির গ্রেপ্তার ও দ্রব্য ধৃত হওয়ার ও ঐ ব্যাপারের বৃত্তান্তের সন্ধান জানাইবেন।

৪৬ ধারা। কালেক্টর সাহেব লিখিত সন্ধান পাইয়া কিম্বা অন্য কোন মোকদ্দমার আনুষ্ঠানিক কার্য্যদ্বারা কোন ব্যক্তিকে বে আইনী মতে আবকারী মাসুলযোগ্য দ্রব্য বিক্রয়ের কার্য্যে লিপ্ত বলিয়া, কিম্বা তাঁহার নিকট ৪৫ ধারামতে জব্দ হওয়ার যোগ্য উক্ত কোন দ্রব্য আছে বলিয়া জ্ঞান করিলে, তিনি সেই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিবার পরওয়ানা দিতে পারিবেন।

স্থলবিশেষে কালেক্টর সাহেবের গ্রেপ্তারী পরওয়ানা দিতে পারিবার কথা।

৪৭ ধারা। কোন ঘরে কি নৌকায় কি অন্য স্থানে আবকারী মাসুলযোগ্য দ্রব্য বেআইনীমতে প্রস্তুত করা যাইতেছে কিম্বা এই আইনমতে জব্দ হওয়ার যোগ্য উক্ত কোন দ্রব্য

কালেক্টর সাহেবের তল্লাশী পরওয়ানা দিতে পারিবার কথা।

রাখা গিয়াছে কি গোপন করা গিয়াছে, কালেক্টর সাহেবের এমত জ্ঞান করিবার কারণ থাকিলে, তিনি সেই ঘরে কি নৌকায় কি স্থানে অন্বেষণ করিবার পরওয়ানা দিতে পারিবেন। করপরাল বা হেড কনষ্টেবলের অনধীন শ্রেণীর কোন কার্য্যকারক ৪০ ধারার নির্দ্দিষ্টমতে ঐ পরওয়ানা অনুসারে কার্য্য করিতে পারিবেন।

গ্রেপ্তার কি ধৃত করণের পর কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৪৮ ধারা। কালেক্টর সাহেবের পরওয়ানামতে কোন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার কি কোন দ্রব্য ধৃত করা গেলে কালেক্টর সাহেব যদ্রূপ তদারক করা আবশ্যক জ্ঞান করেন তাহা করিলে পর ঐ গ্রেপ্তার করা ব্যক্তিকে কিম্বা ঐ ধৃত দ্রব্য কোন মাজিষ্ট্রেটের নিকট, কিম্বা সেই ব্যক্তি কি দ্রব্য কলিকাতা নগরে ধৃত হইয়া থাকিলে প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের নিকট পাঠাইবেন কিম্বা সেই ব্যক্তিকে কি সেই দ্রব্য তৎক্ষণাৎ ছাড়িয়া দিবার আজ্ঞা করিবেন।

কালেক্টর সাহেবের বা আবকারী কর্ম্মকারকের চালানকরা লোকভিন্ন অন্য লোকদের বিষয়ে কার্য্য প্রণালীর কথা।

৪৯ ধারা। কালেক্টর সাহেব কিম্বা আবকারী কর্ম্মকারক যে লোকদিগকে পেয়াদাদের জিম্মায় চালান করেন তদ্ভিন্ন কোন ব্যক্তির নামে অভিযোগ হইলে উক্ত প্রত্যেক মাজিষ্ট্রেট তাঁহার নামে উপস্থিত হইবার সমন দিবেন।

৫০ ধারা। এই আইনের বিধানের বিপক্ষে কিম্বা এই

আবকারী মাশুলযোগ্য দ্রব্য বেআইনীমতে বিক্রয় হইলে তাহা ধৃত করিয়া যাহা করিতে হইবে তদ্বিষয়ে কথা।

আইনমতে প্রদত্ত লাইসেন্সের কোন নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া আবকারী মাশুল-যোগ্য কোন দ্রব্য বিক্রয় করা গেলে তাহা বিক্রয় করণ সময়েই ধৃত হইয়া উক্ত ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে আনা যাইতে পারিবে।

মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইলে, যে ব্যক্তি তাহা ক্রয় করিলেন তাঁহাকে ফিরিয়া দেওয়া যাইবে, কিম্বা মাজিষ্ট্রেট সাহেব যদ্রূপ কার্য্য হইবার আদেশ করেন তাহা লইয়া তদ্রূপ কার্য্য করা যাইবে।

অন্তঃপুরে লুক্কায়িত দ্রব্য অন্বেষণ করিবার কথা।

৫১ ধারা। আবকারী মাশুলযোগ্য দ্রব্য বেআইনীমতে কোন অন্তঃপুরে লুক্কায়িত আছে এমত অনুভব করিবার কারণ থাকিলে, ঐ পরওয়ানা জারী করিতে যে আমলার হাতে দেওয়া যায় তিনি কলিকাতা ভিন্ন সকল স্থানে ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্য প্রণালী বিষয়ক আইনের * ৩৮৪ ও ৩৮৫ ও ৩৮৬ ধারার বিধানমতে ও উক্ত নগরে প্রেসি-

---

* যখন ১৮৭৮ সালের বঙ্গীয় ৭ আইন বিধিবদ্ধ হয়, তখন ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্য প্রণালী বিষয়ক ১৮৭২ সালের ১০ আইনের ও প্রেসি-ডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট বিষয়ক ১৮৭৭ সালের ৪ আইনের ঐ সকল ধারা বলবৎ ছিল। ঐ ধারা গুলি বর্ত্তমান ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক ১৮৮২ সালের ১০ আইনের ১০২ ধারার দ্বিতীয় প্রকরণের ও ১০৩ ও ৫২ ধারার তুল্য।

ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট বিষয়ক আইনের ১৬৪ ও ১৬৫ ও ১৬৬ ধারার বিধানমতে কার্য্য করিবেন।

আবকারী কর্ম্মচারিদিগকে পোলীসের কর্ম্মকারকদের সাহায্য করিবার কথা।

৫২ ধারা। পোলীসের সকল কর্ম্মকারকের প্রতি এই আদেশ থাকিল যে, আবকারী কর্ম্মকারকেরা নোটিস দিলে বা প্রার্থনা করিলে, এই আইনমতে উপযুক্ত রূপে কার্য্য নির্ব্বাহ করণার্থে তাঁহাদের সাহায্য করেন।

অষ্টম খণ্ড।

দণ্ড বিষয়ক বিধি।

লাইসেন্স বিনা আবকারী মাসুলযোগ্য দ্রব্য প্রস্তুত কি বিক্রয় করিবার দণ্ডের কথা।

৫৩ ধারা। কোন ব্যক্তি লাইসেন্স না পাইয়া আবকারী মাসুলযোগ্য কোন দ্রব্য প্রস্তুত কি বিক্রয় করিলে তদ্রূপ প্রত্যেক দ্রব্য প্রস্তুত কি বিক্রয় করা প্রযুক্ত তাঁহার ৫০০৲ পাঁচ শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

যে যে নিয়মানুসারে লাইসেন্স প্রাপ্ত খুজরা বিক্রেতাদিগকে তাড়ী, যোগাইয়া দেওয়া যায় সেই সেই নিয়মে প্রতি

কিম্বা গুড় কি কোতরা গুড় প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত যে তাড়ী কিম্বা তাহা হইতে প্রস্তুত যে দ্রব্য যোগাইয়া দেওয়া বা ব্যবহার করা হয় তাহার বিক্রয়ের প্রতি এই ধারার প্রথম প্রকরণের কিম্বা ১১ ধারার কোন কথা বর্ত্তিবে না। [১৮৮৩ সালের ১ আইনের ১০ ধারা।]

কিম্বা কোন ব্যক্তি আপনার ব্যবহারের নিমিত্তে আমদানী করা কোন উগ্র শরাব কি গাঁজলা শরাব ক্রয় করিলেও মোকাম হইতে চলিয়া যাওনের সময়ে কি তাঁহার মৃত্যুর পরে ঐ ঐ দ্রব্য বিক্রয় করা গেলে সেই বিক্রয়ের প্রতি এই ধারার প্রথম প্রকরণের কি ১১ ধারার কোন কথা খাটিবেনা।

যে যে গাছে মাদকদ্রব্য হয় লাইসেন্স বিনা তাহা চাষ করিবার ও সেই কার্য্যে সহায়তা করিবার দণ্ডের কথা।

৫৪ ধারা। যে যে গাছ হইতে মাদক দ্রব্য উৎপন্ন হয় কোন ব্যক্তি কালেক্টর সাহেবের স্থানে লাইসেন্স না পাইয়া সেই সেই গাছের চাষ করিলে কিম্বা উক্ত বেআইনীমতে চাষ করণ কার্য্যের প্রবৃত্তি দিলে তাঁহার ৫০০৲ পাঁচশত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে ও তদ্রূপে যে গাছের চাষ হয় তাহাও ধৃত ও জব্দ হওয়ার যোগ্য হইবে।

লাইসেন্স বিনা ভাটীখানা কি যবসুরা চোয়াইবার স্থান প্রস্তুত করণের কি তাহার কার্য্য চালাওনের কথা।

৫৫ ধারা। কোন ব্যক্তি কালেক্টর সাহেবের স্থানে লাইসেন্স না পাইয়া ইউরোপীয় নিয়মমতে ভাটীখানা কি যবসুরা চোয়াইবার স্থান প্রস্তুত করিলে কি তাহার কার্য্য চালাইলে তদ্রূপ প্রত্যেক অপরাধের

জন্যে তাঁহার একসহস্র টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

ও তদ্রূপ কোন ভাটীখানায় কি যবসুরা চোয়াইবার স্থানে যে সকল মদিরা চোয়ান যায় ও চোয়াইবার নিমিত্ত যে সকল সরঞ্জাম ও যন্ত্রাদি সংগ্রহ করা যায় তাহাও জব্দ হইতে পারিবে।

ভাটীখানা কি যবসুরা চোয়াইবার স্থান বিষয়ে বোর্ডের নির্দ্ধারিত বিধির বিপরীতাচরণ করিবার দণ্ডের কথা।

৪৯ ধারা। ইউরোপীয় নিয়মমতে যে ভাটীখানা প্রস্তুত করা যায় ও যাহার কার্য্য চালান যায় লাইসেন্স প্রাপ্ত এমত ভাটীখানার কি যবসুরা চোয়াইবার স্থানের কোন মালিক কি অধ্যক্ষ ৮ ধারাক্রমে বোর্ডের নির্দ্ধারিত কোন বিধির বিপরীতাচরণ করিলে উক্ত প্রত্যেক অপরাধের জন্য তাঁহার দুই শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

ইউরোপীয় ভাটীখানা হইতে কিম্বা যবসুরা চুয়াই-বার স্থান হইতে উগ্র কি গাঁজলা শরাব বেআইনমতে স্থানান্তর করিবার দণ্ডের কথা।

৫০ ধারা। ইউরোপীয় নিয়মমতে যে ভাটীখানা প্রস্তুত হয় ও যাহার কার্য্য চালান যায় উগ্র কি গাঁজলা যে শরাবের উপর মাসুল দেওয়া যায় নাই কিম্বা যাহার মাসুলের বাণ্ড লিখিয়া দেওয়া যায় নাই কিম্বা উক্ত প্রকারের যে শরাবের নিমিত্ত কালেক্টর সাহেব ছাড়পত্র দেন নাই কোন ব্যক্তি লাইসেন্স প্রাপ্ত সেই ভাটীখানা হইতে কি যবসুরা চোয়াইবার কোন স্থান হইতে এমত শরাব কিম্বা যত শরাবের ছাড়পত্র দেওয়া গেল তাহার অধিক পরিমাণের শরাব লইয়া গেলে কি লইয়া

যাইতে উদ্যোগ করিলে, তাঁহার উক্ত প্রত্যেক অপরাধের জন্য এক সহস্র টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

এদেশীয় ভাটীখানা হইতে বেআইনীমতে উগ্র শরাব লইয়া যাওনের দণ্ডের কথা।

৫৮ ধারা। ৯ ধারামতে যে ভাটীখানা স্থাপিত হয় কোন ব্যক্তি ছাড়পত্র বিনা সেই ভাটীখানা হইতে কোন উগ্র শরাব কিম্বা যত শরাবের ছাড়পত্র দেওয়া যায় তাহার অধিক পরিমাণের শরাব লইয়া গেলে কি লইয়া যাইতে উদ্যোগ করিলে,

কিম্বা কালেক্টর সাহেবের বিশেষ ছাড়পত্র না পাইয়া ঐ ভাটীখানার চোয়ান উগ্র মদিরা ব্যবহার করিবার নির্দ্ধারিত সীমার মধ্যে অন্য স্থানের চোয়ান ঐ মদিরা আনিলে কিম্বা আনিতে উদ্যোগ করিলে [১৮৮১ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনের ৭ ধারা।]

তাঁহার উক্ত প্রত্যেক অপরাধের জন্য (১৭ ধারার বিধান সত্ত্বেও) পাঁচ শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে। [১৮৮১ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনের ৭ ধারা।]

আবকারী কার্য্যকারকের আদেশ হইলেও লাইসেন্স দেখাইতে অস্বীকার করিবার কি লাইসেন্স ভঙ্গ করণের দণ্ডের কথা।

৫৯ ধারা। এই আইনমতে যে ব্যক্তি মদিরা চোয়ান কি বিক্রয় করেন তিনি কোন আবকারী কার্য্যকারকের আদেশমতে আপনার লাইসেন্স না দেখাইলে,

কিম্বা এই আইনে আপন লাইসেন্সের কোন নিয়ম ভঙ্গ করণ সূচক যে ক্রিয়ার অন্য বিধান নাই এমত ক্রিয়া করিলে,

কিম্বা ইহার পূর্ব্ব ধারার বিধানের স্থলভিন্ন কোন স্থলে

ইচ্ছাপূর্ব্বক ১০ ধারামতে বোর্ডের প্রণীত কোন বিধির বিপরীতাচরণ করিলে,

তাঁহার উক্ত প্রত্যেক অপরাধের জন্যে ৫০৲ পঞ্চাশ টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

ও তাঁহার অধীন কর্ম্মচারির কি অন্য ব্যক্তির কোন দোষ কি অমনোযোগহেতুক ঐ নিয়মভঙ্গ হইলেও ঐ প্রস্তুতকারকের কি বিক্রেতারই স্থানে ঐ অর্থদণ্ড আদায় হইতে পারিবে।

খুজরা বিক্রেতা থোকে বিক্রয় করিলে ও থোকে বিক্রেতা খুজরা বিক্রয় করিলে দণ্ডের কথা।

৬০ ধারা। লাইসেন্সপ্রাপ্ত কোন খুজরা বিক্রেতা থোকে বিক্রয় করিলে ও থোকে বিক্রয়ের লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তি খুজরা বিক্রয় করিলে; তাঁহার উক্ত প্রত্যেক অপরাধের জন্য ২০০৲ দুই শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

এই আইনের বিধান মানিয়া এই ধারার প্রথম প্রকরণের কোন কথাক্রমে একইব্যক্তিকে থোকে ও খুজরা উভয় প্রকারে বিক্রয় করিবার লাইসেন্স দেওনের নিষেধ নাই।

কিম্বা কালেক্টর সাহেবের বিবেচনায় যাহা কেবল নমুনাস্বরূপ ব্যবহার হইতে পারে বলিয়া বোধ হয়, লাইসেন্সপ্রাপ্ত থোকে বিক্রেতারা এমত অল্প পরিমাণের যে বীর কি ওয়াইন কি উগ্র শরাব বিক্রয় করেন, তৎপ্রতি এই ধারার প্রথম প্রকরণের কোন কথা বর্ত্তিবে না। [১৮৮৩ সালের বঙ্গীয় ১ আইনের ১১ ধারা,]

৬১ ধারা। ১৫ ধারায় আবকারী মাসুলযোগ্য যে দ্রব্যের

আবকারী মাদক যোগ্য যত দ্রব্য ১৩ ধারায় নির্দ্দিষ্ট হইল লাইসেন্স কি ছাড়পত্র বিনা তাহার অধিক নিকট রাখিবার দণ্ডের কথা।

* ১৮৮৩ সালের বঙ্গীয় ১ আইনের ১২ ধারা।

কিম্বা তাহা লইয়া প্রস্তুত কি তাহাতে মিশ্রিত যে দ্রব্যের যে পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট হইল * কিম্বা ঐরূপ কোন দ্রব্যের খুজরা বিক্রয়ের সীমা বলিয়া বোর্ড উক্ত ধারামতে যে পরিমাণ ধার্য্য করেন * ঐ দ্রব্য প্রস্তুত কি বিক্রয় করিবার লাইসেন্স প্রাপ্ত ব্যক্তি বা লাইসেন্স প্রাপ্ত বিক্রেতাদের নিকট ঐ ২ দ্রব্য যোগাইয়া দিবার উপযুক্ত ক্ষমতা প্রাপ্ত ব্যক্তি ভিন্ন কোন ব্যক্তি কালেক্টর সাহেবের কিম্বা এতৎ কার্য্যপক্ষে উপযুক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কার্য্যকারকের ছাড়পত্র বিনা তাহার অধিক পরিমাণের সেই দ্রব্য নিকট রাখিলে তাঁহার ৫০০৲ পাচ শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

* নীচের মন্তব্য দেখ। ১৮৮১ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনের ৮ ধারা।

* কোন ব্যক্তি বিক্রয় করণের অভিপ্রায় ভিন্ন নিজ ভোগ ও ব্যবহারের জন্য সমুদ্রপথে আমদানী করা উগ্র কি গাঁজলা শরাব নিকটে রাখিলে, তাহার প্রতি এই

---

* ১৮৮৩ সালের বঙ্গীয় ১ আইনের ১২ ধারার দ্বিতীয় পদে এইরূপ অভিপ্রায় ছিল যে ১৮৭৮ সালের বঙ্গীয় ৭ আইনের ৬১ ধারার দ্বিতীয় পদে "ক্রয় করিলে" এই কথার পর "কিম্বা সাধারণ বাহক বা গুদামওয়ালাস্বরূপ তাহা নিকটে রাখিলে" এই কথা দিতে হইবে। কিন্তু ১৮৮১ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনের ৮ ধারার দ্বারা ৬১ ধারার দ্বিতীয় পদের পরিবর্ত্তে এরূপ একটি নূতন পদ দেওয়া হইয়াছিল, যাহাতে "ক্রয় করিলে" কথা নাই, ইহার প্রতি দৃষ্টি হয় নাই। সুতরাং অভিপ্রেত সংশোধন ব্যর্থ হইয়াছে।

ধারার প্রথম প্রকরণের কিম্বা ১৭ ধারার কোন কথা বর্ত্তে না।

নিষেধ না মানিয়া কেহ ভিন্নদেশীয় আবকারী মাসুল-যোগ্য দ্রব্য নিকটে রাখিয়াছে দৃষ্ট হইলে দণ্ডের কথা।

৬১ (ক) ধারা। কোন ব্যক্তি ১৭ক ধারামতে প্রচারিত জ্ঞাপনপত্র না মানিয়া ভিন্নদেশীয় আবকারী মাসুলযোগ্য কোন দ্রব্য নিকটে রাখিয়াছে কিম্বা উক্ত জ্ঞাপনপত্রে কোন আবকারী মাসুল-যোগ্য দ্রব্যের যে পরিমাণ রাখিবার অনুমতি আছে তদধিক রাখিয়াছে, দৃষ্ট হইলে, তাহার ৫০০৲ পাঁচ শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে। [১৮৮১ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনের ৯ ধারা।]

চিনি প্রস্তুত করিতে যে তাড়ীর ব্যবহার হয় তাহা নিকট রাখার প্রতি ও লাইসেন্স প্রাপ্ত চাষিদের নিকট মাদকদ্রব্য রাখার প্রতি ইহার পূর্ব্ব ধারার বিধান না বর্ত্তিবার কথা।

৬২ ধারা। গাঁজলা শরাব নিকট রাখণের বিষয়ে ৬১ ধারার যে যে বিধানের সম্পর্ক থাকে, গুড় কি কোতরা গুড় প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত যে তাড়ী যোগাইয়া দেওয়া যায় কি ব্যবহার হয়, তাহা রাখণের প্রতি ঐঐ বিধান খাটে না;

এবং মাদকদ্রব্য নিকটে রাখণের বিষয়ে ঐ ধারার যে বিধানের সম্পর্ক থাকে, ঐ ঐ দ্রব্য যে গাছে জন্মে এই আইনমতে সেই গাছের চাষ করিবার উপযুক্ত ক্ষমতা প্রাপ্ত কোন ব্যক্তির নিকট সেই দ্রব্য থাকিলে ঐ ঐ বিধান তাহার প্রতি খাটে না।

৬৩ ধারা। পরন্তু উক্ত কোন চাষা লাইসেন্স প্রাপ্ত বিক্রে-

চাহিয়া লাইসেন্স অপ্রাপ্ত ব্যক্তির নিকট বিক্রয় করিলে কি দিলে, কিম্বা গাছের হিসাব দিতে না পারিলে দণ্ডের কথা।

তা ভিন্ন কিম্বা কালেক্টর সাহেবের ছাড়পত্র কি লাইসেন্স ক্রমে ক্রয় করিবার উপযুক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি ভিন্ন, কোন ব্যক্তিকে উক্ত গাছ কিম্বা তাহা হইতে প্রস্তুত কোন দ্রব্য বিক্রয় করিলে কি দিলে, কিম্বা তাঁহার অধিকারগত ঐ গাছের মধ্যে কোন গাছের কি তাহা হইতে প্রস্তুত কোন দ্রব্যের হিসাব দিতে না পারিলে, তাঁহার ৫০০ পাঁচ শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

কেহ কোন প্রকারের উগ্র শরাব বেআইনীমতে নিকটে রাখিলে দণ্ডের কথা।

এই ধারা ১৮[illegible] সালের ৪ আইনের [illegible] ধারা দ্বারা রহিত করা গিয়াছে।

৬৪ ধারা। ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের সীমার বহির্ভূত ভারতবর্ষের, কোন স্থানে, যে উগ্র শরাব চোয়ান যায়, তাহার উপর ১৯ ধারামতে নির্দ্ধারিত মাশুল যে দেওয়া গেল, কালেক্টর সাহেবের এই মর্ম্মের সার্টিফিকেটযুক্ত ছাড়পত্র বিনা কোন ব্যক্তির নিকট ঐ শরাব পাওয়া গেলে তাহার ২০০ দুই শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

আবকারী মাশুলযোগ্য দ্রব্য বেআইনীমতে চোয়ান কি বিক্রয় করা যাইতেছে ইহা জ্ঞান পূর্ব্বক তাচ্ছল্য করণের দণ্ডের কথা।

৬৫ ধারা। কোন ভূম্যধিকারী কি ইজারদার কি তহসীলদার কি গোমস্তা কি ভূমির অন্য কার্য্যাধ্যক্ষ লাইসেন্স অপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তির দ্বারা আবকারী মাশুলযোগ্য দ্রব্য প্রস্তুত কি বিক্রয় করিবার অনুমতি দিলে কিম্বা প্রস্তুত কি বিক্রয়

হইতেছে জানিয়া তুচ্ছ করিলে তাঁহার উক্ত প্রত্যেক অপরাধের জন্য ৫০০্ পাঁচ শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

কিমীয় দ্রব্য বিক্রেতা প্রভৃতি বাটীর মধ্যে শরাব পান করিবার অনুমতি দিলে তাহার দণ্ডের কথা।

৬৬ ধারা। কলিকাতা নগরের কি সহরতলীর কি হাবড়ার অন্তর্গত কিমীয় কি ঔষধীয় দ্রব্য বিক্রেতা কি ঔষধ প্রস্তুতকারক কি ঔষধালয়ের রক্ষক সূর্য্যাস্ত ও সূর্য্যোদয় কালের মধ্যে কোন সময়ে আপনার কর্ম্মে নিযুক্ত ব্যক্তি ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে আপনার ব্যবসায়ের বাটীর মধ্যে উগ্র কি গাঁজলা যে শরাবের সহিত প্রকৃত প্রস্তাবে ঔষধীয় দ্রব্য মিশ্রিত নাই এমত শরাব পান করিতে অনুমতি দিলে তাঁহার,

ও তদ্রূপ যে ব্যক্তি সূর্য্যাস্ত ও সূর্য্যোদয় কালের মধ্যে কোন সময়ে ঐ বাটীর মধ্যে ঐ শরাব পান করেন তাঁহার,

এই কিম্বা অন্য কোন আইনমতে যে দণ্ড হইতে পারে তদতিরিক্ত ২০০্ টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

দোকানের মধ্যে মাতলামী প্রভৃতি হইতে দেওয়ার দণ্ডের কথা।

৬৭ ধারা। লাইসেন্স প্রাপ্ত কোন বিক্রেতা আপনার দোকানের মধ্যে মাতলামী কি দাঙ্গা কি জুয়াখেলা করিতে দিলে কিম্বা আবকারী মাশুলযোগ্য দ্রব্যের বিনিময়ে কোন পরিধেয় বস্ত্র কি অন্য দ্রব্য গ্রহণ করিলে তাঁহার উক্ত প্রত্যেক অপরাধের জন্য ২০০্ দুই শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

৬৮ ধারা। পোলীসের কোন কর্ম্মকারক আবকারী কর্ম্ম-কারকের সাহায্য করিতে আদেশ পাইলেও বৈধ কারণ না থাকিতে, তাঁহার সাহায্য করিতে তাচ্ছল্য কি অস্বীকার করিলে তাঁহার ৫০০৲ পাঁচ শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

পোলীসের কর্ম্মকারক আবকারী কর্ম্মকারকের সাহায্য না করিলে দণ্ডের কথা।

৬৯ ধারা। সন্দেহ করিবার সঙ্গত কারণ না থাকিতেও আবকারী কোন কর্ম্মকারক কোন ঘরে কি নৌকায় কি অন্য স্থানে প্রবেশ কি অন্বেষণ করিলে বা করাইলে

আবকারী কর্ম্মকারক কষ্টজনক রূপে অন্বেষণ কি ধৃত করিলে দণ্ডের কথা।

কিম্বা এই আইনমতে জব্দ হওয়ার যোগ্য কোন আবকারী মাসুলযোগ্য দ্রব্য ধৃত কি অন্বেষণ করিবার ছলে কষ্টজনকরূপে ও অনাবশ্যকমতে কোন ব্যক্তির সম্পত্তি ধৃত করিলে,

কিম্বা কষ্টজনকরূপে ও অনাবশ্যকমতে কোন ব্যক্তিকে আটক রাখিলে কি তাঁহার গাতল্লাশী করিলে কি তাঁহাকে ধৃত করিলে,

তাহার উক্ত প্রত্যেক অপরাধের জন্য ৫০০৲ শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

৭০ ধারা। কোন ব্যক্তি বেআইনীমতে আবকারী মাসুল-যোগ্য কোন দ্রব্য প্রস্তুত কি বিক্রয় করিলে যদি আবকারী কোন কর্ম্ম-কারক ইহা জানিয়া তাচ্ছল্য করেন,

মদাদি বেআইনমতে চালান কি বিক্রয় করা গেলে আবকারী কর্ম্মকারকের জানিয়া তাচ্ছল্য করিবার দণ্ডের কথা।

ও স্থানবিশেষে ক্ষমতা প্রাপ্ত কোন কার্য্যকারক যদি আপন ক্ষম-

কোন স্থানের মধ্যে লাইসেন্স বিনা পূর্ব্বোক্ত দ্রব্য বিক্রয় করিবার দোকান স্থাপন করিবার অনুমতি দেন কিম্বা স্থাপনের কথা জানিয়াও তাচ্ছল্য করেন,

তবে উক্ত প্রত্যেক অপরাধের জন্য তাঁহার ৫০০্ শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

[illegible] ধারা। কোন আবকারী কি পোলীসের কার্য্যকারক কোন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিলে কি দ্রব্য ধৃত কি অন্বেষণ করিলে পর চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তাহার বৃত্তান্তের রিপোর্ট করিতে তাচ্ছল্য করিলে,

অবকারী কার্য্যকারক গ্রেপ্তার ধৃত প্রভৃতির রিপোর্ট করিলে কিম্বা গ্রেপ্তার [illegible] মাজিষ্ট্রেট কি কালেক্টর সাহেবের নিকট লইয়া যাইতে বিলম্ব করিলে [illegible]।

কিম্বা এই আইনমতে যাহাকে গ্রেপ্তার করা যায় কি বিনানুমতির যে দ্রব্য ধৃত হয় তাহাকে বা তাহা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কিম্বা বিষয়বিশেষে কালেক্টর সাহেবের নিকট লইয়া যাইতে বিলম্ব করিলে,

উক্ত প্রত্যেক অপরাধের জন্যে তাঁহার ২০০্ দুই শত টাকা অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

১[illegible] ধারা। এই আইনের বিধানের বিপরীত অপরাধের যে সকল অর্থদণ্ড ধার্য্য হন ও এই আইনমতে জব্দ হওয়ার যোগ্য বলিয়া যে সকল দ্রব্য ধৃত হয়, মাজিষ্ট্রেট সাহেব ও কলিকাতা নগরে প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট সাহেব তৎসম্পর্কীয় দণ্ড নির্ণয় করিবেন।

দণ্ডের টাকা ও ধৃত দ্রব্য লইয়া যাহা করিতে হইবে তাহার নির্দ্দেশের কথা।

কিন্তু অপরাধ হওয়ার তারিখ অবধি ইঙ্গরেজী পঞ্জিকামত

ছয় মাস গত হইলে পর, উক্ত কোন মাজিষ্ট্রেট কোন কার্য্যানুষ্ঠান করিবেন না।

কালেক্টর সাহেবের কিম্বা কোন আবকারী কার্য্যকারকের সন্ধানমতে বিচার হইয়া উক্ত সকল অর্থদণ্ডের ও ক্রোক করণের আজ্ঞা হইতে পারিবে। কিন্তু ইহার পূর্ব্ব পাঁচ ধারার কোন ধারামতে নালিশ হইলে তদ্রূপ সন্ধান আবশ্যক হইবে না।

আদালতের অবজ্ঞাহেতুক দণ্ডের কথা।

৭৩ ধারা। এই আইনমতে কালেক্টর সাহেবের যে যে কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে হইবে তৎসম্পর্কে তাঁহার সম্মুখে খোলা কাছারীতে কোন অবজ্ঞা হইলে তদ্ধেতুক তিনি দুই শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড করিতে পারিবেন।

দ্বিতীয়বার কি পরে অপরাধ নির্ণয় হইলে দণ্ডের কথা।

৭৪ ধারা। যে অপরাধে দুই শত টাকা কি তদধিক দণ্ড হইতে পারে কোন ব্যক্তির এই আইনের বিধানের বিপরীত এমত কোন অপরাধ নির্ণয় হইলে পর তাঁহার পুনশ্চ সেই অপরাধ নির্ণয় হইলে, ঐ অপরাধের যে দণ্ড ধার্য্য আছে তদতিরিক্ত তাহার ছয় মাসের অনধিক কারাদণ্ডও হইতে পারিবে।

ও দ্বিতীয়বার সেই অপরাধ নির্ণয় হইলে পর আর যতবার তাহার সেই অপরাধ নির্ণয় হয় ততবার প্রথম অপরাধের নির্দ্ধারিত দণ্ডের অতিরিক্ত তাঁহার ছয় মাসের অনধিক কারাদণ্ড হইতে পারিবে।

এই আইনমতে যে কারাদণ্ড হয়, মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রেসি-

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট সাহেব যেমন আজ্ঞা করেন তেমনি তাহা সামান্য বা কঠোর হইতে পারিবে।

৭৫ ধারা। আবকারী মাসুলযোগ্য যে কোন দ্রব্য এই আইনের বিধানের বিপরীতাচরণ করিয়া প্রস্তুত করা যায় কি কোন ব্যক্তির নিকট থাকে এতৎকার্য্যপক্ষে নিয়মমতে ক্ষমতা প্রাপ্ত কার্য্যকারক সেই সকল দ্রব্য ও তাহা প্রস্তুত করিতে যে সকল সরঞ্জামের ব্যবহার হয় বা ব্যবহার করিবার কল্পনা থাকে তাহা ক্রোক করিতে পারিবেন ও তাহা জব্দ হইবার যোগ্য হইবে *।

আবকারী মসুলযোগ্য দ্রব্য জব্দকরণ বিষয়ক কথা।

* ১৮৮১ সালের বঙ্গীয় ৩ আইনের ১০ ধারা।

এই আইনমতে জব্দ হওয়ার যোগ্য কোন দ্রব্য ধৃত হইলে তাহা যে পাত্রে ও বস্তুর ও আবরণে থাকে এবং তাহা লওনার্থে যে জন্তুর ও যানবাহনের ব্যবহার হয় তাহাও ধৃত ও জব্দ হইতে পারিবে।

"৭৬ ধারা। বোর্ডের সাহেবেরা যেং বিধি করেন তদনুসারের জব্দ করা সকল দ্রব্য বিক্রয় করিবার নিমিত্ত কিম্বা তাহা লইয়া কার্য্য করিবার নিমিত্ত কালেক্টর সাহেবকে সমর্পণ করা যাইবে।

জব্দকরা দ্রব্য লইয়া যাহা করিতে হইবে তদ্বিষয়ক কথা।

৭৭ ধারা। এই আইনমতে কোন ব্যক্তির আবকারী মাসুলযোগ্য কোন দ্রব্য বেআইনীমতে প্রস্তুত কিম্বা বিক্রয় কি ক্রয় করণের কিম্বা অধিকারে রাখনের,

[illegible]দের দ্বারা অপ রাধাদি জানা যায় তাঁহাদের মধ্যে অর্থদণ্ড ভাগ করিবার কথা।

কিম্বা যে গাছহইতে মাদক দ্রব্য উৎপন্ন হয় এমত গাছ বেআইনীমতে চাষ করণের অপরাধ নির্ণয় হইয়া অর্থদণ্ড আদায় হইলে.

মাজিষ্ট্রেট সাহেব কালেক্টর সাহেবকে ঐ টাকা আদায় হওয়ার কথা জানাইবেন ও যে ব্যক্তিদের দ্বারা ঐ অপরাধ প্রকাশ করা যায়. কিম্বা যে দ্রব্য লইয়া অপরাধ হইল যে ব্যক্তিদের দ্বারা তাহা ধরা যায় কিম্বা অপরাধিকে গ্রেপ্তার করা যায়, কালেক্টর সাহেব বোর্ডের সাহেবদের নির্দ্ধারিত বিধিমতে যে হার উচিত বোধ করেন সেই হারানুসারে ঐ সকল ব্যক্তির মধ্যে ঐ দণ্ডের টাকা বাঁটিয়া দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

ও এই আইনমতে কোন কার্য্যদ্বারা কোন ব্যক্তিদের বৈবক্তিক হানি হইলে. ঐ টাকাহইতে তাঁহাদের হানিপূরণও করিতে পারিবেন।

বোর্ডের পুরস্কার দিতে পারিবার কথা।

৭৮ ধারা। মোকদ্দমার বিচার হইয়া নিষ্পত্তি হইবার পূর্ব্বে বা পরে বোর্ডের সাহেবেরা দুই শতের অনধিক যত টাকা উচিত বোধ করেন তত টাকা পুরস্কার দিতে পারিবেন;

ও যে ব্যক্তিদের দ্বারা অপরাধ প্রকাশ করা যায় কিম্বা যে দ্রব্য সম্পর্কে অপরাধ হয় তাহা কিম্বা অপরাধিকে যে ব্যক্তিদের দ্বারা ধরা যায় তাঁহাদের মধ্যে ঐ পুরস্কার যে হারানুসারে বিলি করা উচিত বোধ করেন, তাহার আদেশ দিতে পারিবেন।

৭৯ ধারা। এই আইনমতে অর্থদণ্ডের যে সকল টাকা

অর্থদণ্ডের টাকা লইয়া ব্যয় করা যাইবে তদ্বিষয়ের কথা।

...য়ে তাহার প্রয়োগ করিবার স্পষ্ট বিধান না থাকিলে, বোর্ডের সাহেবেরা তাহার অর্দ্ধেকের অনধিক কোন অংশ লইয়া গোয়েন্দাদের পুরস্কারস্বরূপ দেওয়াইতে, কিম্বা আইনমতে আনুষ্ঠানিক কোন কার্য্যক্রমে কোন ব্যক্তিদের কষ্ট কি হানি হইলে তাঁহাদের হানিপূরণস্বরূপ দেওয়াইতে পারিবেন।

৯ নবম খণ্ড।

সেনানিবেশ স্থানবিষয়ক বিধি।

সেনানিবেশ স্থানে আবকারী মাসুলযোগ্য দ্রব্য প্রস্তুত ও বিক্রয় করণ বিষয়ক বিধির কথা।

৮০ ধারা। কোন সেনানিবেশ স্থানের সীমার মধ্যে তথাহইতে দুই মাইলের মধ্যে কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কোন স্থলে সেই সীমাহইতে আর যত দূর নির্দ্ধার্য্য করেন তাহার মধ্যে কোন স্থানে তৎস্থানের প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ সাহেবের অনুমতি না হইলে, আবকারী মাসুল যোগ্য দ্রব্য প্রস্তুত ও বিক্রয় করিবার লাইসেন্স দেওয়া যাইবেনা, ও সেই দ্রব্যের উপর যে মাসুল আদায় হইতে পারে তাহাও ইজারা দেওয়া না। কালেক্টর সাহেব কি কোন ইজারদার ঐ সীমার

কি দূরত্বের মধ্যে লাইসেন্স দিয়া থাকিলেও উক্ত সৈনাধ্যক্ষ সাহেব আদেশ করিলেই তাহা তৎক্ষণাৎ রহিত করা যাইবে।

সেনানিবেশ স্থানের মধ্যে গ্রেপ্তার কি তল্লাস করিবার নিয়মের কথা।

৮১ ধারা। অন্য সকল বিষয়ে, পূর্ব্বোক্ত সীমার ও দূরত্বের মধ্যে এই আইনের সকল বিধান সম্পূর্ণ-রূপে প্রবল থাকিবে।

পরন্ত কোন সেনানিবেশের স্থানের সীমার মধ্যের কোন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার কিম্বা দ্রব্য অন্বেষণ করিতে হইলে, কালেক্টর সাহেব কিম্বা গ্রেপ্তার কি অন্বেষণ করিবার ক্ষমতাপন্ন অন্য কার্য্যকারক সৈন্যাধ্যক্ষ সাহেবকে নোটিস দিতে পারিলেই প্রথম তাহাকে নোটিস দিবেন। দিতে না পারিলে সাধ্যমতে বিলম্ব না করিয়া উক্ত সৈন্যাধ্যক্ষ সাহেবের নিকট ঐ গ্রেপ্তার হওয়ার কি অন্বেষণ করার রিপোর্ট করিবেন।

আবকারস্ হ্যাণ্ডবুক।

১০ দশম খণ্ড।

বিবিধ বিধি।

এই আইনের বিধান হইতে আবকারী মাসুলযোগ্য দ্রব্য মুক্ত করিতে পারিবার কথা।

৮২ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কলিকাতা গেজেটে বিজ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া দেশের কোন নির্দ্দিষ্ট ভূভাগের মধ্যে এই আইনের সমুদয় বা কোন বিধান হইতে কোন আবকারী মাসুলযোগ্য দ্রব্য কিম্বা ভিন্নদেশীয় আবকারী মাসুলযোগ্য দ্রব্য মুক্ত করিতে পারিবেন এবং সময়ে সময়ে ঐরূপ জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া উক্তরূপ মুক্ত করণের আজ্ঞা রহিত করিতে পারিবেন। [১৮৮১ সালের বঙ্গীয় ৪ আইনের ১১ ধারা]

আপীলের কথা।

৮৩ ধারা। কালেক্টর সাহেব এই আইনমতে যে সকল আজ্ঞা করেন, তাহার উপর কমিশ্যনর সাহেবের নিকট আপীল হইতে পারিবে, কিন্তু ঐ আজ্ঞার তারিখ অবধি ত্রিশ দিনের মধ্যে কমিশ্যনর সাহেবের নিকট কিম্বা কমিশ্যনর সাহেবের কাছে প্রেরণ করণার্থে কালেক্টর সাহেবের নিকট, ঐ আপীল উপস্থিত করা প্রয়োজন।

কমিশ্যনর সাহেব এই আইনমতে যে আজ্ঞা করেন তাহার [illegible] বোর্ডের নিকট আপীল হইতে পারিবে। কিন্তু আজ্ঞার [illegible] দিনের মধ্যে বোর্ডে ঐ আপীল উপস্থিত [illegible]

পরন্তু বোর্ডের সাহেবেরা আপনাদের বিবেচনামতে কালেক্টর সাহেবের আজ্ঞার উপর একেবারে আপীল গ্রাহ্য করিতে পারিবেন।

কোন মিউনিসিপালিটীর প্রতি স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের লাইসেন্স দেওনের কার্য্য অর্পণের কথা :

৮৪ ধারা। এই আইনে কিম্বা অন্য কোন আইনে ভাবান্তরের বিধান থাকিলেও, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক আবকারী মাসুলযোগ্য দ্রব্য বিক্রয় করণের লাইসেন্স দেওনের ও না দেওনের ও ফিরিয়া লওনের যে কার্য্য ও ক্ষমতা উচিত বোধ করেন, অর্থাৎ অন্যের প্রতি অর্পণ করা না গেলে গবর্ণমেণ্ট কার্য্যকারক আইন অনুসারে যে ক্ষমতাক্রমে যে কার্য্য করিতে পারিতেন, কলিকাতা নগরের মিউনিসিপল সমাজের প্রতি কিম্বা অন্য কোন মিউনিসিপালিটীর প্রতি সেই সকল কার্য্য ও ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন; ও স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যে নিয়ম ও বিধি নির্দ্ধার্য্য করেন ঐ সমাজ কিম্বা ঐ মিউনিসিপালিটী সেই সেই নিয়ম ও বিধিমতে আপনাপন এলাকার সীমার মধ্যে সেই ২ ক্ষমতাতে সেই ২ কার্য্য করিতে পারিবেন। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এই ধারার বিধান মতে যে যে কার্য্য ও ক্ষমতার্পণ করেন তাহা কোন সময়েই ফিরিয়া লইতে কি অন্যথা করিতে পারিবেন।

কিন্তু তদ্বিষয়ে উক্ত যে সমাজের কিম্বা [illegible]লিটীর সম্পর্ক থাকে, তাঁহাদের সম্মতি না হইলে [illegible] ও ক্ষমতা অর্পণ করা যাইবে না।

তাঁহারা সেই ক্ষমতাদি অর্পণ করা গেলে পর স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট উক্ত সমাজের কি মিউনিসিপালিটীর সম্মতি বিনা উক্ত প্রকারের কোন্ নিয়ম ও বিধি নির্দ্ধার্য্য করিবেন না।

সেনানিবেশ বিষয়ক ও সামুদ্রিক কষ্টম বিষয়ক আইন প্রবল রাখিবার কথা।

৮৫ ধারা। এই আইনের কোন কথাক্রমে সেনানিবেশ স্থানের কার্য্য নিরূপণার্থ বিধান করিবার আইন নামক ১৮৬৪ সালের ২২ আইনের কিম্বা সামুদ্রিক কষ্টম বিষয়ক ১৮৭৮ সালের আইনে কিম্বা ১৮৬৬ সালের বঙ্গীয় ২ ও ৪ আইনের কোন বিধানের ব্যতিক্রম হইল, এমত জ্ঞান করিতে হইবে না।

সম্পূর্ণ।